দি মেমোয়ার্স অব শার্লক হোমস

গ্রাম্য জমিদার

হোম্‌স্‌ ও ড. ওয়াটসন বসন্তের কয়েক সপ্তাহ কাটানোর জন্যে 'রিগেটে' এক বন্ধু কর্নেল হেটারের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছেন। হোম্‌স্‌ সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া সেরে সোফায় এলিয়ে পড়েছেন। হেটার আর ওয়াটসন কর্নেলের যে ঘরে অস্ত্রশস্ত্র থাকে সেই ঘরে ঘুরছেন।

হঠাৎ হেটার বললেন, এই পিস্তলগুলোর একটা আমি উপরে নিয়ে যাব—যদি কোনো বিপদ হয় তাই।

ওয়াটসন অবাক হয়ে বললেন,—বিপদের আভাস!

কর্নেল হেটার বললেন—হ্যাঁ এ অঞ্চলের একজন মাতব্বর, বুড়ো অ্যাকটনের বাড়িতে গত সোমবার চুরি হয়ে গেছে। কোনো ক্ষতি হয় নি বটে, কিন্তু চোরও ধরা পড়ে নি।

কোনো হদিস্‌ নেই? হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন। পিছন থেকে কখন এসে হোম্‌স্‌ দাঁড়িয়েছেন ওয়াটসনরা বুঝতে পারেন নি।

কর্নেল বললেন,—এখনো পর্যন্ত কিছু নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ছিঁচকে চোরের কাণ্ড, আমাদের গ্রাম্য অঞ্চলের ছোটোখাটো অপরাধেরই একটা আর কি! ঐ আন্তর্জাতিক বিরাট ব্যাপারের পর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা বলে এটাতে মনে হবে।

হোম্‌স্‌ বললেন, কৌতূহলজনক কিছু আছে এর মধ্যে? কর্নেল বললেন—আমার তো মনে হয় না। চোরেরা লাইব্রেরিটা তছনছ করেছে, কিন্তু তাদের পরিশ্রমের উপযোগী সামান্যই পেয়েছে। সমস্ত জায়গাটা তোলপাড় করেছে, ড্রয়ারগুলো ভেঙেছে, তার ফলে অন্তর্হিত হয়েছে পোপের লেখা পুরোনো একখণ্ড 'হোমার', দুটো গিলটি করা বাতিদান, একটা হাতির দাঁতের কাগজ-চাপা, একটা ছোট কাঠের ব্যারোমিটার, টোন সুতোর একটা গুলি।

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—কী অসাধারণ দ্রব্য সম্ভার।

হোম্‌স্‌ সোফা থেকে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠলেন। বললেন, জেলা পুলিশের কিছু করা উচিত ছিল। কেননা, এটা স্পষ্ট—

ওয়াটসন তর্জনী তুলে হোম্‌স্‌কে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—তুমি এখানে বিশ্রামের জন্যে এসেছ বন্ধু। ঈশ্বরের দোহাই, এই অবস্থায়, যখন তোমার স্নায়ু একেবারে বিপর্যস্ত, তখন তুমি যেন, নতুন কোনো সমস্যায় মেতে উঠো না।

কিন্তু পরদিনই সমস্যাটা এমনভাবে তাদের ঘাড়ে এসে পড়ল যে তাকে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব হলো না এবং বিদেশ ভ্রমণ মাথায় উঠল।

পরদিন হোম্‌স্‌রা যখন প্রাতঃরাশে বসেছেন তখন কর্নেলের বাটলার ছুটে এলো, হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—আপনারা খবরটা শুনেছেন স্যার, কানিংহামদের ওখানে স্যার—

কর্নেল কফির কাপ শূন্যে ধরা অবস্থায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, চুরি?

কর্নেলের বাটলার বললেন—খুন!

কর্নেল মুখে চুক্‌ চুক্‌ শব্দ করে বললেন, সেকি! কে খুন হল? জে. পি. না তাঁর ছেলে?

বাটলার বলল—তাঁরা নয়, স্যার! উইলিয়াম, কোচম্যান। গুলি হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে স্যার! একটি কথাও বলতে পারে নি!

কর্নেল বললেন, —কে তাকে গুলি করল তাহলে?

চোরটা, স্যার; বাটলার বলল—রাত বারোটা নাগাদ। রান্নাঘরের জানলা ভেঙে সে যখন ঢুকেছিল তখন উইলিয়াম এসে পড়ে, আর মনিবের সম্পত্তি বাঁচাতে গিয়ে নিজে মরে।

বাটলার চলে যেতে কর্নেল বললেন, ভারি বিশ্রী ব্যাপার! বুড়ো কানিংহাম হলেন এ অঞ্চলের জমিদার এবং খুব ভালো লোক। এ ব্যাপারে তাঁর বেশ কিছু খসবে, কারণ লোকটা বহু বছর ধরে তাঁর কাজে আছে এবং কাজেরেও বটে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এ হচ্ছে সেই বদমাইশটা যে অ্যাকটনের বাড়িতে ঢুকেছিল।

হোম্‌স্‌ এতোক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তারপর বললেন—হয়তো দেখা যাবে যে দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ ব্যাপার এটা, কিন্তু তা হলেও আপাতদৃষ্টিতে একটু অদ্ভুত লাগছে, তাই না?

কাল আপনি যখন সতর্ককতার কথা তুললেন তখন আমার মনে হয়েছিল যে ইংল্যান্ডের একই গ্রামে চোরের একাধিকবার নজর দেওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। বোঝা যাচ্ছে যে আমার এখনো অনেক কিছু শেখবার আছে।

কর্নেল বললেন—অ্যাক্টন আর কানিংহাম দুইজনেই খুব ধনী ব্যক্তি এ অঞ্চলের। ক-বছর ধরে দুইজনের মধ্যে মামলা চলছে। ফলে দুইজনেরই অর্থক্ষয় হচ্ছে। কানিংহামের অর্ধেক সম্পত্তির ওপর বুড়ো অ্যাকটনের কিছুটা দাবি আছে আর উকিলরা, দুই হাত দিয়ে দুই পক্ষকেই দুইয়ে নিচ্ছে।

হোম্‌স্ বললেন—যদি এটা স্থানীয় কোনো ছ্যাঁচড়া চোরের কীর্তি হয় তাহলে তাকে সহজেই পুলিশ ধরতে পারবে। ওয়াটসন, তাহলে আমরা এতে আর নাক গলাব না।

ইতোমধ্যে ইন্সপেক্টর ফরেস্টার ঘরে ঢুকলেন। ইন্সপেক্টর কর্নেলকে বললেন, সুপ্রভাত। এখানে বেকার স্ট্রিটের মি. শার্লক হোম্‌স্ আছেন জেনে দেখা করতে এলাম। তিনি মি. হোম্‌স্‌কে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, আশা করি এ মামলাটা আপনি নিয়ে আমাদের বাধিত করবেন। অ্যাকটনের ব্যাপারে আমার কোনো সূত্র ছিল না। কিন্তু এবার অগ্রসর হবার মতো অনেক কিছু পাওয়া গেছে। এবং একই ব্যক্তি যে দুইটিতে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং লোকটিকে দেখাও গেছে।

হোম্‌স্ নিরুত্তরে শুধু বললেন—'ও'

হ্যাঁ, স্যার, ইন্সপেক্টর পুনরায় শুরু করলেন—উইলিয়াম কিরওয়ানকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই সে সবেগে ছুটে পালিয়েছে। মি. ক্যানিংহাম তাকে দেখেছিলেন শোবার ঘরের জানলা থেকে এবং মি. অ্যালেক কানিংহাম খিড়কির পথ থেকে। দুইজনেই শুয়ে পড়েছিলেন। মি. অ্যালেক পৌনে বারোটার সময় গাউন পরে পাইপ খাচ্ছিলেন। কোচম্যান উইলিয়ামের সাহায্যের জন্যে চিৎকারটা দুইজনেই শুনেছিলেন। মি. অ্যালেক ছুটে গিয়েছিলেন ব্যাপারটা কী তাই দেখতে। তিনি দেখতে পান বাইরে দুইজন লোক ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। তাদের মধ্যে দিয়ে একজন দৌড়ে বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। মি. ক্যানিংহাম হাঁর শোবার ঘরের জানলা থেকে লোকটাকে রাস্তা পার হতে দেখেছেন, কিন্তু পলকেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে যায়। মি. অ্যালেক মুমূর্ষুকে কোনো সাহায্য করতে পারেন কিনা তাই দেখতে থেমে পড়েন এবং সেই সুযোগে বদমাইসটা পালিয়ে যায়। লোকটা মাঝারি আকৃতির, কালো পোশাক পরা—এর বেশি আর কিছু জানা যায় নি।

হোম্‌স্ বললেন—উইলিয়াম ওখানে কী করছিল? মারা যাবার আগে সে কি কিছু বলেছে?

ইন্সপেক্টর বললেন—একটা কথাও নয়। তবে মৃতের হাতের মুঠোয় নোটবুক থেকে ছেঁড়া একটা কাগজের টুকরো পাওয়া গেছে। সেটি হোম্‌সের সামনে মেলে ধরলেন ইন্সপেক্টর।

হোম্‌স্ কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে—'রাত পৌনে বারোটার সময় এসো, তাহলে যে একেবারে অবাক হয়ে...আর...অ্যানি—' হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন লেখাটা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি লেখাটা পরীক্ষা করছিলেন। তারপর মন্তব্য করলেন, আমি যতোটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক গভীর জলের ব্যাপর। বিখ্যাত বিশেষজ্ঞের ওপর তাঁর কেসের প্রতিক্রিয়া দেখে। তারপর টানটান হয়ে যখন মুখ তুললেন তখন দেখা গেল তাঁর গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছে। পুরোনো জীবনী শক্তি ফিরে পেয়ে এবার তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ব্যাপারটা কী আমি বলছি। এই মামলার খুঁটিনাটি বিষয়গুলির ওপর আমি একটু শান্তভাবে চোখ বুলোতে চাই। এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমায় ভীষণ অবাক করেছে। আপনি যদি আমায় অনুমতি দেন, কর্নেল বন্ধু ওয়াটসনকে আর আপনাকে ছেড়ে আমি ইসপেক্টরের সঙ্গে একটু যাবো। আমার দুই একটা ছোটোখাটো ধারণার সত্যতা যাচাই করতে যাচ্ছি। আধঘন্টার মধ্যেই ফিরব।

দেড়ঘণ্টা পর ইন্সপেক্টর একা ফিরে এসে বললেন—মি. হোম্‌স্ বাইরের মাঠে পায়চারি করছেন, আর বলে পাঠিছেন আপনারা চারজন মিলে একসঙ্গে যেন মি. ক্যানিংহামের বাড়িতে

আসনে। তারপর ইন্সপেক্টর কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—আমার মনে হয়, মি. হোম্‌স্ যেসব অদ্ভুত আচরণ করছেন তাতে মনে হয় তিনি পুরোপুরি সুস্থ নন।

চারচনে গিয়ে ক্যানিংহামের বাড়িতে পৌঁছে দেখল, হোম্‌স্ মাঠের মধ্যে ইতস্ততঃ পায়চারি করছেন। তাঁর চিবুক বুকের ওপর নুয়ে পড়েছে, হাতদুটি প্যান্টের পকেটে পোরা।

ওয়াটসনকে দেখেই হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—ওয়াটসন তোমার বিদেশ-ভ্রমণ বিশেষভাবে সার্থক হয়ে উঠল। একটি সুন্দর সকাল আমি উপভোগ করলাম।

কর্নেল বললেন,—শুনলাম আপনি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন—হ্যাঁ, হোম্‌স্ বললেন—ইন্সপেক্টর আর আমি একসঙ্গে একটু পরিদর্শন করে এলাম। প্রথমেই আমরা হতভাগ্য লোকটির লাস দেখলাম। বর্ণনা মতো সে বিরভালবারের গুলিতেই অবশ্য মারা গেছে। তারপর আমরা মি. ক্যানিংহামের সঙ্গে আর তার ছেলের সঙ্গেও দেখা করি। তাঁরা আমাদের ঠিক সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন, খুনী পালাবার সময় যেখানকার বেড়া ভেঙে ফেলেছিল সেটাও খুবই কৌতূহলজনক। তারপর মৃতের মাকে দেখলাম। সে খুব বুড়ি, আর দুর্বল বলে তার কাছে থেকে কোনো খবরই আমরা জোগাড় করতে পারলাম না।

কর্নেল বললেন, আপনাদের তদন্তের ফল কী দাঁড়াল?

হোম্‌স্ বললেন, অপরাধটা যে খুবই অদ্ভুত ধরনের, এই বিশ্বাস দৃঢ় হল। বোধহয় আমাদের এই যাত্রার ফলে এই মামলার অস্পষ্টতাটা দূর করার ব্যাপারেকিছু সুবিধা হবে। আমার মনে হয় আমাদের দুইজনের একমত, ইন্সপেক্টর, যে মৃতের হাতের কাগজের টুকরোটায় তার সঠিক মৃত্যুর সময়টাই লেখা। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ থেকেই একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে যে এই চিঠিটা লিখেছে সেই-ই। উইলিয়ামকে তার বিছানা থেকে ওই সময়ে টেনে বাইরে বার করেছে।' কিন্তু কাগজের বাকি অংশটার জন্যে আমি চারধারের জমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি—ইন্সপেক্টর বললেন।

হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন,—কাগজটা মৃত ব্যক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আরে সেটা নেবারে জন্যে একজনের এতো আগ্রহ ছিল কারণ সেটা তাকে জড়িত করছিল। আর সেটা নিয়ে সে পকেটে পুরে দিল—মৃতের মুঠোয় যে একটুখানি রয়ে গেল। সেটা তাড়াতাড়িতে খেয়াল হল না তার। তারপর আর একটা বিষয়ও খুব পরিষ্কার। চিঠি উইলিয়ামের কাছে পাঠানো হয়েছিল। যে লিখেছিল নিশ্চয়ই সে নিজে এটা নিয়ে যায় নি, তাহলে সে তার বক্তব্য না লিখে মুখেই বলে দিত।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর বললেন—উইলিয়াম কাল বিকেলের একটা চিঠি পায়। খামটা সে নষ্ট করে ফেলে।

চমৎকার! হোম্‌স্ ইন্সপেক্টরের পিঠ চাপড়ে সুর তুলে বলে উঠলেন, আপনি পিওনের সঙ্গে দেখা করেছেন? আপনার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পাচ্ছি। তারপর সকলকে নিয়ে মৃত ব্যক্তি যেখানে বাস করত সেই ছোটো কুটিরটা পেরিয়ে গিয়ে ওক গাছের সারি লাগানো বনপথ দিয়ে হেঁটে সুন্দর, পুরোনো একটা বাড়ির কাছে এলেন হোম্‌স্। হোম্‌স্ আর ইন্সপেক্টর সকলকে সামনে থেকে ঘুরিয়ে পাশের দরোজায় নিয়ে এলেন। রাস্তার ধারে বেড়া আর দরোজার মাঝে একফালি ছোট বাগান। একটা কনস্টেবল রান্নাঘরের দরোজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

হোম্‌স্ বললেন—দরোজাটা খুলে দাও, কর্তা। মি. কানিংহাম ও তার ছেলে ঠিক যে জায়গায় দুটো লোক মারামরি করছিল ঠিক সেই সেখানে এসে হাজির হলেন হোম্‌সরা। এইখানেই ছেলে অ্যালেক দৌড়ে এসে আহত উইলিয়ামর পাশে হাঁটু গেড়ে বসেন। হোম্‌স্ ভালো করে মাটি পরীক্ষা করে দেখে বললেন, জমির মাটিটা খুব শক্ত এবং কোনো চিহ্ন নেই আমাদের সাহায্য করবার মতোন। এইসব কথাবার্তা যখন হচ্ছিল তখন দুইজন লোক বাড়ির কোণের দিক থেকে বাগানের পথ দিয়ে আসছিলেন। একজন বয়স্ক, মুখমণ্ডলে মোটা বলিরেখা আঁকা, গভীর চোখ, অন্যজন ক্ষিপ্র প্রকৃতির যুবক, তাঁর উজ্জ্বল হাসিমুখি ভাব আর জমকালো পোশাক আমরা যে কাজে এখানে এসেছি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান।

যুবকটি হোম্‌স্‌কে বললেন—এখনো তাহলে এতে লেগে আছেন? ভেবেছিলাম লন্ডনের লোক আপনাদের কখনো ভুল হয় না। আপনাকে খুব চটপটে বলে মোটেই মনে হচ্ছে না!

হোম্‌স্‌ একটু ব্যঙ্গ স্বরে উত্তর দিলেন—আশা করি আমাদের একটু সময় দেবেন।

কানিংহাম বললেন—তা, সময় তো আপনাদের দরকারই, কারণ কোনো সূত্রই তো আমরা পাচ্ছি না।

ইন্সপেক্টর মি. কানিংহামের কথা শেষ না হতেই বললেন, একটি সূত্রই আছে, যদি তা বার করতে পারি—ও কি! মি. হোম্‌স্‌ কী ব্যাপার?

হঠাৎ হোম্‌সের মুখে এক ভীষণ ভীতিকর ভাব জেগে উঠল। চোখ উপরে উঠল, যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠল। চাপা আর্তনাদ করে হোম্‌স্‌ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সকলে তখন তাঁকে ধরাধরি করে রান্নাঘরে নিয়ে এলেন। সেখানে একটা বড় চেয়ারে এলিয়ে পড়ে কয়েক মিনিট তিনি গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেললেন। আর অবশেষে এই দুর্বলতার জন্যে লজ্জিত মুখে ক্ষমা চেয়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর অতি কষ্টে বললেন, ওয়াটসন আপনাদের বলবে যে, আমি অতি সম্প্রতি এক কঠিন রোগ থেকে উঠেছি, কৈফিয়তের সুরে তিনি বললেন, এরকম স্নায়বিক দুর্বলতার আক্রমণ আমার হঠাৎ হঠাৎ হতে পারে।

কানিংহাম বললেন—আমার গাড়িতে করে আপনাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব?

হোম্‌স্‌ বললেন, যখন এখানে এসেছি তখন একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েই যাই; খুব সহজেই আমরা সেটা পরীক্ষা করতে পারি। আচ্ছা, আমার মনে হয় এমনটা হতে পারে যে হতভাগ্য উইলিয়াম এখানে হাজির হয়েছিল বাড়িতে চোর ঢোকবার আগে নয়, পরেই। আপনারা ধরে নিয়েছেন বলে বোধ হচ্ছে যে দরোজা ভাঙলেও চোর বাড়িতে মোটেই ঢুকতে পারে নি।

মিঃ কানিংহাম গম্ভীরভাবে বললেন—এটা স্পষ্ট বলেই আমারো মনে হয়। আমার ছেলে অ্যালেক তখনো শুতে যায় নি এবং কেউ ঘোরাফেরা করলে নিশ্চয়ই সাড়া পেত। আর হোম্‌স্‌ জেনে নিলেন, সে সময় দুইজন লোক তখনো জেগে আছে! এটা কী আপনার কাছে তার ব্যাখ্যা চাইতাম না—ছেলে অ্যালেক বললেন। আর উইলিয়াম লোকটাকে ধরার আগে সে বাড়িতে চুরি করেছে—আপনার এই ধারণাটা সম্পূর্ণ অবাস্তব বলেই আমার মনে হয়। তাহলে কী আমরা সমস্ত জায়গাটা অগোছালো দেখতাম না, আর টের পেতাম না সে কী নিয়ে গেছে?

হোম্‌স্‌ বললেন—তা নির্ভর করছে জিনিসগুলো কী তার ওপর। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমরা এমন এক অদ্ভুত চোরের সংস্পর্শে এসেছি যে নিজের মতলব মতো কাজ করে। যেমন ধরুন—অ্যাকটনের বাড়ি থেকে অদ্ভুত সব জিনিস নেওয়া—একটা গুলি সুতো, কাগজ-চাপা আর কি সব এমন আজে বাজে জিনিস।

বৃদ্ধ ক্যানিংহাম বললেন, তা' আপনারা, মানে আপনি বা ইন্সপেক্টর যা বলবেন তা নিশ্চয় করব। আমরা এখন সম্পূর্ণ আপনার হাতে।

একথা শুনে হোম্‌স্‌ বললেন, তা' প্রথমেই চাই আপনি এক পুরস্কার ঘোষণা করুন—আপনার তরফ থেকেই করা হোক, কারণ পুলিশের কর্তারা হয়তো খানিকটা সময় নেবে টাকার অঙ্ক সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত করতে—তাছাড়া এহেন ব্যাপারে চট করে কিছু করা তাদের পক্ষে চলে না। একটা খসড়া আমি এখানে করেছি, আপনি যদি কিছু মনে না করেন এতে সই করতে পারেন। আমার মনে হয় পঞ্চাশ পাউণ্ডই যথেষ্ট।

হোম্‌স্‌, মি. ক্যানিংহামের হাতে কাগজ পেন্সিল তুলে দিলে সেটায় চোখ বুলিয়ে ক্যানিংহাম বললেন,—আমি পাঁচশো পাউন্ড দিতে পারি। আর খসড়াতে চোখ বুলিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন, এটাতে কিন্তু ভুল আছে।

হোম্‌স্‌ বললেন,—এটা খুব তাড়াতাড়ি লিখেছি।

বৃদ্ধ মি. কানিংহাম বললেন—আপনি শুরু করেছেন, 'প্রায় পৌনে এগারোটার সময়,

মঙ্গলবার...রাত্রি' এইভাবে। বাস্তবিক পক্ষে সময়টা হবে পৌনে বারোটা।

ভুলটা ওয়াটসনকে কষ্ট দিল। ঘটনা সম্পর্কে নির্ভুলতাই হচ্ছে হোম্‌সের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাঁর সাংঘাতিক অসুস্থতা তাঁকে একেবারে কাবু করে দিয়েছে এবং এই ছোট একটি বিষয়ই ওয়াটসনকে বিশেষভাবে দেখিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে তাঁর দেরি লাগবে। মুহূর্তের জন্যে অপ্রতিভ হলেন তিনি যখন ইন্সপেক্টরও চোখ কুঁচকালেন। অ্যালেক কানিংহাম হাসিতে ফেটে পড়লেন। যাইহোক, বৃদ্ধ কানিংহাম ভুলটা সংশোধন করে হোম্‌সকে কাগজটা ফিরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা ছাপতে দিন—আপনার এই মতলবটা আমার খুব ভালো লেগেছে।

হোম্‌স্ কাগজের টুকরোটা তাঁর পকেট-বুকে সযত্নে রেখে দিলেন। বললেন, এবার বেশ হয় যদি আমরা সকলে মিলে বাড়ির মধ্যে চলে যাই এবং খোঁজ করে নিশ্চিন্ত হই যে এই অদ্ভুত চোর সত্যিই কিছু নিয়ে পালাতে পারে নি।

বাড়িতে ঢোকার আগে হোম্‌স্ দরোজাটা পরীক্ষা করে নিলেন। দরোজাটা জোর করে খোলা হয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে একটা উকো বা শক্ত ছুরি দিয়ে তালাটার ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। যেখানে সেটা পোরা হয়েছিল সেখানকার কাঠের ওপর একটা দাগ দেখতে পাওয়া গেল।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনারা বুঝি খিল ব্যবহার করেন না? কানিংহাম বললেন—কখনো দরকার হয় নি।

আপনাদের কোনো কুকুর নেই? হোম্‌স্-এর কৌতূহল।

ক্যানিংহামের উত্তর—আছে, কিন্তু সে বাড়ির অন্য দিকে বাঁধা থাকে।

চাকরেরা কখন শুতে যায়? হোম্‌সের প্রশ্ন।

প্রায় দশটায়—ক্যানিংহাম বললেন।

শুনেছি যে উইলিয়াম সাধারণত ওই সময়েই শুয়ে পড়ে। হোম্‌সের এই মন্তব্যের উত্তরে ক্যানিংহাম ছোট্ট করে বললেন, হ্যাঁ।

হোম্‌স্ এবার বললেন—এটা খুবই অসাধারণ ব্যাপার যে ঠিক এই বিশেষ রাতেই সে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল। তারপর বললেন,—আমি খুব খুশি হবো যদি দয়া করে আপনি আপনার বাড়িটা ঘুরে দেখান মি. ক্যানিংহাম!

সব ঘর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখবার পর ক্যানিংহাম রাগতস্বরেই বললেন,—আশা করি এবার সন্তুষ্ট হয়েছেন?

হোম্‌স্ বললেন,—ধন্যবাদ, আমার মনে হয় যা চাইছিলাম তা সবই দেখেছি। এবার সেখান থেকে একে একে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখা গেল হোম্‌স্ পিছনে পড়লেন এবং তার সঙ্গে ওয়াটসনও। খাটের পায়ার কাছে একটা ছোট চারকোণা টেবিল ছিল, তার ওপর একডিস কমলালেবু আর কুঁজোটা ছিল। সবাই যেই এগিয়ে চলে গেল, ওয়াটসনকে অবাক করে দিয়ে হোম্‌স্ সামনে ঝুঁকে পড়লেন আর ইচ্ছে করেই ধাক্কা দিয়ে সমস্ত উল্টে ফেললেন। কাঁচের জিনিসগুলো ভেঙে টুক্‌রে টুক্‌রো হয়ে গেল আর ফলগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

বেশ কাজ করলেন ওয়াটসন! শান্তভাবে হোম্‌স্ বললেন। কার্পেটটার একেবারে দফা-রফা হয়ে গেল।

ওয়াটসন হক্‌চকিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে পড়ে থাকা ফলগুলি কুড়োতে শুরু করলেন। এবং তিনি বুঝতে পারলেন, যে কোনো কারণেই হোক বন্ধুর ইচ্ছে দোষটা তার ঘাড়ে পড় ক। অন্যেরাও ফলগুলো কুড়োতে লাগলেন আর টেবিলটা আবার সোজা করে রাখলেন।

হঠাৎ সেখান থেকে হোম্‌স্ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আরে! ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠে বললেন—উনি কোথায় গেলেন?

অ্যালেক কানিংহাম বললেন,—দাঁড়ান, এক মিনিট। আমার ধারণা ওর মাথার ঠিক নেই! বাবা, আমার সঙ্গে এসো দেখি কোথায় গেলেন ভদ্রলোক!

সকলকে ফেলে ওঁরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইন্সপেক্টর, কর্নেল আর ওয়াটসন পরস্পরের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে গেল।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার—বাঁচাও! বাঁচাও! খুন! শিউরে উঠলেন ওয়াটসন—এতো তাঁর কণ্ঠস্বর।

পাগলের মতো দৌড়ে ঘর থেকে ল্যান্ডিং-এ চলে এলেন তিনি। চিৎকারটা তখন অস্পষ্ট আর্তনাদে পরিণত হয়েছে। শব্দটা আসছিল যে ঘরে ওয়াটসনরা প্রথমে ঢুকেছিলেন সেখান থেকে। ওয়াটসন ছুটে ঘরের ভিতরে ঢুকে ড্রেসিং রুমে গিয়ে দেখলেন, শায়িত শার্লক হোম্‌সের দেহের ওপর বৃদ্ধ কানিংহাম ও তাঁর পুত্র অ্যালেক ঝুঁকে পড়েছেন। পুত্র দুহাতে তাঁর গলা টিপে ধরেছেন, আর পিতা তাঁর একটা হাতের কব্জি মোচড়াচ্ছেন। মুহূর্তের মধ্যে ওয়াটসনরা মানে ইন্সপেক্টর, কর্নেল ও তিনি—তিনজনে মিলে ক্যানিংহামদের কাছ থেকে সরিয়ে আনলাম। বিবর্ণ হোম্‌স্ কষ্টে সৃষ্টে কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—ওঁদের গ্রেপ্তার করুণ ইন্সপেক্টার। অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছিল তখন হোম্‌স্‌কে।

ইন্সপেক্টর বললেন—কী অপরাধে?

হোম্‌স্ ভগ্নস্বরে বললেন—এঁদের কোচয়ান উইলিয়াম কিরওয়ানকে হত্যা করার অপরাধে।

ইন্সপেক্টর হোম্‌সের দিকে অবাক হয়ে চাইলেন। কী বলছেন মি. হোম্‌স্! তারপর তিনি বললেন, আপনি নিশ্চয়ই সত্যি করে—

হোম্‌স্ বললেন—আপনি এঁদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন।

বাস্তবিকই দেখা গেল—মানুষের মুখে অপরাধের এমন পরিষ্কার স্বীকৃতি দেখি নি। বৃদ্ধ যেন বিবশ ও হতচেতন! তাঁর বলিষ্ঠ রেখাঙ্কিত মুখে অপরাধের চিহ্ন। অন্যদিকে পুত্রের হম্বিতম্বি যা এতোক্ষণ চলছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে। এক ভয়ঙ্কর বন্য জন্তুর হিংস্রতা তাঁর কালো চোখে চমকাচ্ছে! ইন্সপেক্টর কিছু না বলে দরোজার বাইরে গিয়ে হুইসেল বাজালেন। দুইজন কন্সটেবল ভেতরে এল।

ইন্সপেক্টর বললেন—আমার আর কিছু করার নেই এছাড়া মি. ক্যানিংহাম। আশা করি এ সমস্তই নিছক ভুল প্রমাণিত হবে, কিন্তু আপনি বুঝলেন তো—অ্যাঁ ওকি! ফেলুন, ফেলুন এটা! এই বলে তিনি হাত দিয়ে আঘাত করলেন, আর অ্যালেক যে রিভালভারটা বের করতে যাচ্ছিলেন সেটা ছিটকে পড়ল।

এটা রেখে দেবেন—হোম্‌স্ তাড়াতাড়ি সেটা পা দিয়ে চেপে বললেন—বিচারের সময় আপনার কাজে লাগবে। কিন্তু এই জিনিসটাই আমরা সত্যি করে চাইছিলাম। তারপর একটা দোমড়ানো একটুকরো কাগজ হোম্‌স্ বের করলেন।

চিঠির বাকি অংশটা? ইন্সপেক্টরের প্রশ্ন।

হোম্‌স্ বললেন—যেখানে এটা আছে বলে আমি নিশ্চিত জানতাম, সেখানেই ছিল। এক্ষুনি আপনার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। কর্নেল, আপনি আর ওয়াটসন দয়া করে এখন ফিরে যান। এক ঘন্টার মধ্যেই আমি পুনরায় আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো। কয়েদীদের সঙ্গে আমি আর ইন্সপেক্টর একটু কথা বলবো। দুপুরে খাবার টেবিলে আবার দেখা হবে।

শার্লক হোম্‌স্ যখন দুপুরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন এক বেঁটে বয়স্ক ভদ্রলোক, যাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো মি. অ্যাক্টন বলে, যাঁর বাড়িতে প্রথম চুরি হয়েছিল।

খাবারের টেবিলে হোম্‌স্ প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, বিভিন্ন তথ্য আমাকে কীভাবে সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করেছে এবার তা বলছি। যদি কোনো অনুমান আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে দয়া করে আমার বক্তব্যে বাধা দেবেন। গোয়েন্দাগিরির পক্ষে একগাদা ঘটনার মধ্যে কোন্‌টা প্রয়োজনীয় ও কোন্‌টা অপ্রয়োজনীয় তা বুঝতে পারার ক্ষমতাই

হচ্ছে সবচেয়ে দরকারি গুণ। নইলে শক্তি—চিন্তাধারা একাগ্র না হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারে প্রথম থেকেই আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা আসে নি যে সমস্ত বিষয়টির চাবিকাঠির সন্ধান রয়েছে মৃতের হাতের কাগজের টুকরোটার মধ্যে। এর ভিতরে যাবার আগে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই একটা বিষয়ে। যদি অ্যালেক ক্যানিংহামের বর্ণনা সত্যি হয় এবং যদি আততায়ী উইলিয়াম কিরওয়ানকে গুলি করার পরমুহূর্তেই পালিয়ে থাকে, তাহলে এটা পরিষ্কার যে মৃতের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা সে ছিঁড়ে নিতে পারে নি। কিন্তু যদি সে না নিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় অ্যালেক ক্যানিংহাম নিজেই নিয়েছে, কারণ তার বাপ নেমে আসতে আসতে কয়েকজন চাকর-বাকর ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছিল। বিষয়টি খুবই সরল, কিন্তু এটা ইন্সপেক্টরের মাথায় আসে নি, কারণ সে গোড়া থেকেই এই ধারণা করেছিল যে এই গ্রাম্য জমিদাররা এসব ব্যাপারের মধ্যে মোটেই নেই। এখন, আমি কখনোই আগে সিদ্ধান্ত করে কাজ করি না। এবং ধীরভাবে ঘটনাবলিকে অনুসরণ করে লক্ষ্য করি তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তাই তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে আমি একটু সন্দিগ্ধভাবেই অ্যালেক কানিংহাম যে ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন তা দেখি। তারপর আমি খুব যত্ন করে ইন্সপেক্টরের কাগজের টুকরোটা পরীক্ষা করি। সেই মুহূর্তেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে টুকরোটা খুব অসাধারণ অংশ। এই যে সেটা, এর ভিতর খুব লক্ষ্যণীয় একটা কিছু কি আপনারা এখন দেখছেন না?

লেখাটা খুবই অদ্ভুত ধরণের বটে,—কর্নেল মন্তব্য করলেন। হোম্‌স্ বললেন,—এটা ভালো করে দেখলে দুনিয়ার কারও এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না যে এটা দুইজন লোকের লেখা—একজন কয়েকটা শব্দ লিখেছে, অন্যজন বাকিগুলো। আপনারা এক মুহূর্তে বুঝতে পারবেন যদি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি 'বারোটায়' আর 'অবাক' এই কথা দুটো আর 'তাহলে' আর 'একেবারে' এই কথা দুটোর ওপরে। এই চারটি শব্দের হস্তাক্ষর সামান্য বিশ্লেষণ করলেই আপনারা নিশ্চয় করে বলতে সমর্থ হবেন যে প্রথম দুইটি একজনের লেখা আর পরের দুইটি আরেকজনের।

তাই তো, কর্নেল বললেন—এ তো দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। কর্নেল বলে উঠলেন, কিন্তু দুইজনে মিলে এ ধরনের একটা চিঠি লিখতে গেল কেন?

হোম্‌স্ বললেন—উদ্দেশ্যটা যে অসৎ এটা পরিষ্কার এবং এদের একজন-যে অন্যজনকে অবিশ্বাস করে—মনস্থ করেছিল যে, যা কিছু করা হোক্ না কেন দুইজনে যেন সমান ভাবেই জড়িত থাকে। এখন এটা পরিষ্কার যে, 'পৌনে,' 'সময়' আর 'একেবারে' শব্দ কয়টা লিখেছিল, সেই-ই প্রধান হোতা।

কর্নেল বললেন—এ সিদ্ধান্তে কীভাবে আসছেন?

চটপট্ হোম্‌স্ বললেন—দুটি হস্তাক্ষর থেকে লেখকদের চরিত্র বিশ্লেষণ করেই আমার এই সিদ্ধান্ত। শুধু অনুমানের উপর নির্ভারশীল নয়, এর পেছনে আরো যুক্তি আছে। মনোযোগ দিয়ে এই কাগজের টুকরোটা পরীক্ষা করলে আপনারা তখন অবশ্যই,—সে প্রথমে তার লেখার সব শব্দগুলি লিখেছে অন্যের লেখার জন্যে মাঝখানে ফাঁক রেখে। এই ফাঁকগুলো সব প্রয়োজন মতো হয় নি এবং আপনারা দেখতে পাবেন যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এক জায়গায় 'তার একটা' শব্দগুলি লিখেছে, সেই-ই নিঃসন্দেহে এই ব্যাপারটার পরিকল্পনা করেছে।

মি. অ্যাক্টন বলে উঠলেন, চমৎকার!

হোম্‌স্ বললেন,—ব্যাপারটা খুবই সহজ। যা হোক, এবার আমরা এমন এক বিষয়ে আসছি যেটা খুবই হাতের লেখা থেকে তার বয়স বের করতে পারাটাকে প্রায় নির্ভুলতার স্তরে নিয়ে এসেছে। 'সাধারণ ক্ষেত্রে' কথাটি বলছি এইজন্যে যে, অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতা লেখার মধ্যে বার্ধক্যের ছাপ আনে, অসুস্থ লোক বয়সে তরুণ হলেও। এক্ষেত্রে একজনের স্পষ্ট ও জোরালো আর অন্যজনের অক্ষরগুলি যেন শিরদাঁড়া-ভাঙা, কিন্তু অস্পষ্ট হয় নি এখনো। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে লেখকদের একজন যুবক আর অন্যজন বয়োবৃদ্ধ।

মি. অ্যাক্টন আবার চেঁচিয়ে উঠে বললেন—চমৎকার।

হোম্‌স্ বললেন,—ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আমি বাড়িটাতে যাই এবং যা কিছু লক্ষ করার তা সবই করি। মৃতের আঘাত থেকে আমি নিশ্চিত করে জেনেছিলাম যে চার ফুটের চেয়ে কিছু বেশি দূর থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। মৃতের পোশাকে বারুদের কালো দাগ ছিল না। সুতরাং ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে বাপ-বেটা দুইজনেই মিথ্যা কথা বলছে। ওখানে একটা চাওড়া নালা আছে, যার তলাটা ভিজে। নালার কাছে কোনো জুতোর চিহ্ন না থাকায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো ক্যানিংহাম শুধু যে মিথ্যে কথাই বলেছেন তা নয়, উপরন্তু কোনো অপরিচিত ব্যক্তিও ঘটনাস্থলে আসে নি। এবার এই অসাধারণ অপরাধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি চিন্তা করতে করতে চেষ্টা করলাম মি. অ্যাক্টনের বাড়ির অদ্ভুত চুরির কারণ খুঁজে বের করতে। কর্নেল যা বলেছিলেন তা থেকে আমি বুঝলাম, মি. অ্যাক্টন, যে আপনার আর ক্যানিংহামের মধ্যে এক মামলা চলছে। তখনই আমার মাথায় আসে যে আপনার লাইব্রেরিতে তারাই ঢুকেছিল। কোনো এক দলিল হস্তগত করার মতলবে, যেটা এই মামলার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

মি. অ্যাক্টনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, ঠিক তাই-ইই। ওঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। ওঁদের বর্তমান সম্পত্তির অর্ধেকের ওপর আমার দাবি পরিষ্কার এবং যদি ওঁরা তেমন একটা কাগজও পেতেন—যা সৌভাগ্যক্রমে আমার সলিসিটারের সিন্দুকে আছে—তাহলে নিঃসন্দেহে আমার মামলা একেবারে দুর্বল করে দিতেন।

হোম্‌স্ হেসে বললেন,—আপনি ঠিকই বলেছেন। এ এক অত্যন্ত বিপজ্জনক ও বেপরোয়া প্রচেষ্টা। যার মধ্যে মি. অ্যালেকের প্রভাব আমি দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। কিছু না পেয়ে ওঁরা চেষ্টা করেছিলেন এটা সাধারণ চুরি বলেই সন্দেহটা জাগাতে, তাই হাতের কাছে যা কিছু পেলেন তাই নিয়েই চলে গেলেন। এ সমস্ত খুবই স্পষ্ট। কিন্তু তখনও অনেক কিছু অস্পষ্ট ছিল। আমি সবচেয়ে বেশি করে চাইছিলাম চিঠির বাকি অংশটা পেতে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এটা তাঁর ড্রেসিং গাউনের পকেটে পুরে রেখেছেন। এছাড়া আর কোথায় তিনি রাখতে পারেন? আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, রান্নাঘরে দরোজার বাইরে ক্যানিংহামরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কাগজটার অস্তিত্বের কথা কিছুতেই তাঁদের মনে করিয়ে দেয়া হবে না। তাহলে স্বভাবতই তাঁদের কালবিলম্ব না করে সেটা নষ্ট করে ফেলবেন।

ইন্সপেক্টর প্রায় তাঁদের বলে ফেলেছিলেন কাগজটা কতো গুরুত্বপূর্ণ, যখন সৌভাগ্যক্রমে আমি অজ্ঞান হবার ভাণ করে কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিই। যখন সুস্থ হলাম তখন আমি কৌশল অবলম্বন করে—হয়তো তার মধ্যে সামান্য চাতুরী ছিল—বৃদ্ধ ক্যানিংহামকে দিয়ে সংশোধন করে লিখলাম 'বারোটা' কথাটা, যাতে করে আমি কাগজের ওপর লেখা 'বারোটা' কথাটার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। তারপর আমরা একসঙ্গে উপরে উঠলাম এবং ঘরে ঢুকে আমি লক্ষ্য করলাম যে ড্রেসিং-গাউনটা দরোজার পেছনে ঝুলছে। আমি টেবিল উল্টে কৌশলে মুহূর্তের জন্যে তাদের মনোযোগ সেইদিকে আকর্ষণ করলাম এবং সেই সুযোগে গাউনটার পকেটে হাত ঢোকাতেই কাগজটা পেয়ে গেলাম। এমন সময় বাপ-বেটা এসে আমায় আক্রমণ করল। ওরা আমাকে খুনই করে ফেলতেন যদি না আপনারা ঠিক সময়ে দ্রুত এসে পড়তেন। ওঁরা যখন দেখলেন সমস্ত ব্যাপারটা আমি সঠিক জেনে ফেলেছি তখন সম্পূর্ণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে ওঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

আর উইলিয়মকে হত্যা করার উদ্দেশ্য হল—যে রাতে তাঁরা মি. অ্যাক্টনের বাড়িতে হানা দেন তখন উইলিয়ম তার প্রভুদের অনুসরণ করেছিল। এবং সবকিছু প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু মি. অ্যালেক ভয়ঙ্কর লোক। চুরির ফলে গ্রাম-অঞ্চলে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল তা দেখে ধূর্ত অ্যালেক বুঝেছিলেন যে, যে লোকটিকে তিনি ভয় করেন তাকে সরিয়ে দেবার পক্ষে এ এক সুন্দর সুযোগ। তাই উইলিয়ামকে ছলনা করে নিয়ে এসে গুলি করলেন তিনি।

নৌ সন্ধি

একদিন ড. ওয়াটসন তাঁর বিস্মৃতপ্রায় ছোটবেলায় বন্ধু পার্সি ফেল্পসের একটা চিঠি পেলেন,—

ব্রায়ারব্রি, ওঅকিং

প্রিয় ওয়াটসন,

ব্যাঙাচি ফেল্পস্‌কে তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি। তুমি যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র সে তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। মামার সুপারিশে আমার বৈদেশিক দপ্তরে কাজ পাওয়ার কথাও শুনেছো। আমি এখন যথেষ্ট বিশ্বাস ও সম্মানের পাত্র, কিন্তু এক ভয়াবহ দুর্ভাগ্য একান্ত আকস্মিকভাবে আমার ভবিষ্যৎ ছারখার করতে চলেছে। সেই ভয়ানক ঘটনার খুঁটিনাটি লেখবার দরকার নেই। তুমি যদি আমার অনুরোধ রাখতে রাজি হও, তবে সামনা সামনি সব বলবো। আমি সবে মাত্র নয় সপ্তাহ ধরে মাথাযন্ত্রণা ও জ্বর থেকে উঠেছি। এখনও খুব দুর্বল। তোমার বন্ধু শার্লক হোমস্‌কে কি আমার কাছে নিয়ে আসা সম্ভব হবে? আমি তাঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে চাই। যদিও কর্তৃপক্ষ মনে করেন এ বিষয়ে আর কিছু করা যায় না। তাঁকে যতো শীঘ্র সম্ভব আনবার চেষ্টা করো। বর্তমানের ভয়াবহ অনিশ্চয়তার প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। তাঁকে জানিও যে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করি নি তার কারণ এই নয় যে তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে আমার আস্থার অভাব ছিল। আসল কথা, ব্যাধির যাতনায় আমার মনের কোনো স্থিরতা ছিল না। এখন যদিও রোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি, তবুও এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে পারছি না। আমি এখনো এতো দুর্বল যে নিজের হাতে চিঠি লিখতে পারলাম না। আবারও অসুস্থ হতে পারি। তাঁকে একবার অন্তত আনবার চেষ্টা করো।

—ইতি

তোমার পুরাতন বন্ধু পার্সি ফেল্পস্‌

অগত্যা ড. ওয়াটসন, হোম্‌স্‌কে ব্যাপারটা জানাতে বিলম্ব করা ঠিক নয় ভেবে প্রাতরাশের একঘণ্টার মধ্যেই বেকার স্ট্রিটের হোমসের বাড়িতে এলেন।

হোম্‌স্‌ তখন টেবিলের ধারে ড্রেসিং গাউনে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাসায়নিক পরীক্ষা নিয়ে খুব পরিশ্রম করছিলেন। একটা প্রকাণ্ড, বাঁকা বিশেষ ধরনের বকযন্ত্রে বুনসেন বার্নারের নীলচে শিখায় কিছু একটা টগবগ করে ফুটছিল। পরিশোধিত তরল বিন্দুগুলি দুই লিটার আয়তনের পাত্রে ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠছিল। ওয়াটসনকে ঘরে ঢুকতে দেখে হোম্‌স্‌ একনজর তাঁর দিকে তাকিয়ে পুনরায় কাজ করে যেতে লাগলেন। ওয়াটসন বুঝতে পারলেন যে তাঁর পরীক্ষাটি নিশ্চয়ই খুব জরুরি, সেজন্যে তিনি চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হোম্‌স্‌ ছোট কাঁচনলে প্রত্যেকটি থেকে কয়েকবিন্দু তরল পদার্থ নিয়ে বোতলে ঢাললেন তারপর টেস্ট-টিউবে একটা দ্রবণ প্রস্তুত করে টেবিলে রাখলেন। তাঁর ডান হাতে লিটমাসের একটা টুকরো ছিল। স্বগতোক্তি করে হোম্‌স্‌ বললেন, বড় দুঃসময় এসেছে ওয়াটসন। যদি কাগজের রঙ শেষপর্যন্ত নীল থাকে তাহলেই মঙ্গল, কিন্তু যদি রং এর রক্তবর্ণ ধারণ করে তাহলে একজনের জীবন নিয়ে টানাটানি।

মি. হোম্‌স্‌ কাগজের টুকরোটা টেস্ট টিউবের জলীয় অংশে ডোবালেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা রক্তাভ হয়ে উঠলো। হোমস গম্ভীরস্বরে বললেন, হুম যা ভেবেছিলাম তাইই। একটু পরেই আমি তোমার কথা শুনছি ওয়াটসন। বলেই ডেস্কটা কাছে টেনে নিয়ে হোম্‌স্‌ কয়েকটা টেলিগ্রামের কাগজে খস্‌-খস্‌ করে কলম দিয়ে আঁচড় কেটে চাকরটাকে ডেকে টেলিগ্রাম করতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর আরামকেদারায় এলিয়ে পড়ে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—এবার বলো তোমার কী ব্যাপার-ট্যাপার?

ওয়াটসন মুখে কিছু না বলে, তার ছোটবেলার বন্ধু ফেল্পস-এর চিঠিটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। হোমস ভালো করে চিঠিটি পড়ে নিয়ে ওয়াটসনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—এ হাতের লেখাটা একজন মহিলার। মহিলাটি অবশ্য অসাধারণ চরিত্রের।

তদন্তের প্রাথমিক পর্বে দেখা যাচ্ছে যে তোমার বন্ধুর সঙ্গে অদ্ভুত স্বভাব একজনের ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ রয়েছে, তার ফল ভালো মন্দ উভয়ই হতে পারে। মামলাটা সম্পর্কে আমার ইতিমধ্যেই কৌতূহল জেগে উঠেছে দেখছি। তুমি যদি প্রস্তুত থাকো তাহলে আর দেরী না করে আমরা ওঅকিং রওনা হবো, সেখানে আমরা এই কূটনীতিবিদ ভদ্রলোক এবং তাঁর হয়ে যিনি লিখছেন সেই মহিলাটিকে স্বচক্ষে দর্শন করবো।

হোম্‌স্‌রা ভাগ্যক্রমে ওয়াটার্লু ষ্টেশনে একটা সকালের ট্রেন পেয়ে গেলেন। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তারা ওঅকিং-এর ফার বৃক্ষ শোভিত অঞ্চলে পৌঁছে গেলেন। ব্রায়ারব্রি একটি বিচ্ছিন্ন প্রকাণ্ড বাড়ি। ষ্টেশন থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের রাস্তা।

সাজানো ড্রয়িংরুমে হোম্‌স্‌রা কার্ড পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই একজন সবলদেহ ভদ্রলোক এসে ওয়াটসনদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর বয়স তিরিশের কোঠার শেষে, প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। কিন্তু তাঁর কপালের লালিমা ও খুশি ভরা চাউনির জন্যে এখনো তাঁকে গোলগাল দুষ্টু ছেলের মতো মনে হয়।

খুশিতে ফেটে পড়ে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে তিনি বললেন, আপনারা এসেছেন বলে যে কী আনন্দ হচ্ছে! পার্সি সারা সকাল আপনাদের খোঁজ করেছে। আহা বেচারা যে কোনো খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়! ওর বাবা আর মা আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন কারণ এই ঘটনার সামান্য উল্লেখ পর্যন্ত তাঁদের কাছে বেদনাদায়ক।

হোম্‌স্‌ বললেন—আমরা এখনো ঘটনার নিখুঁত বিবরণ পাইনি। আমার মনে হচ্ছে আপনি এই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত নন। ভদ্রলোক অবাক দৃষ্টিতে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে মুচুকি হেসে বললেন—আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে আমার লকেটে J.H হরফ দুটো খোদাই করা আছে? আমার নাম জোসেফ হ্যারিসন। পার্সি আমার বোন অ্যানির সঙ্গে বাগদান আবদ্ধ। অতএব আমি এদের কুটম্ব বলতে পারেন। আমার বোনের দেখা পার্সির ঘরেই পাবেন। গত দু-মাস ধরে ওকে অক্লান্তভাবে সেবা করে আসছে। চলুন এখনই ওর কাছে যাওয়া যাক্‌। বেচারা খুবই অধৈর্য হয়ে আছে!

ঘরে ঢুকতেই হোমস ও ওয়াটসন দেখলেন, জানলার ধারে সোফায় বসে আছে অত্যন্ত রোগা ও উদ্বিগ্ন চেহারার একটি যুবক, আর তার পাশে বসে আছে এক সুন্দরী তরুণী। মহিলাটি হোম্‌স্‌দের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তাহলে আসি পার্সি? পার্সি তাঁর হাত ধরে টেনে বসালো। তারপর আহ্লাদের স্বরে বললেন, কেমন আছো ওয়াটসন? যা গোঁফ রেখেছ আমি তো তোমায় চিনতেই পারছিলাম না। ইনি তোমার সেই বন্ধু সম্মানিত মি. শার্লক হোমস নিশ্চয়ই?

অল্পকথায় পরিচয়ের পালা সাঙ্গ করে হোম্‌স্‌রা আসন গ্রহণ করলেন। অ্যানির ভাই চলে গেলেন। আর অ্যানি পার্সির হাতে হাত রেখে বসে রইলেন।

পার্সি সোফায় পা-মুড়ে বসে বললো—আপনাদের বেশি সময় নষ্ট না করে এবং গৌরচন্দ্রিকা না করে সরাসরি ঘটনাটা বলছি। আমি জীবনে সুখী আর সফল মানুষ রূপেই নিজেকে ভাবতাম মি. হোম্‌স্‌। কিন্তু বিয়ের আগে এক আকস্মিক আর ভয়ানক দুর্ভাগ্য আমার সমস্ত সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে। আমার মামা লর্ড হোল্ডহার্স্টের সুপারিশে আমি বৈদেশিক দপ্তরে কাজ পেয়েছিলাম। খুব তাড়াতাড়ি মর্যাদাপূর্ণ পদ লাভও করেছিলাম। মামা যখন পররাষ্ট্রসচিব হলেন তখন আমাকে প্রায়ই নানারকম দায়িত্বপূর্ণ দৌত্যের ভার দিতেন এবং আমিও সর্বদা সেসব ব্যাপারে ঠিক-ঠিক সিদ্ধান্ত নিতাম। এইভাবে আমার কর্মদক্ষতা ও কৌশল সম্বন্ধে তাঁর আমার প্রতি চূড়ান্ত আস্থা জন্মেছিল। আজ থেকে প্রায় দশ সপ্তাহ আগে—মানে ঠিক মে মাসের ২৩ তারিখে তিনি আমাকে তাঁর নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমাকে তিনি সেদিন আমার কাজের প্রশংসা করে নোতুন একটি গোপন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলেন। দেরাজ থেকে একটা নীলচে, পাকানো কাগজের তাড়া বার করে তিনি বললেন, এই হলো ইংলণ্ডের ও ইতালির গোপন সন্ধিপত্র। দুঃখের বিষয় জনসাধারণের কাছে সংবাদপত্র মারফৎ

কিছু গুজব ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। এর গুরুত্ব এতোই বেশি যে আর কোনো তথ্যই প্রকাশিত হতে দেওয়া চলবে না। ফরাসি ও রুশ দূতাবাস, এর বিষয়বস্তু জানার জন্যে অঢেল টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। আমার দেরাজ থেকে এটা বার করতাম না যদি না হঠাৎ এর নকল করার বিশেষ দরকার না হতো। তোমার অফিসের আলমারিতে এই সন্ধিপত্রটা ভালো করে চাবি বন্ধ করে রাখবে। খুব সাবধান। অফিস থেকে সবাই চলে যাবার পরও তুমি অফিসে থাকবে। অবসর মতো এমনভাবে অবিকল নকল করবে যাতে একটি কথাও বাদ না যায়। কাজ শেষ হলে আসল-নকল দুটোই ভালো করে তালা বন্ধ করে রাখবে। তারপর কাল ভোরে নিজের হাতে আমাকে ফেরৎ দেবে। আমি কাগজপত্র সঙ্গে নিলাম তারপর—

হোম্‌স্ পুনরায় প্রশ্ন করলেন—ঘরটা কি বেশ বড়? আর আপনারা কি ঘরের ঠিক মাঝখানেই ছিলেন?

উত্তর এল—ঘরটা দুই দিকেই ত্রিশ ফুট আর হ্যাঁ, প্রায় মাঝখানেই বলা যেতে পারে। আর মামার গলার স্বর এমনিতেই খুব নিচু। তিনি আরো নিচু স্বরেই কথা বলছিলেন। আমি দু-একটার বেশি কথা বলিনি।

হোম্‌স্ চোখ বুঁজিয়ে কি একটা চিন্তা করে নিয়ে বললেন—ধন্যবাদ। তারপর বলে যান।

পার্সি পুনরায় বলতে শুরু করলেন—মামা যেরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি ঠিক সেইরকম ভাবেই করলাম। অন্য কেরাণীরা স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করলাম। আমার ঘরের একজন কেরাণী চার্লস্ গোরোর কিছু কাজ বাকী ছিল। এই ফাঁকে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে খাওয়া দাওয়া করে এলাম। আমি যখন ফিরলাম সে তখন চলে গেছে। আমি কাজ শেষ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কারণ জোসেফ—মানে, আপনাদের সদ্য পরিচিত হ্যারিসন তখন লণ্ডনে। এগারোটার ট্রেনে তার ওঅকিং-এ আসার কথা। সম্ভব হলে ট্রেন ধরবো বলে ঠিক করেছিলাম।

সন্ধিপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে এর গুরুত্ব মামা যা বলেছেন তার চেয়েও বেশি। দলিলের সমস্ত বিষয়ই নৌবিভাগ-সংক্রান্ত। সন্ধিপত্রের শেষে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বাক্ষর রয়েছে। ফরাসী ভাষায় লেখা দলিলটা এক নজরে পড়ে নিয়ে দ্রুত হাত চালিয়ে নকল করা শুরু করলাম। নটা বেজে গেল, তখন মাত্র দলিলের নয়টি বিভাগ নকল করা হয়েছে। নৈশভোজের জন্যে আর সারাদিন পরিশ্রমের জন্যে খুব ক্লান্তি লাগছিল। ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল। ভাবলাম এককাপ কফি খেলে হয়তো মস্তিষ্কের অবসাদ দূর হতে পারে। সিঁড়ির নিচে সারারাত একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকত, যার কাজ ছিল অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে যারা বাড়তি সময় পরিশ্রম করতো তাদের জন্যে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে কফি প্রস্তুত করা। তাকে ডাকবার জন্যে ঘন্টা বাজালাম।

আশ্চর্য হলাম, আমার আহ্বানে সাড়া দিল একজন অ্যাপ্রনপরা দীর্ঘাকৃতি রুক্ষ ও বয়স্কা স্ত্রীলোক। তার কাছে শুনলাম যে, সে নাকি তত্ত্বাবধায়কের স্ত্রী। আমি তাকে কফি আনার জন্যে আদেশ দিলাম। আরো দুটো বিভাগ নকল করার পর ঘুমে একেবারে আমার দুচোখ জুড়ে এল। আমি ঘুম কাটানোর জন্যে পায়চারী শুরু করলাম। তখনো কফি এসে পৌঁছোয় নি। ব্যাপারটা কী জানবার জন্যে দরোজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আমি যে ঘরে বসে কাজ করছিলাম মৃদু আলো সেখান থেকে সোজা পথটার ওপর আসছিল, সেটাই একমাত্র বাইরে যাবার পথ। একটা সিঁড়ির অর্ধেকটা নামার পর একটা চওড়া জায়গা রয়েছে সেখান থেকে সমকোণ সৃষ্টি করে আরেকটা পথ চলে গেছে। দ্বিতীয় পথটা ছোটো সিঁড়ি দিয়ে গেছে আরেকটা দরজার দিকে। ও দরোজাটা ভৃত্যরাই সাধারণত ব্যবহার করে, তাছাড়া শিগগিরই আসা-যাওয়ার জন্যে চার্লস স্ট্রিট দিয়ে প্রবেশ করতে হলে কেরানিরাও ব্যবহার করে সেই জায়গার একটা নক্সা বার করে পার্সি হোমসকে দেখালেন।

হোমস বললেন, ধনব্যবাদ। আমি আপনার কথা ভালোভাবেই বুঝতে পারছি।

পার্সি অনুরোধের স্বরে বললেন—ভালো করে দেখুন। এই জায়গাটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা হলঘরে প্রবেশ করলাম। দেখি তত্ত্বাবধায়ক লোকটা নিজের জায়গায় ঘুমোচ্ছে আর স্পিরিট-ল্যাম্পের কেটলির জল টগবগ করে ফুটে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ছে। আমি দেখলাম অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে। তাকে নাড়া দেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছি এমন সময় তার মাথার আছে একটা ঘন্টা বেজে উঠল। সেই শব্দে চমকে ধড়মড় করে উঠে বসল সে— "মি. ফেল্পস আপনি?" আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো সে। তারপর বললো কেটলিতে জল গরম করতে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কথাটা বলে সে একবার আমার দিকে আর একবার ঝুলন্ত ঘন্টাটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। ঘন্টাটা তখনও কাঁপছিল। তারপর জিগ্যেস করলো—আপনি এখানে, তাহলে ঘন্টা বাজালো কে? আমি বললাম—ঘন্টা? কোন ঘন্টার কথা বলছ? তত্ত্বাবধায়ক লোকটি বললো—আপনি যে ঘরে কাজ করছিলেন সেই ঘরের ঘন্টা!

আমি যেন হৃৎপিণ্ডে একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম। কেউ তাহলে আমার ঘরে ঢুকেছে। ও ঘরের টেবিলে যে মূল্যবান সন্ধিপত্রটা পড়ে আছে! আমি প্রাণপণ শক্তিতে সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা দিয়ে ছুটে এলাম। বারান্দায় কেউ নেই। মি. হোম্‌স্ ঘরের মধ্যেও কাউকে দেখলাম না। সবই যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। কেবল কাগজপত্রগুলো উধাও হয়ে গেছে। নকলটা তখনও পড়েছিল বটে, কিন্তু আসলটার কোনো চিহ্ন নেই। আমি তৎক্ষণাৎ অনুমান করলাম যে চোর নিশ্চয়ই খিড়কির দরোজা দিয়ে ওপরে এসেছে। অন্য কোনো পথ দিয়ে এলে আমি অবশ্যই তাকে দেখতে পেতাম।

হোমস এতোক্ষণ ধরে সব মন দিয়ে শুনছিলেন। চেয়ারে উঠে বসে হাত ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্থির সিদ্ধান্ত যে চোর তখনো লুকিয়ে ছিল না? তাছাড়া আপনার কাছে এইমাত্র শুনলাম যে বারান্দায় একটি মৃদু আলো জ্বলছিল—সেখানে কি আত্মগোপন করা সম্ভব?

পার্সি বললেন—সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঘরে বা বারান্দায় একটা ইঁদুরও লুকিয়ে থাকতে পারতো না। ওখানে সবটাই খোলা! তত্ত্বাবধায়ক লোকটা আমার বিবর্ণ মুখ দেখে অনুমান করেছিল যে নিশ্চয়ই কোনো সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে। সে আমাকে অনুসরণ করে উপরে এসেছিল। আমরা দু-জন বারান্দা ধরে যে সিঁড়িটা চার্লস স্ট্রিটের দিকে গেছে সেদিকে ছুটে গেলাম। খিড়কির দরোজা বন্ধ ছিল, কিন্তু কোনো তালা ছিল না। দরোজা খুলে বাইরে এলাম। স্পষ্ট মনে আছে, সেই সময় কাছের একটা গির্জা থেকে তিনবার মৃদু ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল। ঘড়িতে তখন সোয়া দশটা।

হোম্‌স্ জামার হাতায় নোট করতে করতে বললেন, এটা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার।

সেদিন সন্ধে থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তায় লোকজন নেই। তবে বিরাট গাড়ির স্রোত হোয়াইট হলের দিকে চলেছে। আমি আর তত্ত্বাবধায়ক দুজনে ফুটপাথ ধরে এগোলাম। রাস্তার একধারে একজন পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে গিয়ে বললাম, ভয়ানক একটা চুরি হয়ে গেছে, বৈদেশিক অফিসের সেটা একটা মহামূল্যবান দলিল। এখান দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছ?

পুলিশটি বলল যে সে এখানে পনেরো মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে গেছে। তার মধ্যে গায়ে শাল জড়ানো লম্বা একটি স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেউ যায় নি!

তত্ত্বাবধায়ক বলল—সে আমার বউ। আর কেউ যায় নি?

পুলিশটির সংক্ষিপ্ততম উত্তর—না।

সে তখন পার্সির জামার আস্তিনে টান দিয়ে বলল, তাহলে চোরটা অন্যপথে গেছে। কিন্তু সে কথা আমার মনঃপূত হল না—পার্সি বলল—আমাকে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার এই চেষ্টা বরং সন্দেহ জাগিয়ে তুললো। পুলিশটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্ত্রীলোকটি কোন পথে গেছে?

পুলিশটি বলল—তা বলতে পারব না। তাকে আমি যেতে দেখেছি, কিন্তু খুঁটিয়ে লক্ষ করার মতো কোনো কারণ পাই নি। তবে, সে একটু ব্যস্তভাবে যাচ্ছিল।

পার্সি বলল—আমি তাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে জেনে নিলাম যে, পাঁচ মিনিট আগে স্ত্রীলোকটি এখান থেকে গেছে। আর সে একাই ছিল। সঙ্গে কেউ ছিল না। আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আমি সচেষ্ট হতেই তত্ত্বাবধায়ক জোর দিয়ে বললো, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন, আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন তাহলে জেনে রাখুন আমার বুড়ির এ ব্যাপারে কোনো হাত নেই। তার চেয়ে বরং রাস্তার ওধারটা দেখা ভালো। আপনি যদি না যেতে চান, আমি একাই চললাম। রাস্তার অন্যদিকে সে ছুটে চলল—তখন আমি দ্রুতগতিতে তাকে অনুসরণ করে তার হাত ধরে ফেললাম। মেনে নিলাম, সে ষোল নম্বর আইভি লেন, ব্রিক্সটন-এ থাকে। তারপর আমার মনে হল লোকটার পরামর্শ শুনলে কোনো লোকসান হবে না। তার চেয়ে রাস্তার অন্যদিকটা খুঁজে দেখলে হয়। তাই পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দুজন ক্ষিপ্রভাবে অন্যদিকে সন্ধানে চললাম। কিন্তু রাস্তার যানবাহনের ভিড় আর লোকজনের যাতায়াত ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না যা থেকে জানা যায় কে গিয়েছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে ফিরে এসে সিঁড়ি এবং বারান্দা ভালো করে খুঁজলাম, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। বারান্দার মেঝে ক্রিম রং-এর লিনোলিয়ামে ঢালাই করা, তাতে সহজেই যে কোনো চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কিন্তু খুব মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করেও কোনো পদচিহ্ন আবিষ্কার করতে পারলাম না।

হোমস বললেন—বাইরে বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মেঝেয় কোনো দাগ পড়ে নি? ঘটনাপরম্পরা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বলতে হবে। বেশ, তারপর?

পার্সি বলল—ঘরটাও আমরা পরীক্ষা করেছিলাম। ওখানে কোনো গুপ্ত দরোজা নেই, জানলাও প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে। জানলা দুটো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। কার্পেট থাকার জন্যে তলায় কোনো দরোজা থাকা সম্ভব নয়। সিলিঙে সাধারণ চুনকাম করা। আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে চোরটা দরোজা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল।

হোমস প্রশ্ন করলেন—ফায়ার প্লেসটা পরীক্ষা করেছিলেন?

সেখানে কিছু ছিল না, পার্সি বলল—একটা স্টোভ ছিল মাত্র। ঘণ্টার দড়িটা আমার দেরাজের ডানদিকে লাগানো ছিল। যেই-ই ঘণ্টা বাজিয়ে থাকুক না কেন? এ এক দুর্বোধ্য রহস্য।

হোমস্ মন্তব্য করলেন—সত্যিই ব্যাপারটা অসাধারণ বটে! আচ্ছা, তারপর, তারপর আপনি কী করলেন? ঘরটা পরীক্ষা করার সময় আর কিছু পেয়েছিলেন কি না? যেমন ধরুন আধখাওয়া চুরুট, খসে যাওয়া দস্তানা, চুলের কাঁটা অথবা এইরকম কোনো নিদর্শন পেয়েছিলেন কি? বা কোনো গন্ধ পেয়েছিলেন?

পার্সি বললেন—এসব তো তখন আমার মনে হয় নি। আমার ধূমপানের অভ্যাস নেই, সেজন্যে তামাকের গন্ধ নিশ্চয়ই আমার নাকে আসতো। শুধু তথ্য হিসেবে তত্ত্বাবধায়কের স্ত্রী মিসেস ট্যাঙ্গির ব্যস্তভাবে বাইরে যাবার ব্যাপারটা ছিল। লোকটা এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। পুলিশটির সঙ্গে একমত হয়েছিলাম যে আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সরিয়ে ফেলার আগেই কাগজগুলো তার কাছ থেকে দখল করা। ধরে নিয়েছিলাম সেগুলো তার কাছেই আছে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে সতর্কবাণী পৌঁছতেই ডিটেকটিভ মি. ফোর্বস্ সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে তদন্ত শুরু করলেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে আমরা আধঘণ্টার মধ্যেই নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হলাম। একটি তরুণী দরোজা খুলে দিল। সে নাকি মিসেস ট্যাঙ্গির বড় মেয়ে। সে জানাল তার মা বাড়িতে ফেরে নি। আমরা বসার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট দশেক পরে দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। এই সময়ে আমরা এমন মারাত্মক ভুল করলাম যার জন্যে আজো আমি নিজেকে ধিক্কার দিই। আমরা নিজের হাতে দরোজা না খুলে মেয়েটিকে দরোজা খুলতে দিলাম। বাইরে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মা, দু-জন লোক তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন!" তারপরই বাইরে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। মি.

ফোর্বস লাফ দিয়ে উঠে দরোজা খুলে দিলেন। আমরা দুজন উর্ধ্বশ্বাসে পেছনে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলাম, কিন্তু স্ত্রীলোকটি তার আগেই সেখানে ঢোকবার সুযোগ পেয়ে গেল। সে আমাদের দিকে কটমট করে চাইল। তারপর হঠাৎ আমায় চিনতে পেরে তার মুখে কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো। সে চেঁচিয়ে বললো, একি, অফিসের মি. ফেল্পস্ যে!

মি. ফোর্বস বললেন, দাঁড়াও। পালাবার আগে আমাদের কী মনে করেছিলে? সে জবাব দিল—আমি আপনাদের দালাল ভেবেছিলাম ওদের সঙ্গে গোলমাল চলছে।

মি. ফোর্বস কঠিন স্বরে বললেন—তুমি আজ অফিস থেকে একটা দরকারি দলিল সরিয়ে এখানে রাখতে এসেছো। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চলো, সেখানে তোমার তল্লাশি হবে।

তার বাধা দেওয়ায় ও প্রতিবাদ জানানোয় কোনও ফলই হলো না। চার চাকার গাড়ি ভাড়া করে আমরা ফিরে চললাম। প্রথমেই আমরা রান্না ঘরটা ভালো করে পরীক্ষা করেছিলাম,—বিশেষ করে উনুনটা—হয়তো পোড়া টুকরো বা ছাই জাতীয় কিছু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেসব কিছুই পেলাম না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে হাজির হয়ে সঙ্গে সঙ্গে একজন মহিলা অনুসন্ধানকারীর হাতে তাকে ছেড়ে দেয়া হল। আমি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু দলিলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

এবার সর্বপ্রথম পরিস্থিতির ভয়াবহতা আমাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করল। এতোক্ষণ পর্যন্ত আমি কাজ করছিলাম এবং সেজন্যে চিন্তার অবকাশ পাই নি। দলিলটি ফেরত পাবার সম্বন্ধে আমি এতোটাই সুনিশ্চিত ছিলাম যে, না পাওয়া গেলে আমার কী অবস্থা হবে অনুভব করার সময় পেলাম। আমার মামা, এবং তাঁর সহযোগী ক্যাবিনেট মেম্বারদের কথা মনে পড়ল। কী নিদারুণ লজ্জায় তাঁকে পড়তে হবে। আমি এবং আমার সম্পর্কিত ব্যক্তিরাও বাদ যাবে না। যদিও আমি এক অস্বাভাবিক দুর্ঘটনার দাস, তবু তাতে কী? যেখানে কূটনৈতিক স্বার্থ মারাত্মকভাবে বিজড়িত, সেখানে কোনো দুর্ঘটনার অজুহাত মানা হবে না। আমার ধ্বংস অনিবার্য, অত্যন্ত অসহায়ভাবে আমার পতন হবে। জানি না তারপর আমার কী হয়েছে! ঝাপসাভাবে কয়েকজন কর্মচারীর মুখ মনে পড়ছে, যারা আমায় সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিল। তাদের একজন আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এসে এক অফিসগামী ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। আমি স্টেশনেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রতিবেশী ডা. ফেরিয়ার সারাটা পথ আমাকে আগলে আগলে শেষে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরবার আগে পর্যন্ত আমি বাতিকগ্রস্ত উন্মাদের মতো আচরণ করেছিলাম। ডাক্তার আমার বাড়ির দরোজায় বেল বাজাতেই বাড়ির লোকেরা আমাকে ঐ উন্মাদগ্রস্ত অবসাথায় দেখে আঁৎকে উঠলো। অ্যানি ও আমার মা খুবই আঘাত পেলেন আমার এই অবস্থা দেখে। ডা. ফেরিয়ার স্টেশনে ডিটেকটিভ এর কাছে যথেষ্ট বিবরণ শুনেছিলেন এবং তা বাড়ির লোকদের বললেন। আর দীর্ঘদিন আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। মি. হোম্‌স্‌, এই ঘরে আমি নয় সপ্তাহ মস্তিষ্কপ্রদাহে উন্মাদের মতো কাটিয়েছি। যদি অ্যানি না থাকতো, আর ডাক্তাররা নিষ্ঠার সঙ্গে চিকিৎসা না করতেন, তাহলে আপনার সঙ্গে এই আলোচনা করার শক্তিটুকুও আমি পেতাম না। অ্যানি সারাদিন আমার সেবা করে, রাতে দেখাশোনা করবার জন্যে একজন নার্স আছে। ধীরে ধীরে আমি বোধ ফিরে পেলাম, তবে আমার স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণভাবে ফিরে এসেছে মাত্র তিনদিন আগে। মাঝে মাঝে মনে হতো যদি ব্যাপারটা না ঘটতো! স্মৃতি ফিরতেই প্রথমে মামলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মি. ফোর্বস্‌কে টেলিগ্রাম করলাম। তিনি জানালেন, সবকিছু করা হয়েছে তবু কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি। তত্ত্বাবধায়ক এবং তার স্ত্রীকে সবরকমভাবে পরীক্ষা করেও ঘটনার ওপর কোনো আলোকসম্পাত হয় নি। তখন পুলিশের সন্দেহ হয় গোরো ছোকরার ওপর। কারণ সেদিন রাতে অফিসে সেও ওভারটাইম কাজ করছিল। তার এই বেশিক্ষণ থাকা এবং ফারসি নাম—এই দুটো কারণেই তাকে সন্দেহ করা হয়। কিন্তু সে ঘর ত্যাগ করবার আগে আমি কাজ শুরু করি নি, তাছাড়া তার আত্মীয়েরা ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের থেকে উদ্ভূত হলেও সংস্কৃতি এবং সহানুভূতির ক্ষেত্রে

সে আপনার মতোই ইংরেজ। তাকে জড়াবার মতো কিছুই যখন পাওয়া গেল না তখন ব্যাপারটা ধামা চাপার পর্যায়ে প্রায় চলে গেল। মি. হোম্‌স্‌, আপনি আমার শেষ আশ্রয়। আপনি বিফল হলে আমার সম্মান ও পদ চিরকালের মতো বাজেয়াপ্ত হবে।

দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর ক্লান্তভাবে পার্সি কুশনে গা এলিয়ে দিলেন। আর মিস্‌ অ্যানি একটা গ্লাসে করে তাঁকে সম্ভবত কোনো উত্তেজক ঔষধ পান করালেন। হোমস চোখ বুঝিয়ে মাথা কাত করে এমনভাবে বসে রইলেন যা নতুন কোনো লোকের কাছে অমনোযোগের লক্ষণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ওয়াটসন জানতেন এটা তাঁর কোনো বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করার লক্ষণ।

তারপর হোমস তাঁর নিজের নিয়ম অনুযায়ী পার্সিকে কয়েকটি প্রশ্ন করে নানাবিষয় জেনে নিলেন। এবং গাত্রোত্থান করবার আগে মন্তব্য করলেন, আপনাদের কাছ থেকে বেশ কিছু সূত্র পেয়েছি সেগুলি লন্ডনে ফিরে গিয়ে যাচাই করবো। তবে ব্যাপারটা খুবই জটিল আগামীকাল এই ট্রেনে আবার আসব। যাবার সময় হোমসের মক্কেল পার্সি বললেন,—মামা লর্ড হোল্ডহার্স্টের কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে।

হোমস বললেন—বটে! তিনি কী লিখেছেন?

পার্সি বললেন—চিঠিখানায় আন্তরিকতার অভাব থাকলেও কড়া নয়। সম্ভবত আমার অসুস্থতার জন্যেই তিনি কঠিন হতে পারেন নি।

তিনি লিখেছেন, যে ব্যাপারটা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শেষে যোগ করেছেন যে আমি সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে না। এর দ্বারা অবশ্য তিনি বরখাস্তের কথাই বলতে চেয়েছেন। যতোদিন না আমার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয়। তার মধ্যে আমার ভাগ্য সুরাহা করবার সুযোগ পাবো।

হোম্‌স্‌ বললেন, চিঠিটা বিবেচনা-প্রসূত এবং যুক্তিপূর্ণ। চলো ওয়াটসন শহরে অনেক কাজ করতে হবে।

মি. জোসেফ হ্যারিসন স্টেশন পর্যন্ত হোম্‌স্‌দের এগিয়ে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওয়াটসনরা পোর্ট্‌সমাউথের ট্রেনে অগ্রসর হতে লাগলেন। হোম্‌স্‌ ট্রেনে গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন। হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, ওয়াটসন, মি. ফেল্পস্‌ বোধ হয় মদ খান না, তাই না?

ওয়াটসনের সংক্ষিপ্ত উত্তর—বোধ হয় না।

আমারও তাই বিশ্বাস, হোম্‌স্‌ বললেন—কিন্তু সবরকম সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করতে আমরা বাধ্য। শয়তান হতভাগা ওঁকে গভীর জলে ডুবিয়েছে, এখন ওঁকে টেনে তুলতে পারবো কি না সেটাই প্রশ্ন।

মিস্‌ ্যানি হ্যারিসনকে কেমন লাগল তোমার?

সরল চরিত্রের মহিলা—ওয়াটসন বললেন।

হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন—যদি না ভুল করে থাকি তাহলে মনে হয় ভদ্রমহিলা সত্ভাবের। এবং ওরা দু-ভাইবোন নর্দাম্বারল্যাণ্ডের কোনো লৌহ ব্যবসায়ীর সবেধন নীলমণি। ফেল্পস্‌ গত শীতকালে বেড়াতে গিয়ে বাগদানে আবদ্ধ হয়। তাকে তার পরিবারবর্গের সঙ্গে পরিচিত করবার জন্যে ফেল্পস মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে আসেন—ওর দাদা বোধ হয় এগিয়ে দিতে এসেছিল। তারপর এই বিপর্যয় ঘটায় নিজের আত্মীয়ের মতো মনে করে রয়ে গেল। এই অবধি বলে হোম্‌স্‌ কিছুক্ষণ থেকে পুনরায় শুরু করলেন। ভাবছি মি. ফোবর্স থেকেই আমার কাজ শুরু করা যাক। আমাদের দরকারি তথ্য এবং খুঁটিনাটি বিবরণ সেইই দিতে পারবে।

ওয়াটসন হঠাৎ বলে বসল—আচ্ছা, তুমি যে বললে কয়েকটা সূত্র পেয়েছ?

হোম্‌স্‌ বললেন—হ্যাঁ, কতকগুলো সূত্র পেয়েছি বটে, কিন্তু আরও সন্ধান করবার আগে সেগুলোর মূল্য যাচাই হবে না। উদ্দেশ্যহীন অবশ্য এটাকে বলা চলবে না। এতে কার লাভ হচ্ছে? ফরাসি রাজদূত? রুশ রাজদূত? যে এটা বিক্রি করতে পারবে সে, না লর্ড হোল্ডহার্স্ট?

ওয়াটসন বলল—লর্ড হোল্ডহার্স্ট! কী বলছ তুমি?

হোমস বললেন—কেন? সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি এমন অবস্থায় পড়তে পারেন যখন তিনি এই ধরনের কোনো দলিল দুর্ঘটনার মাধ্যমে নষ্ট করতে দুঃখিত হবেন না। আর তুমি বলতে পারো লর্ড হোল্ডহার্স্টের অতীত জীবন খুবই সম্মানজনক। যাই হোক সে সম্ভাবনার কথা আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। শোনো, আমরা আজ মাননীয় লর্ডের সঙ্গে দেখা করবো। দেখি তার থেকে কিছু সূত্র পাওয়া যায় কি না?

আমি এর মধ্যেই খোঁজ শুরু করে দিয়েছি। হ্যাঁ, ওঅকিং, স্টেশন থেকে টেলিগ্রাম করে প্রত্যেকটি সান্ধ্যদৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। নোট বইএর একটা ছেঁড়া পাতা বার করে ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিলেন হোম্‌স্। তাতে পেন্সিলদিয়ে লেখা "দশ পাউন্ড পুরস্কার—চার্লস স্ট্রিটে অবস্থিত বৈদেশিক অফিসের দরোজায় অথবা কাছাকাছি গত তেইশে মে রাত সোওয়া দশটার সময়ে যে ঘোড়ার গাড়ির এক যাত্রীকে নামিয়ে দিয়েছিল, তার নম্বর চাই। ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে আবেদন করুন।"

হোমস যেন আবার নিঃশব্দে চিন্তার স্রোতে ডুবে গেলেন। ওয়াট্সন বুঝতে পারলেন তাঁর মনে নতুন কোনো সূত্রের উদ্ভব ঘটেছে।

বেলা তিনটে বেজে বিশ মিনিটে ওয়াটসনরা স্টেশনে নামলেন। একটা বুফে হোটেলে দ্রুত মধ্যাহ্ন—ভোজ শেষ করে তাঁরা দ্রুত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে প্রবেশ করলেন। হোম্‌স্ আগেই মিঃ ফোর্বসকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি হোমসের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তবে হোমসদের আসবার উদ্দেশ্য শোনবার পর তার উৎসাহ কমে গেল। সে কটুভাবেই বলল, মি. হোম্‌স্, আমি তথ্য সংগ্রহ করে দেয়, তারপর আপনি মামলা শেষ করে পুলিশের ঘাড়ে দুর্নামের বোঝা চাপিয়ে দেন।

হোম্‌স্ বললেন—শেষ তিপ্পান্নটা মামলায় মাত্র চারটি ক্ষেত্রে আমার নাম জাহির হয়েছে। অবশিষ্ট উনপঞ্চাশটা মামলার কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে পুলিশ। একথা না জানার জন্যে আপনাকে আমি দোষারোপ করছি না। আপনি তরুণ, অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু আপনি যদি আপনার কর্তব্যে অগ্রসর হতে চান, তাহলে আমার বিরুদ্ধে না গিয়ে আমার সঙ্গে কাজ করাই ভালো।

ফোর্বস তখন একটু দমে গিয়ে বললেন—ট্যাঙ্গি নামে সেই তত্ত্বাবধায়ক লোকটাকে আমি সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে ওর স্ত্রী একটা হাড় বজ্জাত। আমাদের একজন নারী গোয়েন্দাকে তার পেছনে লাগিয়েছিলাম। ট্যাঙ্গির স্ত্রী মদ খায়। মেয়ে-গোয়েন্দা দুবার তার স্ফূর্তির সময় বা আমেজের সময় সঙ্গে ছিল, কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—মি. ফেল্পস্ যখন কফির জন্যে ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন, তখন বৃদ্ধা কেন সাড়া দিয়েছিলেন তার কোনো জবাব দিয়েছে?

তার জবাব ছিল—স্বামীকে ক্লান্ত দেখে তাকে একটু রেহাই দিতে চেয়েছিল সে।

সেটা অবশ্য তার একটু পরে চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়বার সঙ্গে মিলে যায়, হোম্‌স্ স্বগতোক্তি করে বললেন—তাহলে দেখা যাচ্ছে স্ত্রী লোকটির চরিত্র ছাড়া ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই।

আচ্ছা, ওকে কি জিজ্ঞাসা করেছেন সে রাতে অতো হন্তদন্তভাবে কেন যাচ্ছিল? ওর ব্যস্ত হাবভাব একজন পুলিশ কনস্টেবল লক্ষ্য করেছিল।

মি. ফোর্বস বলল—সে উত্তর দিয়েছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় দেরি হওয়ায় সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে উদগ্রীব হয়েছিল।

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে আপনি আর মি. পার্সি ফেল্পস বিশ মিনিট পরে রওনা হয়েও ওর চেয়ে আগে উপস্থিত হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?

বাসের চেয়ে এক্কাগাড়ি তাড়াতাড়ি চলে সে উত্তর দিয়েছিল—ফোর্বস বলল।

বাড়ি যাবার পর রান্নাঘরের দিকে দৌড়েছিল কেন, তার উত্তর কিছু সে দিয়েছিল? হোম্‌স্ জিজ্ঞেস করলেন।

ফোর্বস বললেন—এ কথার সে চটপট উত্তর দিয়ে বলেছিল রান্নাঘরে টাকা ছিল যা দিয়ে দালালদের পাওনা মেটালাম। ওর কাছে যখন কোনো সূত্র পেলাম না তখন কেরানি গোরোর পেছনে নয় সপ্তাহ ধরে লেগেছিলাম। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

হোমস্ এবার জিজ্ঞেস করল—ঘন্টা বাজার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত করেছেন?

মি. ফোর্বস বলল—স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। যেই হোক না কেন, খুব ফন্দি খাটিয়ে ঘণ্টাটা বাজিয়েছে।

হোমস বলল—সত্যি বিচিত্র। আপনার দেওয়া তথ্যের জন্য বহু ধন্যবাদ। যদি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি, তখন আমার কাছে জবাব পাবেন। চলো, ওয়াটসন, এবার ওঠা যাক।

হোম্‌স্ সৌভাগ্যবশত লর্ড হোল্ডহার্স্টকে তাঁর ডাইনিং স্ট্রিটের অফিসে পেয়ে গেলেন। তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতায় হোমসদের অভ্যর্থনা জানালেন। আচার ব্যবহার, দেহের গড়ন আর অভ্যর্থনায় পুরোমাত্রায় আভিজাত্যের চাপ। মৃদু হেসে তিনি বললেন,—আপনার নাম কি জানি মি. হোম্‌স্। যখন শুনলেন,—ও, আমার হতভাগ্য ভাগ্নে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমাদের আত্মীয়তাই ওকে বাঁচার পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক! আশঙ্কা হয়, ওর ভবিষ্যতের পক্ষে এর ফলাফল পক্ষপাতপূর্ণ হবে।

হোম্‌স্ বললেন—আর দলিল যদি খুঁজে পাওয়া যায়?

লর্ড বললেন—তাহলে নিশ্চয়ই ফলাফল অন্যরকম হবে।

স্যার, হোম্‌স বললেন—দু-একটা কথা জানবার জন্যে আপনার কাছে এসেছি।

আনন্দের সঙ্গেই আমি যথাসাধ্য জবাব দেব—লর্ড বললেন।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন—এই ঘরেই কি আপনি দলিলের নকল তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন? আর এখানে কি কারোর আড়িপাতা অসম্ভব? এবং চুক্তিপত্রের নকল করাচ্ছেন, সেকথা কি কেউ জানে?

লর্ড বললেন—হ্যাঁ, এই ঘরেই—আর আড়িপাতার প্রশ্নই আসে না। আর চুক্তিপত্রের নকল প্রস্তুত করতে চাইবার অভিপ্রায় তো কাউকেই জানাই নি, শুধু পার্সিকে ছাড়া! আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে।

হোমস তখন বললেন,—বেশ, আপনি কাউকে জানান নি, এবং ফেল্পসও কাউকে বলেনি তাহলে মনে হতে পারে দৈবাৎ সেই ঘরে নিশ্চয় কোনো চোর প্রবেশ করেছিল, আর সুযোগের সে সদ্ব্যবহার করেছে।

রাজনীতিবিদ লর্ড হোল্ডহার্স্ট বললেন—এর উত্তর দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে।

হোমস এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন—আরেকটা খুব জরুরি প্রশ্নের আলোচনা দরকার। চুক্তিপত্রের বিশদ বিবরণ প্রকাশ পেলে কি খুব মারাত্মক ব্যাপার ঘটবার আশঙ্কা আছে?

লর্ডের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তিনি বললেন, খুবই গুরুতর আশঙ্কা রয়েছে।

হোম্‌স্ বললেন—সেরকম কিছু ঘটেছে কি?

এখনো পর্যন্ত ঘটেনি—লর্ড বললেন।

হোমস তখন গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—চুক্তিপত্র যদি ফরাসি অথবা রুশ দূতাবাসে পৌঁছে যেত, তাহলে কি আপনার কানে সে কথা ওঠার সম্ভাবনা ছিল?

লর্ড হোল্ডহার্স্ট বিকৃত মুখে বললেন—তাই তো উচিত।

হোম্‌স্ এবার তির্যক ভঙ্গিতে বললেন—কিন্তু দশ সপ্তাহ হয়ে গেল অথচ কিছুই শোনা যায়নি, তখন কি এইরকম মনে করলে অন্যায় হবে যে,—যে-কোনো কারণে চুক্তিপত্রটি সেখানে যায়নি?

লর্ড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন—মি. হোম্‌স্‌, আমরা মনে করি না যে চোর দলিলটা বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙাবার জন্যে নিয়েছে? আর কিছুদিন দেরি করলে কোনও দামই পাবে না। কয়েক মাসের মধ্যেই চুক্তির শর্ত আর গোপন রাখা হবে না। লর্ড রূঢ় স্বরে বললেন।

হোমস মৃদু হেসে বললেন—এটা খুবই উল্লেখযোগ্য সূত্র, অবশ্য, আমরা ভাবতে পারি যে চোর হয়তো হঠাৎ অসুস্থতার জন্যে—

মানে—যেমন, মাথার যন্ত্রণা সহ জ্বর তাই বলছেন তো? লর্ড হোল্ডহার্স্টের চোখ এক মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল।

হোমস শান্তভাবে বললেন,—আমি সেরকম ইঙ্গিত করিনি। আমরা স্যার, ইতিমধ্যেই আপনার অনেকখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি। এখন আমরা নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি!

হোমসদের দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে অভিজাত ব্যক্তিটি বললেন—চোর যেই-ই হোক না কেন, আমি আপনাদের তদন্তের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

হোয়াইট হলের বাইরে এসে হোমস বললেন, চমৎকার মানুষ। তবে নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়। তিনি আদৌ বিত্তশালী নন, এবং তাঁর অনেক কাজ করতে হয়। ওয়াটসন, তুমি লক্ষ্য করেছিলে যে তাঁর বুটে নোতুন করে সোল লাগানো হয়েছে! যতোক্ষণ না ঘোড়ার গাড়ির বিজ্ঞাপনের জবাব পাই ততোক্ষণ আর কিছু দরকার নেই। তবে, আগামীকাল যদি তুমি ওকিংগামী ট্রেনে সঙ্গী হও, তাহলে অত্যন্ত বাধিত হব। আজকে যে গাড়িতে গিয়েছিলাম তাতেই যাব।

পরদিন সকালে আবার তাঁর সঙ্গে যথাসময়ে সাক্ষাৎ করলাম। তারপর দুজনে ওকিং অভিমুখে রওনা হলাম। বিজ্ঞাপনের কোনো জবাব আসে নি, সুতরাং মামলার ওপরেও কোনো নতুন আলোকপাত হয় নি। হোমস ইচ্ছে করলে রেড ইন্ডিয়ানের মতো সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন ভঙ্গিমা দেখাতে পারতেন। তাঁর অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পারলেন না তিনি মামলার বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট কি না। যতদূর মনে পড়ে তিনি তখন কেবল বিশেষ পদ্ধতিতে মাপ করবার কথা বলেছিলেন, আর ফরাসী সাধুদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

ওয়াটসনরা দেখলেন যে পার্সি এখনো তার একনিষ্ঠ শুশ্রূষাকারিণীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে বটে, কিন্তু আগের চেয়ে তাকে অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে। ওয়াটসনরা প্রবেশ করবার পর সে বিনা-কষ্টে দাঁড়িয়ে উঠে অভিবাদন করলো। তারপর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—কোনো খবর আছে?

হোমস বললেন—যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই, আশাপ্রদ কিছু নয়। আমি ফোবর্স আর হোল্ডহার্স্টের সঙ্গে দেখা করেছি। আরো দুয়েকটা সন্ধানের পথ ঠিক করেছি যার দ্বারা কিছু কাজ হতে পারে।

পার্সি বললেন—আপনি নিরাশ হন নি তো?

হোমস বললেন—মোটেই না।

মিস অ্যানি হ্যারিসন সোচ্চারে বললেন—একথা বলার জন্যে ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করবেন! আমাদের ধৈর্য ও সাহস অটুট থাকলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের সহায় হবেন।

ফেল্পস সোফায় পুনরায় বসে পড়লে বললেন, আপনারা যে খবর দিলেন, আমি তার চেয়ে বেশি কিছু দিতে চাই।

হোমস পার্সির এই কথার উত্তরে বললেন—আমি আশাই করেছিলাম যে আপনার কাছে কিছু শোনা যাবে।

কথা বলার সময় পার্সির মুখের ভাব গুরুতর হয়ে উঠল, দৃষ্টিতে আতঙ্কের ছায়া পড়ল। তিনি বললেন, কাল রাতে একটা রোমাঞ্চকর কাণ্ড ঘটেছে, ব্যাপারটা আরেকটু হলেই সাংঘাতিক হয়ে উঠত। আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? আমাকে কেন্দ্র করে একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে, যার ফলে আমার জীবন ও সম্মান বিপন্ন।

গতরাতে এই প্রথম কোনো নার্সকে ঘরে না রেখে আমি একলা শুয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি, তখন কেউ না হলেও চলবে। রাতে অবশ্য ঘরে মৃদু আলো

জ্বলছিল। তারপর রাত দুটোর সময় আমার একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ অস্পষ্ট একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ইঁদুরের গর্ত খোঁড়ার মতো আওয়াজ, সে কথা ভেবে কিছুক্ষণ শব্দটা শুনলাম। তারপর শব্দটা বেড়ে উঠল, তারপর জানলাম একটা তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ পাওয়া গেল। বিস্মিত হয়ে উঠে বসলাম। শব্দটা যে কিসের সেটা আর বুঝতে অসুবিধা হল না। কেউ একটা সরু ফালি দুটো সার্সির মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তার থেকেই মৃদু আওয়াজের উৎপত্তি, আর সেটা বার করে নেয়ার জন্যই দ্বিতীয় শব্দটার সৃষ্টি।

তারপর দশ মিনিট আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। মনে হল, আমি শব্দের ফলে জেগে উঠলাম কি না সেটা পরীক্ষা করার জন্যে লোকটা অপেক্ষা করছে। তারপর আবার একটা মৃদু শব্দ, যেন জানলাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। আমার স্নায়ু এখনো ঠিক হয় নি। আমি আর সইতে পারলাম না। ক্ষিপ্রহাতে জানলার খড়খড়ি খুলে দিলাম। জানলার ঠিক নিচেই একটা লোক হেঁট হয়ে বসেছিল। লোকটা তড়িৎ বেগে অন্তর্হিত হয়ে গেল, পলকের জন্যে আমি তার চেহারার খানিকটা দেখতে পেলাম। তার পরনের পোশাকটায় তার মুখের নিচের দিকটা ঢাকা পড়ে। তবে এটা ঠিক যে তার হাতে অস্ত্র জাতীয় কিছু ছিল। মনে হল সেটা একটা লম্বা ছোরা। সে যখন দৌড়োচ্ছিল তখন সেটা যে ঝকমক করছিল তা স্পষ্ট দেখেছি।

হোমস বললেন—খুবই চিত্তাকর্ষক! তারপর?

পার্সি ফেল্পস বললেন—গায়ে আরেকটু শক্তি থাকলে আমি তাকে জানলা দিয়ে অনুসরণ করা সঙ্গত ভাবতাম। কিন্তু তখন তা না করে ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ির লোকদের জাগিয়ে তুললাম। এর জন্য একটু দেরি হল। ঘণ্টার আওয়াজ হয় রান্নাঘরে, আর ভৃত্যেরা ঘুমোয় উপরে। আমার চিৎকার শুনে জোসেফ নেমে এল, সে আর সকলকে জাগিয়ে তুলল। জানলার বাইরে যে ফুলগাছ ছিল তার নিচে পদচিহ্ন আবিষ্কার করল। কিন্তু আবহাওয়া এত শুকনো ছিল যে ঘাসের ওপর দাগ ধরে অনুসরণ করা চলল না। রাস্তার ধারে কাঠের বেড়ার কাছে যে চিহ্ন পাওয়া গেল তাতে মনে হল কেউ সেটা টপকে যাবার সময় উপরে বেড়ার খানিকটা ভেঙে ফেলেছে। স্থানীয় পুলিশকে এখনো পর্যন্ত কোনো খবর দিই নি, ভেবেছিলাম প্রথমে আপনার অভিমত নেয়াই ভালো হবে।

মক্কেলের এই কাহিনী শার্লক হোমসের ওপর আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বিশেষ কায়দায় পদচারণা করা শুরু করলেন।

ফেল্পস শ্লেষ মিশ্রিতস্বরে বলল—দুর্ভাগ্য কখনো একলা আসে না। বোঝা গেল সে খুব ভয় পেয়ে গেছে।

হোমস বললেন—চলুন, বাড়ির চারধারটা ঘুরে আসি একবার। পার্সি বলল—চলুন, গায়ে একটু রোদ লাগানোও হবে। অ্যানি হ্যারিসন বলে উঠল আমিও যাব।

হোমস ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু তা হবে না। আপনাকে ঠিক এইখানেই বসে থাকতে হবে।

মিস হ্যারিসন একটু অসন্তুষ্ট হলো একথায়। গোঁজ হয়ে বসে রইল সে। হোমসরা বাইরে বেরিয়ে ফেল্পস-এর কথা অনুযায়ী জামরুল গাছের নিচে পায়ের দাগ দেখতে পেলেন। কিন্তু সেগুলো অস্পষ্ট। হোমস নিচু হয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সেগুলো ভালো করে পরীক্ষা করলেন। জোসেফ হ্যারিসনও হোমসের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। জোসেফ মন্তব্য করলেন—এই ঘরের জানলা রাস্তা থেকে সহজেই দেখা যায়।

হোম্স্ পকেটে হাত দিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিমায় বাড়ির চারদিকে ঘুরে দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি জোসেফ হ্যারিসনকে লক্ষ করে বললেন,—ভালো কথা, চোরটা লাফিয়ে পালিয়েছে আপনি এমন একটা জায়গা আবিষ্কার করেছিলেন,—সে জায়গাটা দেখতে চাই।

জোসেফ সেই জায়গাটা নির্দেশ করতেই সেখানে দেখা গেল কাঠের বেড়ার খানিকটা ভেঙে গিয়ে একটু টুকরো ঝুলছে। হোম্স্ সেটা খুলে নিয়ে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন। তারপর বললেন—এটা কি গতরাতে ভেঙেছে? এটা কিন্তু পুরোনো মনে হচ্ছে। তাই না?

জোসেফ বললেন—হতে পারে!

হোমস বললেন,—এমন কোনো নিদর্শন নেই যা থেকে আন্দাজ করা যায় যে কেউ বেড়া টপ্‌কে ওদিকে গেছে? মনে হচ্ছে এখানে আর ঘুরে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে ঘরের দিকেই চলুন—আলোচনা করা যাবে।

পার্সি ফেল্পস জোসেফের কাঁধে ভর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে চলতে লাগল। হোমস দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে খোলা জানলার ধারে উপস্থিত হলেন। তারপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে বললেন, মিস্ হ্যারিসন, আজ আপনাকে সারাদিন ওখানেই বসে থাকতে হবে। কোনো কারণেই আজ সারাদিন এই ঘরের বাইরে বেরোবেন না। তাতে ফেল্পসের ক্ষতি হতে পারে। বলুন প্রতিশ্রুতি দিন, এ ব্যাপারে অ্যানি ঘাড় নাড়লে, হোম্‌স্ পুনরায় বললেন—পার্সিকে আজ আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে নিয়ে যাচ্ছি।

হোম্‌সের ইচ্ছানুযায়ী সব ব্যবস্থা হলো। মিস্ হ্যারিসন অবশ্য তাঁর পরামর্শ মতো ঘর ছেড়ে নড়ল না। বন্ধুবরের অভিপ্রায় কিছুমাত্র অনুমান করতে পারলেন না ওয়াটসন। আরও আশ্চর্য করে দিলেন হোমস যে, স্টেশনে পৌঁছুতেই ওয়াটসন ও ফেল্পসদের চমকে দিয়ে তাঁদের ট্রেনের কামরায় তুলে দিয়ে হোমস বললেন, সে আপাতত ওঅকিং ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি জানালেন, দু-একটা ছোটখাটো ব্যাপারে এখানে থেকে যেতে হচ্ছে। ওয়াটসনকে নির্দেশ দিয়ে বললেন—তোমার বন্ধুকে নিয়ে যদি সোজা বেকার স্ট্রিটে গিয়ে আমি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো তো খুশি হব। তোমরা তো পুরোনো বন্ধু, অতএব গল্প করার মতো নিশ্চয়ই বিষয়ের অভাব হবে না। আমাদের শোবার ঘরেই তুমি ফেল্পসকে নিয়ে শোবে। কাল সকাল আটটার ট্রেনে ওয়ার্টালু পৌঁছে আমি তোমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাব।

স্টেশন ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। হোমস প্রসন্ন মুখে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। সারা রাস্তা ওয়াটসন আর পার্সি ফেল্পস পুরোনো দিনের গল্পে মেতে উঠলো। তার চুরির প্রসঙ্গ আসতেই ওয়াটসন বললেন—তোমাকে নিয়ে গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে। চক্রান্তকারীরা হত্যা করতে চায় তোমাকে। তোমার ঘরে কোনো মূল্যবান দ্রব্য নেই, তাহলে সে ঘরে চোর জানলা ভাঙার চেষ্টা করবে কেন? আর তার হাতে লম্বা লোহার হাতল লাগানো তরোয়ালই বা থাকবে কেন?

বেকার স্ট্রিটে ফিরে নানাধরনের সম্ভাব্য বা অসম্ভাব্য আলোচনার পর শেষপর্যন্ত ওয়াটসন তার বন্ধু পার্সিকে ঘুমোতে বললেন। আর তিনি নিজে—তার পাশে শুয়ে পড়লেন। মনের মধ্যে নানারকম জটিল দুশ্চিন্তায় দুইজনের কারুরই ঘুম আসছিল না। পার্সি নিজের মনে নানারকম ভাবছিলেন। ওয়াটসনও ভাবতে লাগলেন, হোম্‌স্ কেন ওঅকিং—এ রয়ে গেলেন? কেন তিনি মিস্ হ্যারিসনকে রোগীর ঘর থেকে নড়তে দিলেন না? এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন নিজেই জানেন না। সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, ফেল্পস্‌কে ঘুম না হওয়ার জন্য খুবই ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। প্রথমেই সে জানতে চাইল যে, মি. হোম্‌স্ ফিরেছেন কিনা?

ওয়াটসন বললেন—তিনি যখন কথা দিয়েছেন তখন তিনি আসবেনই। তবে আগেও নয় পরেও নয়।

ওয়াটসনের কথাই ঠিক হলো—ঘড়িতে আটটা বাজবার একটু পরেই একটা এক্কাগাড়ি থেকে মি. হোম্‌স্‌কে নামতে দেখা গেল। জানলা থেকে দেখা গেল তাঁর বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ। মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর ও বিবর্ণ।

হোমসকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন,—হোম্‌স্ তুমি আহত হও নি তো?

হোমস বললেন—ও কিছু না, একটু আঁচড় লেগেছে মাত্র। তারপ গুড মর্নিং করে বললেন—মি. ফেল্পস্, আমি আজ পর্যন্ত যতো জটিল মামলার তদন্ত করেছি, এটা তার মধ্যে অন্যতম। বলেই ব্রেকফার্স্টের আয়োজন করতে বলে বললেন—খেয়ে দেওয়ে নিয়ে একে একে সব বলবো। হোমস ক্ষুধার্ত বোঝা গেল। আর এদিকে ওয়াটসন-এর কৌতূহল আর ফেল্পসের হতাশাভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

খেতে খেতে হোমস ওয়াটসনকে বললেন—কী হে তোমার ভাগে কী পড়ল হে?

ওয়াটসন জবাব দিলেন—ডিম আর শুয়োরের মাংস।

হোমস বললেন—চমৎকার! মি. ফেল্পস্, আপনি কী খাবেন? মুরগির কষা মাংস, ডিম না কি অন্য কিছু?

ফেল্পস বললেন, ধন্যবাদ—আমি কিছুই খেতে পারব না।

হোমস বললেন—আচ্ছা? বসুন না! চেখেই দেখুন না ডিশটা!

উত্তর এলো ধন্যবাদ, সত্যি একেবারেই আমার ক্ষিধে নেই।

হোমসের চাউনিতে পলকের জন্যে দুষ্টুমি ঝিলিক দিয়ে উঠল। তিনি বললেন—বেশ কথা। নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করতে আপনার আপত্তি হবে না।

ফেল্পস ঢাকাটা সরিয়ে দিল। আর পরমুহূর্তেই সে চিৎকার করে বসে পড়ল। তার মুখ তখন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। প্লেটটার ওপরে ধূসর নীল রঙের একটা ছোট কাগজ পাকানো। সেটা তুলে নিয়ে চোখ দিয়ে যেন গিলতে গিলতে সে ঘরের মধ্যে পাগলের মতো নৃত্য শুরু করল। বুকে কাগজটা চেপে চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ আরম্ভ করল।

তার কাঁধে আলতো চাপড় মেরে নরম স্বরে হোমস বললেন,—এই হচ্ছে ব্যাপার। অবশ্য আপনাকে এভাবে আচমকা জানানো ভালো হয় নি। কিন্তু আপনার ছোটবেলার বন্ধু ওয়াটসন ভায়া জানে যে আমি নাটকীয় কিছু করার লোভ সামলাতে পারি না।

ফেল্পস গদগদ স্বরে বললেন—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমার সম্মান রক্ষা করেছেন।

হোমস উত্তর দিলেন আমার নিজের সম্ভ্রমও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। জেনে রাখুন, কোনো গোপনীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে ভুল করা আপনার পক্ষে যতোটা অপ্রীতিকর, রহস্যভেদে ব্যর্থতা আমার কাছেও ঠিক ততোখানি অবাঞ্ছিত।

ফেল্পস দলিলটা তার কোটের একেবারে ভিতরের পকেটে রেখে দিয়ে বললো, কৌতূহল হচ্ছে জেনে যে, এটা কোথায় কার কাছে ছিল, আর কীভাবেই বা আপনি এটাকে উদ্ধার করলেন?

হোমস প্রাতঃরাশ সেরে, পাইপ ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন—হ্যাঁ, এবার আপনাদের কৌতূহল মেটাচ্ছি। প্রথমে ঘটনা সূত্র অনুযায়ী বলি, তারপর আমার সিদ্ধান্ত কীভাবে এল তাও বলব।

বলছি তাহলে—আপনাদের গতকাল স্টেশনে বিদায় দিয়ে আমি প্রথমে সারের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে দেখে হাঁটতে হাঁটতে রিপলি নামে সুন্দর ছোট্ট একটি গ্রামে হাজির হলাম। সেখানের একটা চায়ের দোকানে চা-টা খেয়ে ফ্লাস্কেও একটু চা ভরে, আর কিছু স্যান্ডউইচ দোকান থেকে কিনে নিয়ে সন্ধে পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে ওঅকিং-এ ফিরে এলাম। ঠিক সূর্যাস্তের পর ব্রায়ার ব্রি হাউসের পাশের বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা নির্জন না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর একটু পরে বাগানের বেড়ার উপর বসলাম। পাশে তিনটি ফার গাছ ছিল। এমনভাবে বসলাম যাতে বাড়ির লোকেরা কেউ যেন আমাকে দেখতে না পায়। তারপর ঝুঁকে পড়ে অন্যদিকের ঝোপের মধ্যে ঢুকলাম এবং হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললাম। তারপর জানলার কাছে এসে কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখলাম, মিস হ্যারিসন টেবিলের ধারে বসে বই পড়ছেন। রাত সোয়া দশটা নাগাদ তিনি বই মুড়ে জানলার কপাট বন্ধ করে দিলেন। তারপর বাইরে গেলেন। দরোজা বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম এবং এও সহজেই অনুমান করতে পারলাম যে তিনি তালায় চাবি লাগালেন। তিনি চলে গেলেন, আলো নিবে গেল। আমিও ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে হল। কিছুদূরে একটা গির্জার ঘড়ি পনরো মিনিট অন্তর বাজছিল।

অবশেষে রাত দুটো বাজলে চাবি ঘোরানোর মৃদু আওয়াজ আর দরোজার হাঁসকল খোলার শব্দ এলো। পরমুহূর্তে দেখলাম যে ভৃত্যদের যাতায়াতের দরোজা খুলে চাঁদের আলোয়

বেরিয়ে এলেন—মি. জোসেফ হ্যারিসন।

ফেল্পস কম্পিত কণ্ঠে কোনমতে উচ্চারণ করল—জোসেফ!

হোমস বললেন—তাঁর মাথায় টুপি ছিল না, কাঁদের ওপর একটা কালো পোশাকে এমনভাবে তিনি মুখ আড়াল করে রেখেছিলন যে হঠাৎ দেখলে তাকে কেউ চিনতে পারত না। পা টিপে টিপে দেওয়ালের ছায়া দিয়ে তিনি এগোতে লাগলেন। জানলার কাছে তারপর তিনি হাজির হয়ে একটা লম্বা ছোরা সার্সির ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে হুড়কোটাও সরিয়ে দিলেন। জানলা খুলে গেল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে ঘরের ভিতরে তার প্রত্যেকটি গতিবিধি ভালো করে দেখা যাচ্ছিল।

বাতিদানের ওপর দুটো বাতি জ্বালাল, তারপর দরোজার কাছের কার্পেটের খানিকটা সরিয়ে ফেলল। হেঁট হয়ে এক টুকরো চৌকোণা কাঠ তুলে নিল যা সাধারণত মিস্ত্রিরা গ্যাস-পাইপ জোড়া দেবার কাজে ব্যবহার করে। এই টুকরোটা নিচের রান্নাঘরের সঙ্গে T-এর মতো জোড়ের মুখটা ঢেকে রেখেছিল। এর ভিতর থেকে এক জোড়া কাগজটা বার করে আবার কাঠের টুকরোটা আটকে রাখল। কার্পেটটা যথাস্থানে চাপা দিল, তারপর বাতি নিভিয়ে সোজা আমার হাতে এসে পড়ল, যেখানে জানলার বাইরে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

হোমস বললেন—কিন্তু জোসেফ সম্বন্ধে যা ভেবেছিলাম, আসলে সে তার চেয়েও শয়তান। সে ছুরি হাতে আমায় আক্রমণ করল। দুবার তাকে ভূমি আশ্রয় করতে হল বটে, কিন্তু আমারও আঙুলের গাঁটটার কাছটা কেটে গেল। তারপর সে হার মানল। ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সে সবদিক ভেবে কাগজগুলো দিয়ে দিল।

আমিও তাকে যেতে দিলাম। অবশ্য আজ ভোরে সব কথা জানিয়ে ফোবর্সকে টেলিগ্রাম করেছি, যদি সে খুব চটপটে হয় তাহলে পাখি ধরা পড়বে। কিন্তু আমার ধারণা যে সে উপস্থিত হওয়ার আগেই খাঁচা খালি হয়ে যাবে। গভর্নমেন্টের পক্ষে বোধহয় তাই-ই ভালো। মনে হয় যে লর্ড হোল্ডহার্স্ট অথবা মি. পার্সি ফেল্পস্ কেউই এ ব্যাপারে কোর্ট পুলিশ পছন্দ করবেন না।

ফেল্পস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—হায় ঈশ্বর! গত দশ সপ্তাহ ধরে যখন আমি প্রচণ্ড উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়েছিলাম, হারানো দলিলটা তখন আমার সঙ্গে সে একই ঘরে ছিল। জোসেফ চোর, দুর্বৃত্ত!

আর জোসেফের চেহারা দেখলে বোঝা যায় না যে সে কতো গভীর জলের মাছ, আর কী বিপদজনক! রাতে তার কাছে যা শুনলাম তাতে জানতে পারলাম যে সম্প্রতি জুয়ায় তার অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে। নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে যে কোনো কাজ করতে সে প্রস্তুত ছিল। প্রথমে সুযোগ পাবার পর অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো সে বোনের সুখের দিকে অথবা আপনার ভবিষ্যতের দিকে তাকায় নি।

পার্সি ফেল্পস চেয়ারে সম্পূর্ণভাবে গা এলিয়ে দিয়ে বলল—আমার মাথা ঘুরছে। আমায় ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছেন।

হোমস বললেন—জোসেফকে আমি সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলাম তার কারণ, আপনার সে রাতে তার সঙ্গেই বাড়ি ফেরার কথা ছিল। সুতরাং এ সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে যে সে-ইই হয়তো আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছিল। বৈদেশিক অফিস তার অচেনা নয়। যখন শুনলাম, যে একজন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলে, তখন মনে হলো যে জোসেফের পক্ষে ওখানে কিছু লুকিয়ে রাখা অসম্ভব নয়। আপনাদের কাছে জানতে পারলাম যে ডাক্তারের সঙ্গে যাবার পর জোসেফ উদ্যোগী হয়ে কী করেছিল, নার্স অনুপস্থিত থাকবার পর প্রথম রাতেই যে চুরির চেষ্টা হলো, তাতে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে চোর বাড়ির ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। আমার সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হলো।

আমি যতোদূর জানতে পেরেছি তাতে ব্যাপারটা এইরকম :—জোসেফ হ্যারিসন চার্লস স্ট্রিটের দরোজা দিয়ে অফিসে ঢোকে। তারপর সোজা চেনা রাস্তা দিয়ে আপনার ঘরে ঢোকে। আপনি তখন সদ্য বাইরে বেরিয়েছেন। ঘরে কাউকে না দেখতে পেয়ে ঘণ্টা বাজায়, আর সেই

মুহূর্তেই তার নজরে পড়ে টেবিলের ওপর রাখা দলিলগুলির ওপর। এক পলকেই সে বুঝতে পারে এই সরকারি দলিলগুলো অত্যন্ত মূল্যবান, এবং বিদ্যুৎবেগে সে ওগুলো পকেটে পুরে চম্পট দেয়।

তারপর প্রথম ট্রেনেই সে ওঅকিং চলে যায়। চোরাই মাল পরীক্ষা করে তার ধারণা হয় যে সেগুলো সত্যিই মূল্যবান। তারপর সেগুলো একটা নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখে।

মতলব করেছিল যে দুয়েক দিনের মধ্যে সেগুলো ফরাসি দূতাবাস অথবা ওরকম কোনো জায়গায় বেচে আসবে যেখানে তার বিনিময়ে মোটা টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনার আকস্মিকভাবে ফিরে আসবার ফলে তাকে ঘর ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসতে হয়। তারপর থেকে আপনার ঘরে সব সময়েই একাধিক ব্যক্তি থাকবার ফলে লুকিয়ে রাখা সম্পদ উদ্ধারের সুবিধা পায় নি। এই পরিস্থিতি ওকে অস্থির করে তুলেছিল। তারপর সুযোগ পেয়ে আবার চুরির চেষ্টা করল বটে, কিন্তু আপনি জাগ্রত তাকার ফলে এবারও তাকে ব্যর্থ হতে হল। আমি নিশ্চিতরূপে জানতাম আবার কোনো নিরাপদ সুযোগ পেলেই সে চেষ্টা করবে। আপনি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে সেই সুযোগ এসেছিল।

আমি মিস হ্যারিসনকে সারাদিন ওখানে পাহারায় রেখেছিলাম, যাতে আমাদের সন্দেহ না করতে পারে। আমি জানতাম যে কাগজটা খুব সম্ভব এই ঘরেই রয়েছে। কিন্তু তা খুঁজতে গিয়ে সমস্ত ঘর ওলট-পালট করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তাই আমি সেগুলো ওকে গুপ্ত স্থান থেকে বার করতে দিয়ে অনেক ঝামেলার হাতে থেকে রক্ষা পেয়েছি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে?

ফেল্‌পস বলল—জোসেফের কি নরহত্যার উদ্দেশ্য ছিল?

হোমস বললেন, হতে পারে! জাসেফের মতো চরিত্রের লোকেরা যা খুশি তাই-ই করতে পারে। ওইসব মানুষের প্রতি আস্থা বিন্দুমাত্র থাকা উচিত নয়।

সিলভার ব্লেজ

সিলভার ব্লেজ। রেসের ঘোড়া। ওয়েসেক্স কাপ-এর বাজিমাৎ করার মতো ঘোড়া 'সিলভার ব্লেজ' নিখোঁজ। আর তার ট্রেনারের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু—খবরটা চারিদিকে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে।

ড. ওয়াটসন ও মি. হোম্‌স্ ঘটনাস্থলে চললেন। এক্সেটারের পথে গাড়ি হু-হু করে ছুটে চলেছে। প্রথম শ্রেণীর একটা কামরার এক কোণে ওয়াটসন বসেছিলেন, আর হোমস তাঁর কানঢাকা বেড়ানোর টুপিটা মাথায় দিয়ে প্যাডিংটন স্টেশনে কেনা একগাদা খবরের কাগজ একের পর এক আগ্রহভরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে চললেন। রিডিং ছাড়িয়ে বহুদূর চলে আসার পর তিনি অবশিষ্ট খবরের কাগজখানা বেঞ্চির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁর সিগারেটের কৌটোটা ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিলেন। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে একবার ঘড়ি দেখে দিয়ে হোমস বললেন—বুঝলে, এ ঘটনাটা সেই ধরনের, যাতে যুক্তিবিজ্ঞানীকে নোতুন নোতুন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার চেয়ে খুঁটিনাটি বাছাইয়ের দিকে মন দিতে হবে বেশি। দুর্ঘটনাটা একেবারে যাকে বলে চূড়ান্ত রকমের অসাধারণ। জন স্টেকারের মৃত্যু আর সিলভার ব্লেজ-এর অন্তর্ধান-এর ব্যাপারটা খুবই জটিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘোড়ার মালিক কর্নেল রস্ আর তদন্তকারী ইন্সপেক্টর গ্রেগরির কাছ থেকে আমি টেলিগ্রাম পেয়েছি। তাঁরা এ ব্যাপারে আমার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সিলভার ব্লেজ হল ইসোনোমি বংশজাত, প্রসিদ্ধ ও অভিজাত পূর্বপুরুষদের অনুরূপ। বয়স পাঁচ বছর, এর মালিক এই ঘোড়ার দৌলতে এরই মধ্যে ঘোড়দৌড়ের মাঠের সবগুলো পুরস্কারই পেয়ে গেছেন। দুর্ঘটনা ঘটার আগে পর্যন্ত ওয়েসেক্স কাপের খেলায় ওটাই ছিল পয়লা নম্বরের, আর ওর পেছনে বাজি ছিল এক টাকায় তিন টাকা। রেসুড়েরা বরাবরই সিলভার ব্লেজ বলতে পাগল। আর ঘোড়াটাও কোনো সময়েই তার অনুরাগী ভক্তদের নিরাশ করেনি। তাই

এতো বেয়াড়া ধরেও ওর পেছনে রাশি রাশি টাকা বাজি ধরে বেসুড়েরা। কাজেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আসছে মঙ্গলবার ঠিক সময়ে যাতে সিলভার ব্লেজ মাঠে হাজির হতে না পারে সেজন্যে চেষ্টা আর আগ্রহ ছিল অনেকেরই।

কর্নেল-এর শিক্ষণ আস্তাবল কিংস পাইল্যান্ড-এ সবাই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে নিয়েছিলেন। তাই ঘোড়াটাকেও কড়া নজরে রেখেছিলেন। জন স্ট্রেকার আগে ছিলেন একজন জকি। কর্নেল রসের হয়েও সে বহুবার ঘোড়দৌড় করিয়েছে। তারপর ওজন ভারি হয়ে যাওয়ায় পরে জকির কাজ ছেড়ে ট্রেনার হয়েছিল। সে পাঁচবছর কর্নেল-এর জকি আর সাত বছর ট্রেনার হিসেবে কাজ করেছে। উৎসাহ ছিল অদম্য আর সৎ বলে সুনামও ছিল। ছোট্ট আস্তাবলটায় মাত্র চারটে ঘোড়া ছিল। তার সঙ্গে তিনজন ছেলে কাজ করত। প্রতি রাতে একজন করে ছোকরা পাহারা দিত আর অন্য দু-জন ওপরের ঘরে ঘুমোতো। স্ট্রেকারের ছেলেপুলে হয় নি। সে আর তার স্ত্রী আর কাজকর্মের জন্যে একটি ঝি তার সংসারে ছিল। আস্তাবল থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে ট্যাভিস্টক গ্রামে যে ঠিকাদার নির্মিত ছোট ছোট ভিলা ছিল তাতেই বাস করত। জায়গাটা স্বাস্থ্য উদ্ধারকারীদের বা ডার্টমুরের বিশুদ্ধ বায়ুসেবীদের ব্যবহারের উপযুক্ত জায়গা। এই গ্রামের মাইল দুই দূরে কেপল্টন গ্রাম, লর্ড ব্যাকওয়াটারের বড় ধরনের শিক্ষণ আস্তাবল। এটার দেখাশুনো করে সাইলাস ব্রাউন। এখানে ওখানে দু-এক ঘর ভবঘুরে বেদে ছাড়া প্রান্তরের কোনোদিকে কোথাও আর বসিত নেই, চারদিকে সীমাহীন নির্জনতা। সোমবার দুর্ঘটনার রাতে এই ছিল ওখানকার মোটামুটি অবস্থা।

ঘোড়াগুলোকে চরিয়ে এনে সন্ধেবেলা নিয়মিত ঘাসজল খাইয়ে রাত নয়টায় তালাবন্ধ করে দেয়া হল। তিনটি ছেলের মধ্যে নেড হান্টার পাহারা দেবার জন্যে থেকে গেল আর অন্য দু-জন ট্রেনার রান্না ঘরে গেল খেতে। পরে ঝি এডিথ বাক্সটার নেড-এর খাবার জন্যে রুটি-মাংস নিয়ে গেল। আস্তাবলেই জলের কল থাকায় ঝিকে পানীয় কিছু আনতে হয় নি, রাত পাহারার ছোকরা জল ছাড়া অন্য কোনো পানীয় কিছু পাবে না, এই ছিল নিয়ম। রাতে গভীর অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে পথ বেয়ে এডিথ আসছিল। এডিথ তখন আস্তাবল থেকে গজ তিরিশেক দূরে। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একজন ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে তাকে থামতে বললেন। বললেন, আমি এ কোথায় এসে পড়েছি বলতে পারো?

এডিথ বলল—আপনি কিংস পাইল্যান্ড শিক্ষণ আস্তাবলের কাছে এসে গিয়েছেন।

তাই নাকি? কী সৌভাগ্য! ভদ্রলোক বললেন, আমি শুনেছি একজন ছোকরা রোজ রাতে একা ওখানে শোয়। তারই খাবার নিয়ে চলেছ বুঝি? আচ্ছা, শোনো। তোমায় যদি একটা নোতুন পোশাকের জন্যে কিছু টাকা দিই, তুমি কি খুব রাগ করবে? এই বলে পকেট থেকে একটুকরো সাদা ভাঁজ-করা কাগজ বার করে তিনি বললেন, এইটে নিয়ে গিয়ে আজ রাতেই ছোকরাটার হাতে দিও, কথা দিচ্ছি কালই তোমায় বাজারে সেরা জামা কিনে দেব।

খোলা জানলার ধারে হান্টার ছোট্ট টেবিল নিয়ে বসেছিল। ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখে এডিথ খুব ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে রোজকার মতো সেই জানলার ধারে খাবার নিয়ে হাজির হল, আর যা যা ঘটেছে হান্টারকে সবে বলতে শুরু করেছে এমন সময় সেই ভদ্রলোকও সেখানে এসে পৌঁছুলেন। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বললেন,—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

এডিথ দিব্যি গেলে বলেছে যে ভদ্রলোককে কথা বলার সময় তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে কাগজের একটা মোড়কের কোণ বার হয়ে থাকতে দেখেছে।

ছেলেটা বলে উঠল—আপনার এখানে কী দরকার মশাই? তিনি বললেন,—এই একটু আধুট ব্যবসার কথা টথা বলতে চাই, মানে তোমার পকেটেও দুটো পয়সা আসুক, এই আর কি! ওয়েসেক্স কাপে তো তোমাদের দুটো ঘোড়া খেলবে—সিলভার ব্লেজ আর বেয়ার্ড, তাই না? আমাকে পাক্কা খবরটা দিলে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। আচ্ছা এটা কি সত্যি যে ওজন

নেবার সময় বেয়ার্ড সিল্ভার ব্লেজকে পাঁচ ফার্লং একশো গজে মেরে দিতে পারতো? আর তোমরা নাকি তার পেছনেই সমস্ত টাকা বাজি ধরেছ?

ছেলেটা চিৎকার করে বলল—আপনি তাহলে ওই জঘন্য টাউটদের দলেরই একজন। তাদের সঙ্গে আমরা পাইল্যান্ডে কীরকম ব্যবহার করি, তা এক্ষুণি টের পাইয়ে দিচ্ছি। এই বলে, সে এক লাফে ছুটে গেল। কুকুরটাকে খুলে দিতে। এডিথ ছুটে বাড়ি পালালো। কিন্তু যেতে যেতেই একবার পেছন ফিরে দেখতে পেল, ভদ্রলোক জানলা দিয়ে ভিতরে ঝুঁকে আছেন। একটুখানি বাদে হান্টার, কুকুর নিয়ে তেড়ে এসে দেখল ভদ্রলোক পগার পার! কোথাও তার টিকিটিও পাওয়া গেল না।

ওয়াটসন বললেন—আচ্ছা, হান্টার কুকুর নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় কি দরোজা খুলে রেখেছিল?

হোম্স্ মৃদুস্বরে বাহবা দিয়ে বললেন,—চমৎকার ওয়াটসন। এ ব্যাপারটা এতোই গুরুতর যে আমার মাথায় খেলবার সঙ্গে সঙ্গেই ডার্টমুরে বিশেষ জরুরি তার পাঠিয়ে বিষয়টার মীমাংসা করে নিয়েছে। হ্যাঁ, ছেলেটা বাইরে যাওয়ার আগে দরোজা বন্ধ করেই গেছিল। আর এও সত্যি যে জানলাটা খুব বেশি চওড়া নয়।

...হান্টার-এর সঙ্গীরা ফিরলে যা যা ঘটেছিল সব ট্রেকারের কাছে বলে পাঠাল। সব ঘটনা শুনে ট্রেকার দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল বটে, তবে ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করেছিল বলে মনে হয় না। তবে সে একটু যেন অস্থির হয়েই পড়েছিল। শ্রীমতী ট্রেকার রাত একটার সময় তার ঘরে ঢুকে দেখল যে সে জামাকাপড় পরছে তখন তাকে সে প্রশ্ন করায় ট্রেকার বলেছিল সে একবার আস্তাবলটা ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছে সব ঠিকমত আছে কিনা। তার স্ত্রী তাকে বাইরে যেতে এতো রাতে বারণ করেছিল—কিন্তু সব অনুরোধ উপরোধ, সব কাতর মিনতি উপেক্ষা করেই সে বর্ষাতিটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সাতটায় ঘুম থেকে উঠে শ্রীমতী ট্রেকার দেখল তার স্বামী তখনও ফেরে নি। সে এডিথকে ডেকে তাড়াতাড়ি সাজপোশাক পরে নিয়ে আস্তাবলের দিকে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল দরজা হাট আগলা, ভিতরে একটা চেয়ারের ওপর হান্টার জড়সড় হয়ে আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে, আর আস্তাবলটা খাঁ খাঁ করছে। সর্বজনপ্রিয় বাজিমাৎকারী ঘোড়া সিলভার ব্লেজ বা তার স্বামী কারো দেখা নেই।

ওপরের খড়কাটার যে ঘরে ছোকরা দুটো ঘুমিয়ে ছিল তাদের তোলা হল। তারা বললো কিছু জানে না। আর হান্টার তো কড়া ওষুধের নেশায় আচ্ছন্ন, তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়ার আশা না করেই শ্রীমতী ট্রেকার ও অন্য দুজন, খুঁজতে বেরোলো। তারা ভেবেছিল ট্রেনার হয়তো সকাল সকাল ঘোড়াটাকে ঘোরাতে নিয়ে গেছে। কাছের একটা টিবিতে উঠে চারিদিক ভালো করে দেখেও কোথাও বাজিমাৎ-এর ঘোড়াটাকে দেখতে পেল না। তবে হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল, আস্তাবলের থেকে সিকি মাইলটাক দূরে, একটা হলদে ফুলের ঝোপের পাশে ট্রেকারের ওভার কোটটা ঝুলছে। আর তারা এগিয়ে এসে দেখলো তার পেছনে, প্রান্তরের একটা খাদের তলায় হতভাগ্য জন ট্রেকারের মৃতদেহ। কোনো ভারী অস্ত্রের আঘাত তার মাথাটা চূর্ণ হয়ে গেছে। আর তার পিঠেও দেখা গেল ধারালো অস্ত্রের গভীর লম্বা ক্ষতচিহ্ন। ট্রেকার যে তার খুনীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ যুঝেছে, তা তার ডান হাতের ছোট্ট ছুরিটার বাঁট পর্যন্ত রক্ত জমে থাকতে দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল। আর এডিথ তার বাঁ হাতে ধরা লাল কালো রেশমি মাফলারটা দেখেই চিনতে পারল যে গতকাল সন্ধ্যায় সেই অপরিচিত ভদ্রলোক ওটা পরেই আস্তাবলে এসেছিলেন বটে। হান্টারও তার আচ্ছন্নতা কেটে গেলে জোর দিয়ে বলল,—নিশ্চয়ই ওই ভদ্রলোকই জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মাংসের মধ্যে ওষুধ মিশিয়ে আস্তাবলে পাহারা না থাকার ব্যবস্থা করেছেন। ধস্তাধস্তির সময়েও যে হারিয়ে যাওয়া ঘোড়াটা সেখানেই ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ খাদের তলায় কাদায় রয়ে গেছে। কিন্তু সকাল থেকেই তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। মোটা রকমের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে আর

ডার্টমুরের বেদেরাও সতর্ক রয়েছে সত্যি, তবু কিন্তু ঘোড়াটার কোনোও খবর পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত হান্টারের খাবারের শেষটুকু পরীক্ষা করে জানা গেল যে তাতে প্রচুর পরিমাণে গুঁড়ো আফিম মেশানো হয়েছে, কেননা বাড়ির অন্য লোকেরা ওই একই খাবার খেলেও তাদের কোনো ক্ষতিই হয় নি।

হোম্‌স্ বললেন—এই হলো ঘটনার সারাংশ। আর পুলিশ এ ব্যাপারে কতোটুকু এগিয়েছে তা এবার শোনো ওয়াটসন।

এই ঘটনার তদন্তের ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর গ্রেগরি বিচক্ষণ লোক। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সে প্রথমেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিটিকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করেছে। যাকে গ্রেপ্তার করেছে তার নাম ফিটজ রয় সিম্পসন। বিষয় সম্পত্তি সব ঘোড়ার মাঠে উড়িয়ে দিয়ে আপাতত লন্ডনের স্পোর্টিং ক্লাব গুলোর হয়ে বুকির কাজ করছেন। তাঁর খাতাপত্র দেখে জানা গেল যে সম্ভাব্য বিজয়ী ঘোড়াটার-নামে পাঁচ হাজার পাউন্ডের বাজি তিনি নথিভুক্ত করেছেন। তাঁকে ধরা হলে তিনি পরিষ্কার বললেন যে তিনি কিংস পাইল্যান্ডের দুই নম্বর ঘোড়া ডেস্‌বরোর সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্যেই ডার্টমুর অঞ্চলে এসেছিলেন। আগের রাতের ঘটনা সম্বন্ধে সব কথাই তিনি স্বীকার করেছেন। আর বার বার বলতে লাগলেন, ঘোড়ার খাঁটি খবর জানা ছাড়া তাঁর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বাফ্‌লারটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর মুখ চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল। আর কী করে যে সেটা মৃত ব্যক্তির হাতে গেল; তারও কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারলেন না। তাঁর ভিজে জামাকাপড় দেখেই বোঝা গেল গতরাতে ঝড় জলের সময় তিনি বাইরে ছিলেন, আর তার সিসে-বাঁধানো মোটা-মাথা লাঠিটা এমনি একটা অস্ত্র, যার কয়েকটা ঘায়ে মৃতের চেহারায় বীভৎস ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার খুবই সম্ভব হতে পারে। অন্যদিকে স্ট্রেকারের হাতে ছুরি দেখে যদিও মনে হয় যে তার আততায়ীদের অন্তত একজনকে সে আহত করতে পেরেছে, তবু ভদ্রলোকের দেহে কোনো ক্ষতচিহ্ন ছিল না। হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন—বুঝেছো হে ওয়াটসন, সংক্ষেপে এই হল গিয়ে পুরো ঘটনা। এখন বলো তুমি কী ভাবছ?

ওয়াটসন বললেন—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে মাথায় চোট লাগার ফলে বেয়াড়া রকম যন্ত্রণায় হাত-পা ছুড়ে গিয়ে হয়তো নিজের ছুরিতেই নিজে আহত হয়েছে।

হোমস বললেন—হয়তো নয়, সেটাই সম্ভব। তাহলে অবশ্য অভিযুক্ত সপক্ষে একটা জোরালো যুক্তিই খাড়া করা যায়।

ওয়াটসন উত্তরে মন্তব্য করল—তবে, পুলিশের অভিমতটা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

হোমস বললেন—আমার তো মনে হচ্ছে আমরা যে কোনো সম্ভাবনার কথাই উপস্থিত করি না কেন, তার বিরুদ্ধেই জোরালো যুক্তি খাড়া করা যাবে। ধরেই নিলাম, পুলিশ মনে করছে যে সিম্পসন ছোকরাটাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে যে কোনো রকমেই হোক্ একটা চাবি জোগাড় করেছে, তারপর আস্তাবল খুলেছে, খুলে ঘোড়াটা চুরি করবার মতলবেই সেটাকে বাইরে বার করে নিয়ে গেছে। ঘোড়ার জিনটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটাও লাগানো হয়েছে নিশ্চয়। দরোজাটা খুলে রেখেই মাঠের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়তো জন স্ট্রেকারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে অথবা জন হয়তো তাকে ধরে ফেলেছে। যাইহোক তারপরই ঝগড়ার শুরু হয়েছে। আর সিম্পসনের মোটা লাঠির চোটে স্ট্রেকারের মৃত্যু—এই-ই হতে পারে। এমনকি জন স্ট্রেকারের আত্মরক্ষার জন্যে লাঠি ব্যবহার করলেও, দেখা যাচ্ছে সিম্পসন আহত হয় নি। এরপর হয় ঘোড়াকে কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, নয়তো ওদের ধস্তাধস্তির ফাঁকে ঘোড়াটা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশও ঠিক এরকমটা ভাবছে, তবে জোরালো আর কোনো যুক্তি খাড়া করা যাচ্ছে না। যাই হোক চলো,—ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে হয়তো কোনো সূত্র পাওয়ার চেষ্টা করব। চলো।

ট্র্যাভিস্টকে পৌঁছতে হোম্‌সের সন্ধ্যে হয়ে গেল। স্টেশনে বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ কর্নেল রস আর ইন্সপেক্টর গ্রেগরি হোমসদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

কর্নেল রস বললেন—মি. হোমস আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি। যা কিছু করা সম্ভব ইন্সপেক্টর সাহেব সবই করেছেন বটে, তবু স্ট্রেকার হত্যার প্রতিশোধ চাই, আর অবশ্যই আমার ঘোড়াটাও ফিরে পেতে চাই।

ইন্সপেক্টর হোমসদের নিয়ে একটা ছাদখোলা গাড়িতে জায়গাটা অন্ধকার হবার আগেই ঘুরে দেখাতে গিয়ে বললেন—কাজ খুব বেশি দূর এগোয়নি। ঘোরবার ফাঁকে ফাঁকে ইন্সপেক্টর গ্রেগ্‌রি অনর্গলভাবে মামলার খুঁটিনাটি বর্ণনা করে চললেন। কর্নেল রস টুপি খুলে চোখটা প্রায় ঢেকে, বুকের ওপর দু-হাত জড় করে হেলান দিয়ে গাড়িতে বসে রইলেন। গ্রেগরি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা বলে যেতে লাগলেন।

গ্রেগরি বললেন—ফিটজরয় সিম্পসনই আমার আসামী এবং তাকে বেড়াজালে ধরে ফেলা হয়েছে। তবু কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হোম্‌স্ কথার মাঝখানে প্রশ্ন করলেন—

স্ট্রেকারের ছুরিটার ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন?

ইন্সপেক্টর ভেবেছিলেন—আমরা একরকম ধরে নিয়ে যে, সে যাবার মুখে নিজের ছুরিতেই নিজে ঘা খেয়েছে।

বন্ধু ওয়াটসনও আসতে আসতে এই কথাটা বলছিলেন। ঘটনা তাহলে তো সিম্পসনের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টর বললেন—নিশ্চয়ই। তার হাতে ছুরিও নেই, গায়ে কোনো আঘাতের চিহ্নও নেই। তার বিরুদ্ধে প্রমাণ খুবই জোরালো। আস্তাবলের ছেলেটির খাবারে সেইই ওষুধ মিশিয়েছে বলে সন্দেহ হয়। আর তার হাতে ছিল সেই মোটা মাথাওয়ালা লাঠি, তাছাড়া তার গলার রুমালটাও মৃত ব্যক্তির হাতেই পাওয়া গেছে।

হোম্‌স্ মাথা নেড়ে গম্ভীরস্বরে বললেন—আচ্ছা, আস্তাবলের ছেলেটিকে দেবার জন্যে সে যে কাগজটা এডিথকে দিতে গেছিল, সেটা সম্বন্ধে তার বক্তব্য কী?

ও বলেছে, ওটা নাকি দশ পাউন্ডের নোট একটা, ইন্সপেক্টর বললেন—অবশ্য তার টাকা রাখবার থলিতে একটা দশ পাউন্ডের নোট পাওয়া গেছে। কিন্তু আরও যে যে যুক্তিগুলো দিলেন সেগুলো কাটানো খুব শক্ত নয় কিছু।

হোম্‌স্ প্রশ্ন করলেন—মাফলারটার কথা কিছু বলেছে?

ইন্সপেক্টর বললেন—সে বলেছে যে সে ওটা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু একটা নোতুন সমস্যা এসে হাজির হয়েছে, যাতে করে মনে হয় সে ঘোড়াটাকে আস্তাবল থেকে বার করে নিয়ে গেছে।

হোম্‌স্ কান খাড়া করে রইলেন।

ইন্সপেক্টর বলে চললেন—সোমবার রাতে হত্যাকাণ্ডের মাইলখানেক এর মধ্যে যে একদল বেদে আস্তানা গেড়েছিল তার খোঁজ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার থেকে তারা উধাও। অতএব বেদেদের সঙ্গে যোগসাজসেও ঘোড়াটা পাচার হয়ে যেতে পারে। তাই বেদেদের সন্ধানে টিবির চার পাশের মাঠটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে। তাছাড়া ট্র্যাভিস্টকের দশ মাইলের মধ্যে প্রত্যেকটা আস্তাবল আর ঘর-বাড়ি খোঁজ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, কাছেই যে আর একটা শিক্ষা শিবির আছে সেখানের আস্তাবলও খুঁজেছি। তবে জড়াবার মতো কিছু পাইনি। তবে একথা স্পষ্ট যে, বাজি ধরবার জন্যে ওদের ডেসবরো ছিল দুই নম্বরের, কাজেই পয়লা নম্বর ঘোড়া হারানোয় ওদের স্বার্থ আছে। ওদের ট্রেনার সাইলাস ব্রাউন ওই দৌড়ে অনেক টাকার বাজি ধরেছে বলে শুনেছি। স্ট্রেকার-এর সঙ্গে তার বিশেষ প্রীতির সম্পর্কও ছিল না।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—সিম্পসনের সঙ্গে কেপলটন আস্তাবলের কোনো স্বার্থঘটিত যোগসাজসের সন্ধান মেলেনি তো?

ইন্সপেক্টর বললেন—নাঃ, কিচ্ছু না।

হোমস গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। সবাই চুপচাপ। কয়েক মিনিট পরেই রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট লাল ভিলার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল।

মাঠটার ওধারে ছাই-ছাই রঙের টালি দিয়ে ছাওয়া লম্বা ছাদের একসার বাড়ি। অন্য সব দিকে মরে আসা ঘাস পাতায় ছাওয়া ধূসর প্রান্তর আকাশের প্রান্তসীমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে—মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্র্যাভিস্টকের গির্জার চূড়া আর পশ্চিমে কেপলটন আস্তাবলের ঘরবাড়ির সারি। ওয়াটসন, তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। হোমস কিন্তু সামনের আকাশের দিকে তাকিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে রইলেন। ওয়াটসন হাত ধরে টানতেই তিনি চমক ভেঙে উঠে গাড়ি থেকে নামলেন।

গ্রেগরি বললেন,—মৃতদেহের পকেটে যে যে জিনিসপত্র পাওয়া গেছে সেগুলো বসবার ঘরে রাখা আছে। আপনি মনে করলে দেখতে পারেন।

হোমস এবং ওয়াটসন বসবার ঘরে ঢুকে দেখলেন—টেবিলের ওপর মোম-মাখানো দেশলাইকাঠি একবাক্স, ছোট্ট একটুকরো মোমবাতি, চুরুট খাবার একটা এ.ডি.পি. পাইপ, এক সিল চামড়ার থলেতে লম্বা করে কাটা কিছুটা তামাক, সোনার চেন লাগানো একটা রূপোর ঘড়ি, পাঁচটা সোনার গিনি, অ্যালুমিনিয়ামের একটা পেন্সিলের বাক্স, কিছু কাগজপত্র লণ্ডনের উইস্ কোম্পানির দামি খোদাই করা সূক্ষ্ম অনমনীয় একটা ছুরি—

হোম্‌স্ ছুরিটা ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, ছুরিটা অসাধারণ বটে। এর ফলার রক্তের দাগ দেখে মনে হচ্ছে মৃত স্ট্রেকারের হাতে এটা পাওয়া গেছিল। ওয়াটসন, ছুরিটা, বোধ হয় তোমাদের ডাক্তারি বিদ্যার আওতায় পড়ে। দেখো তো!

ওয়াটসন বললেন, এ ধরনের ছুরিকে আমরা চোখের ছানি কাটা ছুরি বলে থাকি।

হোম্‌স্ বললেন, ফলাটা সূক্ষ্ম হওয়ায় খুব সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী এটা। অদ্ভুত বটে। ছুরিটা বন্ধ করবার জো নেই, অথচ এমন একটা ঝুঁকির ব্যাপারে এ ধরনের একটা অস্ত্র নিয়ে যাওয়া অদ্ভুতই, সন্দেহ নেই।

ইন্সপেক্টর বললেন—ফলার ডগাটায় একটুকরো কর্ক লাগানো ছিল। ওর স্ত্রী বলছে যে ক'দিন থেকেই ছুরিটা টেবিলের ওপর পড়ে ছিল,—সে রাতে বেরোবার মুখেই ওটা তুলে নিয়েই রওনা হয়েছে, এই আর কি।

হোমস বললেন—হ্যাঁ, এটাও সম্ভবত সম্ভব। আচ্ছা, আর এই কাগজগুলো কী?

ইন্সপেক্টর বললেন—এগুলো হল রেসুড়েদের হিসাব। একটা হলো কর্নেল রস-এর লেখা নির্দেশপত্র। আর একটা হচ্ছে উইলিয়াম ডার্বিশায়ারের নামে কাটা বন্ড স্ট্রিটের পোশাক-নির্মাতা মাদাম লাসুরিয়ের দোকানের পোশাক বাবদ সাঁইত্রিশ পাউন্ড পনের শিলিং-এর একটা হিসেব। শ্রীমতী স্ট্রেকার বলেছেন যে ডার্বিশায়ার নাকি ওঁর স্বামীর বিশেষ বন্ধু। মাঝে মাঝেই তার চিঠিপত্র এ ঠিকানায় আসে।

হোম্‌স্ সব শুনে নিয়ে বললেন, চলুন—এবার ঘটনাস্থলে যাই। ওয়াটসনরা, বসবার ঘর থেকে বার হতেই অলিন্দ অপেক্ষারত একজন মহিলা এক পা এগিয়ে এসে ইন্সপেক্টর গ্রেগরিকে ধরে ফেললেন। তাঁর আগ্রহ-ভরা পাতলা চোখে মুখে সাম্প্রতিক বীভৎসতা কুশ্রী ছাপ এঁকে দিয়ে গেছে। তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, তাদের কি ধরতে পেরেছেন? কোনো খোঁজ পেয়েছেন?

ইন্সপেক্টর বললেন—না, মিসেস স্ট্রেকার, এখনও ধরতে পারিনি। এই দেখুন লণ্ডন থেকে মি. হোম্‌স্ আমাদের সাহায্য করার জন্যে হাজির হয়েছেন। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব বইকি!

হোম্‌স্ বললেন—আচ্ছা মিসেস্ স্ট্রেকার, আপনাকে কিছুদিন আগে প্লিমাউথের বাগান বাড়িতে এক উৎসবের অনুষ্ঠানে দেখেছি কেমন, তাই না?

মিসেস স্ট্রেকার বললেন—আজ্ঞে না, আপনি ভুল করছেন!

হোম্‌স্‌ বললেন—তা কী করে হয়! আমি শপথ করে বলতে পারি আপনি অস্ট্রিচের পালকের ঝালর দেওয়া হালকা ছাই-ছাই রঙের একটা রেশমি পোশাক পরেছিলেন!

মিসেস স্ট্রেকার বললেন—আজ্ঞে না, আমার ওরকম পোশাক কোনো দিনই ছিল না।

হোমস অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—তাই তো। তাহলে তো চুকেই গেল। এই বলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তারপর যে খাদটায় মৃতদেহ পাওয়া গেছিল সেখানে গিয়ে হোমসরা পৌঁছলেন। এর ধারেই একটা হলদে রঙের ফুলের ঝোপের ওপর কোটটা পাওয়া গেছিল।

হোম্‌স্‌ বললেন—সে রাত্রে তো জোরালো বাতাস ছিল না?

ইন্সপেক্টর বললেন—না, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিলো খুবই জোরে।

হোমস গম্ভীরস্বরে বললেন—তাহলে কোটটা এই ঝোপের ওপর উড়ে এসে পড়ে নি, ওটা ওখানে খুলে রাখাই হয়েছিল, কী বলেন? ব্যাপারটায় কৌতূহল বেড়ে গেল। তা, ওখানটায় তো সোমবার রাতের পর বহু লোক যাতায়াত করেছে, কাজেই পায়ের ছাপও পড়েছে অনেক!

ওয়াটসনরা খাদের ধারের দিকে একটা মাদুরের টুকরোর ওপর দাঁড়িয়েছিলেন। ওয়াটসনের থলের ভিতরে মৃত স্ট্রেকারের একটা পাটি, সিম্পসনের জুতোর এক পাটি, আর সিলভারব্লেজের পায়ের একটা খুলে পড়া নাল রয়েছে।

হোমস মন্তব্য করলেন,—বাঃ চমৎকার, মি. গ্রেগরি! আপনাকে প্রশংসা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি কৃতিত্বের চরমে উঠে গেছেন! তারপর তিনি খাদে নেমে গিয়ে মাদুরটাকে একটু মাঝামাঝি জায়গায় টেনে এনে উপুড় হয়ে দু-হাতের উপর নিজের থুতনি রেখে সামনের কাদার মাড়ানো অংশটুকু খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, আরে, এটা কী? হোম্‌স্‌ একটা আধপোড়া মোম-মাখানো দেশলাইয়ের কাঠির টুকরো তুলে নিলেন। সেটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে—একটুকরো কাঠের মতো দেখাচ্ছিল।

ইন্সপেক্টর বিরক্তির সঙ্গে বললেন—কেন যে ওটা দেখতে পাই নি!

হোম্‌স্‌ বললেন—ওটা কাদার মধ্যে পুঁতে প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গেছিল আমি ওটাই খুঁজলিাম তাই দেখতে পেলাম।

ইন্সপেক্টর বললেন—ওটা কাদার মধ্যে পুঁতে প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গেছিল আমি ওটাই খুঁজছিলাম তাই দেখতে পেলাম।

ইন্সপেক্টর বললেন—সে কি! আপনি ওটাই পাবেন আশা করে ছিলেন? অন্তত অসম্ভব মনে করিনি—হোমস বললেন।

তিনি জুতো দুটো নিয়ে কাদার ছাপের সঙ্গে প্রত্যেকটা মিলিয়ে দেখলেন, তারপর খাদের পাড় আঁকড়ে হেঁচড়ে ওপরে উঠে, লতা পাতা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে চললেন।

মি. গ্রেগরি বললেন—দুদিকেই একশো গজের মতো জমি তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু পায়ে চলার চিহ্ন দেখতে পাই নি।

হোমস খাড়া হয়ে উঠে বললেন—তাই নাকি? তা, এ কথার পর আমার আর খোঁজা সাজে না। কিন্তু কাল যাতে পথ চিনতে পারি সে জন্যে বিকেলের আলো থাকতে থাকতে মাঠের কিছুটা ঘুরে বেড়াতে চললাম। আর, সুলক্ষণ বলে এই ঘোড়ার নালটাও পকেটে রাখলাম।

আর ওদিকে কর্নেল রস, হোম্‌সের মন্থর সুশৃঙ্খল কার্যপ্রণালী দেখে অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি একবার ঘড়িটা দেখে নিয়ে ইন্সপেক্টরকে বললেন, চলো যাই, তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ আছে। আর তাছাড়া ঐ দিনের ঘোড়-দৌড়ে আমাদের ঘোড়ার নাম তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে কিনা তা জনসাধারণকে জানিয়ে দেয়াও দরকার।

হোম্‌স্‌ দৃঢ়স্বরে বললেন—কখনো না! ঘোড়ার নাম নিশ্চয় থাকা উচিত।

কর্নেল মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে বললেন—আপনার অভিমত পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। স্ট্রেকারের ঘরে অপেক্ষা করছি। আপনি বেড়িয়ে ফিরলে সবাই একসঙ্গে ট্যাভিস্টকে রওনা হবো।

কর্নেল ইন্সপেক্টরকে নিয়ে ফিরে চললেন—আর হোম্‌স্‌ এবং ওয়াটসন মাঠের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। কেপলটন আস্তাবলের পেছনে সূর্য ঢলে পড়ল। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোম্‌স্‌ গম্ভীর স্বরে ওয়াটসনকে বললেন—বুঝলে ওয়াটসন, সমস্যাটা হলো, ষ্ট্রেকারের হত্যাকারী কে সে প্রশ্নের মীমাংসা না করে, ঘোড়াটা কোথায় গেল সেইটাই আগে ঠিক করা দরকার। ধরো দুর্ঘটনাটা ঘটার সময়েই বা দুর্ঘটনা ঘটার পরেই ঘোড়াটা যদি ছুটে পালিয়ে থাকে, তাহলে সে গেল কোথায়? ঘোড়ারা দলবদ্ধ ভাবে থাকতেই ভালোবাসে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে, সে হয় কিংস পাইল্যান্ডে ফিরে আসবে না হয় কেপলটন আস্তাবলে যাবে। খোলা মাঠে চরে বেড়াবে কেন? আর বেদেরাই বা ঘোড়াটাকে ধরবে কেন! পুলিশকে তারা সব সময়তেই এড়িয়ে চলতে চায়।

ওয়াটসন বললেন—তাহলে কোথায় গেল ঘোড়াটা? হোমস বললেন—চলোতো, আমার কল্পনাশক্তি বলছে ঘোড়াটা কেপলটনেই গেছে। চলো খাদের রাস্তা ধরে এগোই। হোমসের কথামতো ওয়াটসন খাদের ধার দিয়ে ডানদিকে চলতে থাকলেন আর হোমস বাঁ দিক দিয়ে এগোতে থাকলেন। কিছুদূর চলার পর হঠাৎ হোমস চিৎকার করে উঠলেন। ওয়াটসনকে হাত নেড়ে ডাকছিলেন হোমস। সামনের নরম জমিতে ঘোড়ার পদচিহ্ন পরিষ্কার ফুটে উঠেছে দেখা গেল। হোম্‌স্‌ পকেট থেকে নালটা বার করে সে ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেই, দেখা গেল হুবহু মিলে যাচ্ছে! তারপর খাদের তলার ভিজে স্যাঁতসেঁতে জমিটুকু পার হয়ে হোম্‌স্‌রা সিকি মাইলটাকে শুকনো খটখটে জমি পার হয়ে গেলেন। আবার দেখা গেল জমিটা ঢালু হয়ে গেছে। ঘোড়ার পায়ের ছাপ আবার সেখানেও দেখা গেল। এরপর আধ মাইল মতো হেঁটে গিয়েও হোমসরা আর ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন না। কিন্তু কেপলটনের কাছাকাছি গিয়ে আবার সেই একই ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখা গেল! আর ঘোড়ার পায়ের ছাপের পাশে পাশেই মানুষের পায়ের ছাপও দেখা গেল।

ওয়াটসন বলে উঠলেন—ঘোড়াটা আগে কিন্তু একলাই ছিল।

হোমস বললেন—ঠিক তাই। আগে একলাই ছিল বটে! কিন্তু এটা কী? দাগ দুটো একেবারে মোড় ঘুরে কিংস পাইল্যান্ড মুখো চলায় হোমস আনন্দে শিস্‌ দিয়ে উঠলেন। ওয়াটসনও হোম্‌সের সঙ্গে সেই দাগ অনুসরণ করে চললেন। হঠাৎ ওয়াটসন আবিষ্কার করলেন, দাগগুলো বিপরীত মুখো চলেছে। হোম্‌স্‌কে সেগুলো দেখাতেই তিনি বললেন, হুঁ, এবার তোমারই জিৎ। এটা আমার নজর এড়িয়ে গেছিল। চলো, এবার বিপরীত দাগগুলো দেখেই চলি।

কিছুক্ষণ দাগ ধরে হাঁটার পর ওঁরা কেপলটন আস্তাবলের দরোজামুখো যে পাকা চেরা রাস্তা গেছে তার সামনে এসে হাজির হল। পাকা রাস্তা ধরে এগোতেই এক ছোকরা সহিস এসে বলল, না, না মশাইরা, এদিকে যাওয়া চলবে না। এখান থেকে কেটে পড় ন এক্ষুনি!

হোম্‌স্‌ পকেট থেকে টাকা বার করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, একটা কথা বলবে ভাই? কাল সকাল পাঁচটায় এলে কি তোমাদের মালিক ইলাস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা হতে পারে?

সহিসটি বলল—আজ্ঞে তিনি তো সকলের আগেই ঘুম থেকে ওঠেন। ওই দেখুন তিনি নিজেই এদিকে আসছেন। আপনারা যা কিছু ওঁকেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

একজন ভীষণ দর্শন প্রৌঢ় চাবুক হাতে আস্ফালন করতে করতে এদিকে আসছিলেন। বললেন, এই হচ্ছেটা কী এখানে? বাজে বকবক না করে কাজে যাও। তারপর হোমসদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা আবার এখানে কী করতে এসেছো? কী চাও?

হোমস অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে বললেন—হুজুরের সঙ্গে মিনিট দশেক আলাপ করার ইচ্ছে, এই আর কি?

বাউন্ডুলেদের সঙ্গে আমার আলাপ করার ইচ্ছে নেই? এ অঞ্চলে নোতুন লোকজন আমি পছন্দ করিনা। শিগগির সরে পড়ো বাপু নইলে কুকুর লেলিয়ে দেব।

হোমস তার কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে বললেন, ডাহা মিথ্যা! মিথ্যে কথা!

ভালো, তা সে আলোচনাটা কি বাইরে এই সদর রাস্তায় দাঁড়িয়েই হবে, না তোমার বসবার ঘরে গিয়ে বসে আলোচনা করবে?

তা, আপনি যা বলেন, আসুন, আসুন ভেতরে।

হোমস মুচকি হেসে বললেন—ওয়াটসন চলো তাহলে ভেতরে।

আলোচনা সেরে যখন ফিরে এলেন তখন দেখা গেল তার মুখ শুকিয়ে গেছে! কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। তার হাত পা থর থর করে কাঁপছিল। মিউ মিউ করে সে নিচুস্বরে বলল আজ্ঞে, আপনার হুকুমমতো সব কাজই ঠিক ঠিক হবে।

হোমস তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—কোনো ভুল চুক যেন না ঘটে, কেমন? সে চাউনি দেখে ব্রাউন একেবারে যেন কুঁকড়ে গেল।

সে বলল—আজ্ঞে না, না—কোনো ভুল হবে না।

যথা সময়েই ওকে ঠিক জায়গায় দেখতে পাবেন। বদলটা কি আগে করব না পরে?

হোমস কিছুক্ষণ চুপচাপ ভেবে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, না, থাক, ও সম্বন্ধে তোমাকে পরে চিঠি লিখব। কোনোরকম চাতুরির যদি চেষ্টা করো—

সে বলল—না না, আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন।

হোমস বললেন—ওটাকে তোমার নিজের মনে করেই যত্ন আত্তি করবে। আচ্ছা চলি তাহলে, কাল তোমায় সব খবর জানাব।

হোমস এবার ওয়াটসনকে নিয়ে পাইল্যান্ডের দিকে চললেন। যেতে যেতে বললেন—ও অবিশ্যি প্রথমে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু আমি ওর সেদিন সকালের কার্যধারার এমন নিখুঁত বর্ণনা দিলাম যে ও ভাবল আমি বুঝি আড়াল থেকে সব দেখে ফেলেছি! তুমি যে কাদার মধ্যে মাথা চ্যাপটা জুতোর ছাপ দেখেছো, ও জুতো সে ছাপের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। ওকে সব ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বললাম। সেদিন সকালে অভ্যেসমতো সকলের আগে উঠে বেরিয়ে একটা নতুন ঘোড়া মাঠে চরে বেড়াচ্ছে দেখেই ও তার কাছে গিয়ে ধবধবে সাদা চিহ্ন দেখে চিনতে পারল সিলভার ব্লেজকে। দৈবক্রমে সেটাই তার হাতের মুঠোয়। প্রথমটায় ভেবেছিল পাইল্যান্ডে গিয়ে ফেরৎ দিয়ে আসবে, কিন্তু মাথায় ভূত চাপায় সে ঘোড়াটিকে এনে কেপলটনের আস্তাবলে লুকিয়ে রাখল। সব স্বীকার করল সে।

কিন্তু ওর আস্তাবল তো তল্লাসি হয়েছে—ওয়াটসন বললেন।

হোমস বললেন—তাতে কী? ওর মতন একজন ঘোড়াচোরের—কথাটা শেষ না করেই হোমস প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন—তুমি লক্ষ করেছ কি না জানিনা, কর্নেল আমার সঙ্গে একটু কাটখোট্টা ব্যবহার করেছেন। এবার আমার পালা। তাঁকে একটু ল্যাজে খেলাব ঘোড়া নিয়ে—তাঁকে কিছু বোলো না কিন্তু!

ওয়াটসন বললেন—যথা আজ্ঞা!

এখন তাহলে তো হত্যাকারীকে খোঁজার চেষ্টা করবে? ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করতেই হোমস্ বললেন—না না, আজ-রাতেই লন্ডনের ট্রেন ধরব।

ওয়াটসনের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। সবে কয়েকঘন্টা হল ওয়াটসনরা ডেভনশায়ারে এসেছেন, কিন্তু এই অল্পসময়ে এমন অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে সমস্ত তদন্ত তল্লাস ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যাওয়া—ব্যাপারটা ওয়াটসনের কাছে কেমন যেন দুর্বোধ্য আর হেঁয়ালি বলে মনে হল। কিন্তু কর্নেল এর বাড়ি না পৌঁছোনো পর্যন্ত তাঁর মুখ থেকে আর টু শব্দটি শুনতে পাওয়া গেল না। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল কর্নেল আর ইন্সপেক্টর বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

হোমস বললেন,—এখানকার মিষ্টি প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করলাম। তারপর একটু থেমে বললেন—আজ রাতের এক্সপ্রেসেই আমরা লন্ডনে ফিরছি।

ইন্সপেক্টর বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন বটে, কিন্তু কর্নেল অবজ্ঞার স্বরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, আপনি তাহলে হতভাগ্য স্ট্রেকারের হত্যাকারীকে ধরার আশা ছেড়ে দিলেন!

হোম্‌স কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, কতোকগুলো বাধা আছে বেকি! আমার কিন্তু বিশ্বাস যে মঙ্গলবার আপনার ঘোড়া ঠিকই দৌড়বে, কাজেই জকি ঠিক রাখবেন। আর হ্যাঁ, স্ট্রেকারের একটা ছবি দিতে পারেন?

ইন্সপেক্টর পকেট থেকে একটা খাম বার করে তার মধ্যে থেকে একটা ছবি হোমসকে দিলেন।

বন্ধু গ্রেগরি ওয়াটসনের সবরকম দরকার মেটাবার জন্যেই যেন তৈরি হয়েছিলেন। তা বেশ। একটু অপেক্ষা করুন, আপনি এডিথকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে আসি—ওয়াটসন বললেন।

হোম্‌স্ ঘরে যেতে গেলে—কর্নেল স্পষ্ট বলে বসলেন—নাঃ, লন্ডন থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়েও কোন কাজ হল না। টাকাটা আমার জলে গেল।

ওয়াটসন বললেন,—এটুকু তো আশ্বাস পেয়েছেন আপনার ঘোড়া মঙ্গলবার ঠিক দৌড়বেই।

কর্নেল কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—ওঁর কথার নিশ্চয়তার চেয়ে আসল বস্তুটাকে পেলেই ভালো হতো।

বন্ধুর সপক্ষে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ওয়াটসন, এমন সময় হোম্‌স্ ঘরে ঢুকে বললেন—তাহলে আজ্ঞা করুন, আমরা এখনই ট্র্যাভিস্টকে রওনা হই।

হোমসদের গাড়িতে উঠতে দেখে আস্তাবলের একটি ছেলে দরোজা খুলে দাঁড়াল। হোমসের বোধহয় হঠাৎ কোন কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সামনে ঝুঁকে ছোকরাটির গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের খোঁয়াড়ের ভেড়াগুলোর দেখাশোনা কে করে?

ছেলেটি বলল—আমি।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন—সম্প্রতি তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছ কি?

ছেলেটি বলল—আজ্ঞে তেমন কিছু নয়—তবে, ওদের মধ্যে তিনটি খোঁড়া হয়ে গেছে মন হয়।

হোমস আহ্লাদে গদগদ হয়ে হাতে হাত ঘসতে লাগলেন। ওয়াটসন স্পষ্ট বুঝলেন, হোম্‌স্ ছেলেটির উত্তরে খুশি হয়েছেন।

ওয়াটসনের হাতে চিম্‌টি কেটে হোম্‌স্ বললেন—বিরাট খবর। ওয়াটসন সাংঘাতিক খবর এটা। মি. গ্রেগরি, শুনুন। ভেড়াদের এই অদ্ভুত হঠাৎ সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখবেন। আচ্ছা, আসি। কোচোয়ান গাড়ি ছাড়ো।

চারদিন পরে হোমস আর ওয়াটসন ট্রেনে চেপে ওয়েসেক্স কাপের খেলা দেখবার জন্যে উইঞ্চেস্টার মুখো চললেন। কথামতো কর্নেল রস স্টেশনে হাজির ছিলেন, আর তাঁর গাড়িতে করেই হোম্‌স্‌রা শহর ছাড়িয়ে ঘোড়া দৌড়ের মাঠমুখো রওনা হলেন। দেখা গেল হোম্‌সের মুখ খুব গম্ভীর। ব্যবহারটাও নীরস আর রুক্ষ। কর্নেল সংক্ষেপে বললেন—ঘোড়াটার কোনো পাত্তা নেই।

হোম্‌স্ বললেন—ঘোড়াটাকে দেখলে চিনতে পারবেন তো?

কর্নেল রেগে টং হয়ে বললেন—আজ বিশ বছর ধরে আমি মাঠে যাচ্ছি, কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন আমায় আগে কেউ কখনো করেনি। তার সাদা কপাল আর সামনের পায়ের আঁকি বুঁকি দেখে শিশুও চিনতে পারবে!

এবার হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—দর কি যাচ্ছে?

কর্নেল উত্তর দিলেন—গতকাল পর্যন্ত ছিল পনেরো টাকায় এক টাকা, কিন্তু এখন দর কম্‌তে কম্‌তে তিন টাকায় এক টাকা দাঁড়িয়েছে!

হুঁ! হোম্‌স্ বললেন—পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কেউ হাঁড়ির খবর জানে।

গাড়িটা গ্র্যান্ড-স্ট্যান্ডের ঘেরার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই তালিকাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন ওয়াটসন।

কর্নেল বললেন—কেবল আপনার আশ্বাস পেয়েই অন্য ঘোড়াটার নাম খারিজ করেছি। কিন্তু একি! লোকের মুখে মুখে যে সিলভার ব্লেজের নাম শুনছি। হঠাৎ তখন রিঙের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল, সিলভার ব্লেজ পাঁচ টাকায় চার টাকা, পাঁচ-টাকায় চার টাকা! ডেসবোরো পনেরো টাকায় পাঁচ টাকা, মাঠে নেমেই পাঁচে চার।

ওয়াটসন বললেন,—ওই যে দেখুন নম্বর টাঙিয়ে দিয়েছে—ছয়টার নাম্বই তো রয়েছে দেখছি!

কর্নেল অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বললেন—ছয়টাই দৌড়চ্ছে?

তাহলে আমারটা নিশ্চয়ই আছে! কিন্তু তাকে দেখছি না তো? আমার চিহ্নওয়ালা ঘোড়াটা?

ওয়াটসন বললেন, পাঁচটা চলে গেছে। এইবার এইটেই আপনার নিশ্চয়ই।

ওয়াটসনের এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা তেজি ঘোড়া ওজনের ঘেরা হতে বেরিয়ে এসে, হোম্‌স্‌দের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পিঠে তার কর্নেল এর সুপরিচিত লাল কালো চিহ্ন।

কর্নেল চেঁচিয়ে উঠে বললেন—ব্যাপার কী মি. হোম্‌স্‌, ওটা কখনোই আমার ঘোড়া নয়। ওর গায়ে একটাও সাদা লোম নেই! এ কী করলেন মি. হোম্‌স্‌?

ওয়াটসনের দূরবীনটা নিয়ে কর্নেল কয়েক মিনিট দেখে নিয়ে বললেন—বাঃ, আরম্ভটা চমৎকার হয়েছে! ঐ, ঐ দেখুন ওরা ঘুরছে। হোম্‌স্‌রা গাড়িতে উঠে বসলেন। সেখান থেকে সোজা রাস্তাটা বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছিল। ঘোড়াগুলো এতো কাছাকাছি ছুটছিল যে একটা সার্পেটেই সবগুলোকে ঢেকে দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু মাঝপথে আসতেই কেপলটনের হলদে রং-এর ঘোড়াটা সামান্য এগিয়ে গেল। কিন্তু হোম্‌স্‌রে দিকে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ডেসবোরর দম ফুরিয়ে গেল—আর কর্ণেলের ঘোড়াটা ছুটে এগিয়ে এসে তাকে ছ-ঘোড়ার মাপে বাজি মাৎ করে দিল।

চোখেমুখে হাত বুলিয়ে কর্নেল হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—যাই হোক, আমার ঘোড়াটাই শেষপর্যন্ত বাজি মাৎ করেছে! কিন্তু আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না মি. হোম্‌স্‌! আপনি যেন মনে হচ্ছে আমার থেকে কিছু একটা লুকোচ্ছেন! এভাবে আমাকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখেছেন কেন মশাই?

হোম্‌স্‌ বললেন—সব কিছুই জানতে পারবেন কর্নেল। তবে ধীরে। তবে এখন চলুন তো, ঘোড়াটাকে দেখে আসি গিয়ে। ওজন করার জায়গায় কেবল মালিকদের আর তাঁদের বন্ধুদের ঢোকার হুকুম। সেখানে পৌঁছতেই হোম্‌স্‌ বললেন—এই নিন আপনার ঘোড়া। এর মুখ আর পা মদ দিয়ে ধুইয়ে দিলেই আপনার সেই চির পরিচিত সিলভার ব্লেজকে দেখতে পাবেন।

তাজ্জব বানালেন আমাকে—কর্নেল বিস্মিত কণ্ঠে বললেন।

আমি ওকে এক প্রতারকের ঘরে আবিষ্কার করে ঠিক যেমনটি পেয়েছি তেমনি ভাবেই দৌড়তে দিয়েছি, হোমস বললেন।

কর্নেল আনন্দের সঙ্গে বললেন—আপনি মশাই অদ্ভুতকর্মা মানুষ তো! ঘোড়াটাতো বেশ তাজা আছে! জীবনে বোধ হয় এতো ভালো কখনও দৌড়ায় নি! আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল মশাই, সেজন্যে আমার শত সহস্র অপরাধ ক্ষমা করবেন। ঘোড়াটাকে খুঁজে বার করেই আপনি আমার খুবই উপকার করলেন এখন যদি জন স্ট্রেকারের হত্যাকারীকে ধরতে পারেন, তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়।

হোমস নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন,—তা তো ধরেছি।

কর্নেল আর ওয়াটসন দুজনেই চমকে উঠলেন। বললেন,—ধরা পড়েছে? কোথায়? কোথায় সে?

হোমস বললেন—আপাতত আমাদের সঙ্গেই আছে।

কর্নেল রেগে আগুন হয়ে গিয়ে বললেন, -মশাই, আমি আপনার কাছে বিশেষ উপকৃত নিঃসন্দেহে, কিন্তু আপনি যা বললেন তা হয় একদম বাজে কথা, নইলে অত্যন্ত অপমানজনক উক্তি!

শার্লক হোমস বললেন,—বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কিছুমাত্র জড়াই নি। হত্যাকারী আপনার পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওয়াটসন ও কর্নেল দুজনেই একসঙ্গে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে বললেন—ঘোড়াটা।

হোমস বললেন—হ্যাঁ, তাই। তবে, ওর স্বপক্ষে এইটুকু বলা চলে যে ও আত্মরক্ষার জন্যেই এ কাজ করেছে। জন স্ট্রেকার ছিল আপনার বিশ্বাসের অনুপযুক্ত। কিন্তু চলুন, ঘণ্টা বেজে গেল। পরের বাজিতে আমার কিছু জেতা দরকার। তারপরে কোনো উপযুক্ত সময়ে সব ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করব।

সে রাতে পুলম্যান গাড়ির এ কোণে হোমসরা তিনজন নিরিবিলি বসে লন্ডনে ফিরে চললেন, আর কী করে হোমস সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন, সেই গল্প শুনতে শুনতে রাস্তা ফুরিয়ে গেল কখন তা বোঝাই গেল না।

হোমস বললেন—আমি আগেই বুঝেছিলাম, মানে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে স্ট্রেকার মাঝরাতে আস্তাবলে গিয়ে সিলভার ব্লেজকে বার করে এনেছিল। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই কোনো কুমতলবে, নইলে নিজের আস্তাবলের ছোকরার খাবারে আফিম মেশাতে যাবে কেন? তবু আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না কারণটা কী হতে পারে? এর আগেও এমন ঘটনার কথা শোনা গেছে যে ট্রেনাররা অন্যের মাধ্যমে নিজের ঘোড়ার পেছনে অনেক টাকা লাগিয়ে দিয়ে, শেষমুহূর্তে কোনো না কোনোরকম জুয়াচুরি করে ঘোড়াটাকে দৌড়াতে দেয় না। কখনও বা এটা জকির কারসাজিতে ঘটে, কখনো-বা তার চেয়েও নিশ্চিত কোনো সূক্ষ্মতর উপায়ে এ জিনিস ঘটানো হয়। এখন, এখানে কী ঘটল দেখা যাক। ওর পকেটের কোনো জিনিসপত্র থেকে কোনো হদিস পাওয়া সম্ভব বলেই মনে হল। আর ঘটলও তাই। মৃতের হাতের সেই অদ্ভুত ছুরিটার কথা নিশ্চয়ই ভোলো নি।

কোনো সুস্থ মানুষ ওরকম ছুরি আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবহার করবে না। ডাক্তার ওয়াটসনের মতেই তো বোঝা যায় যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধরনের অস্ত্রপচারের ছুরি ব্যবহার করার জন্যে নেওয়া হয়েছিল। কর্নেল রস্‌, আপনার ঘোড়া দৌড়ের মাঠের প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই—তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যে ঘোড়ার পেছন দিককার টেন্ডনটা এমনভাবে যদি সামান্য একটু চিরে দেওয়া যায় যে বাইরে থেকে কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না তাহলে কোনো ঘোড়াকে এভাবে অস্ত্রপচার করলে সে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটবে। আর সবাই ভাববে ঘোড়াটার নিশ্চয়ই বাত হয়েছে বা অতিরিক্ত অনুশীলনের জন্যও এরকম হতে পারে। কোনো খারাপ অভিসন্ধির কথা কারো মনে আসবে না। স্ট্রেকার ঘোড়াটাকে বাইরের খোলা মাঠে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। অমন একটা তেজি ঘোড়ার গায়ে ছুরির খোঁচা লাগলে সে দাপাদাপি করবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাতে কারো ঘুম ভেঙে যেতে পারে। এই ভেবেই সে ঘোড়াটাকে খোলা মাঠে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আর এই জন্যেই তার দেশলাই আর মোমবাতির দরকার হয়েছিল। তখনই আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। আপনি তো বহুদর্শী, হোম্‌স্‌ কর্নেলকে বললেন—আপনি তো নিশ্চয়ই বুঝবেন লোকে অন্যের বিল কখনও পকেটে বয়ে বেড়ায় না। তখনই মনে হল, স্ট্রেকারকে নিশ্চয়ই দুটো সংসার চালাতে হয়। বিলের ধরন ধারণ দেখেই বুঝলাম যে ব্যাপারটা নারীঘটিত, আর নারীটির রুচি অত্যন্ত অর্থ-সাপেক্ষ। আপনার কর্মচারীদের যতো মোটা মাইনেই আপনি দেন না কেন, তাদের পক্ষে বাড়ির মেয়েদের জন্যে কুড়ি গিনির পোশাক কিনে দেয়া কক্ষোনো সম্ভব নয়।

শ্রীমতী স্ট্রেকারকে কোনো কিছু বুঝতে না দিয়েই আমি তাঁকে পোশাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝলাম যে, ও পোশাক তিনি কোনোদিন দেখে নি। তখনই পোশাকনির্মাতার ঠিকানাটা

টুকে নিয়ে, স্ট্রেকারের ছবি নিয়ে গিয়ে তার কাছে হাজির হলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই কল্পিত ডার্বিশায়ার কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ততোক্ষণে সবই পরিষ্কার হয়ে গেছে। আলো যাতে দেখা না যায়, এইজন্যেই স্ট্রেকার ঘোড়াটাকে খাদের দিকে নিয়ে গেছিল। সিম্পসন দৌড়ে পালাতে গিয়ে মাফলারটা ফেলে গিয়েছিল। স্ট্রেকার হয়তো ঘোড়া বাঁধবার দড়ি হিসেবে সেটা কুড়িয়ে নেয় অন্ধকারে! খাদে গিয়ে ঘোড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালাতেই ঘোড়াটা হঠাৎ আলোর ঝলকানিতেই হোক বা পশুদের অদ্ভুত অনুভূতি বলে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য মনে করেই হোক সপাটে চাঁট মারে। আর তখন ইস্পাতের নালটা গিয়ে লাগে স্ট্রেকারের কপালে। সূক্ষ্ম কাজটি সুনিপুণভাবে করার সুবিধে হবে বলে বৃষ্টি সত্ত্বেও স্ট্রেকার ওভারকোটটা খুলে রাখে। এমনি লাথি খেয়ে পড়ার সময়ে নিজের হাতের ছুরিতেই তার হাঁটুর ওপর দিকটা চিরে যায়। কর্নেল এতোক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব শুনছিলেন। তিনি বললেন, অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত! মনে হচ্ছে আপনি যেন ওখানে ঘটনাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন।

হোমস বললেন—আমার শেষ চালটায় অবশ্য একটু কল্পনা বিলাস ছিল। আমার কেন যেন মনে হলো স্ট্রেকারের মতো একজন চতুর লোক টেণ্ডন চেরবার আগে নিশ্চয়ই পরখ করবে। ভাবলাম, কিসের ওপর পরীক্ষাটা চালাতে পারে? হঠাৎ ভেড়াগুলো নজরে পড়তেই দু-একটা প্রশ্ন করে বুঝতে পারলাম, আমার ধারণা বর্ণে বর্ণে সত্যি!

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, মি. হোম্‌স্ আমার কাছে এখন সব জলের মতো সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

রেসিংটনের কাহিনী

একদিন নভেম্বরের এক চাপা বর্ষার দিন ড. ওয়াটসন এবং হোমস বাইরে থেকে অনেক রাতে ঘুরে এসে দেখলেন একজন যুদ্ধ ফেরৎ সার্জন তার জন্যে বেকার স্ট্রিটের ঘরে অপেক্ষা করছে। নাম তার ডা. নার্সি ট্রেভেলিয়ান। ৪০৩নং ব্রুক স্ট্রিটে থাকেন। স্নায়ুরোগ সম্বন্ধীয় একটি বইয়ের লেখক তিনি।

মি. হোমস তাঁকে স্বাগত জানাতেই তিনি বললেন—আপনি খুবই ব্যস্ত মানুষ তবুও সম্প্রতি আমার বাড়িতে যে কতকগুলি ঘটনা পরপর ঘটে গেছে আর আজ রাতে তা এমন অবস্থায় এসেছে যে আপনার পরামর্শ আর সাহায্য না নিয়ে আর একটা দিনও কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শার্লক হোমস বসে বসেই একটা পাইপ ধরালেন। বললেন, পরামর্শ আর সাহায্য দুই-ই আপনি পাবেন। দয়া করে ঘটনাগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

তাহলে প্রথম থেকেই বলি। মানে ছাত্র জীবন থেকে। যাতে আপনার বুঝতে সুবিধা হয়। তবে আশা কর আপনি মনে করবেন না যে, আমি নিজেই নিজের গুণকীর্তন করছি। আমার অধ্যাপকরা মনে করতেন আমার ভিতরে প্রচুর সম্ভাবনা আছে। আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। স্নাতক হবার পর আমি কিংস চার্চ কলেজের হাসপাতালে মূর্ছারোগের পরীক্ষা-নিরিক্ষা করার পর ব্রুস পিংকারটন পুরস্কার আর মেডেল পাই। তাই অনেকেরই ধারণা ছিল ভবিষ্যতে আমি গবেষণার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখবো। কিন্তু আমার মূলধনের অভাব ছিল। আপনি সহজেই বুঝবেন, কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিশেষজ্ঞের পক্ষে ক্যাভেন্ডিশ স্কোয়ার অঞ্চলের আশেপাশের রাস্তার ধারে ঘর নিয়ে কাজ করা একান্ত আবশ্যক কিন্তু সেগুলোর ভাড়া বেশি আর সাজসরঞ্জামের খরচও অনেক। প্রাথমিক ভাবে এই খরচের ওপর আবার কয়েক বছর চালিয়ে নেবার মতো যথেষ্ট টাকাও দরকার আর দরকার একটা ভদ্রগোছের গাড়ি আর ঘোড়া। এসবই ছিল আমার সাধ্যের বাইরে। আমার একমাত্র আশা ছিল, ব্যয়সংকোচ করে বছর দশেক চালানোর পরে হয়তো সে সঙ্গতি আমার হবে। এমন সময় হঠাৎ একটা নতুন পথ আমার সামনে খুলে গেল।

একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত, ব্লেসিংটন নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে

সরাসরি কাজের কথা তুললেন। সব শুনে আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—ধরুন যদি আপনাকে ফ্লিট স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত করে দিই?

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালেন—পার্সি ট্রেভেলিয়ান। না, না আপনার জন্যে নয়, আমার নিজের স্বার্থেই আমি এ প্রসতাব রাখছি—ব্লেসিংটন বললেন। খুব স্পষ্ট করেই বলছি, আপনার যদি পোষায় তাহলে আমারও পোষাবে। কয়েক হাজার টাকা আমার কাছে ব্যবসায় খাটাবার মতো। আর আমার ইচ্ছে আমি তা আপনার ওপরে খরচ করি।

কিন্তু কেন—রুদ্ধশ্বাসে ট্রেভেলিয়ান বললেন। কী করতে হবে আমায়?

ব্লেসিংটন বললেন—ঘর ভাড়া, সাজানো, লোকজনের মাইনে সব খরচ আমি চালাব। আপনার কাজ হবে কেবল রোগী দেখার ঘরের দরোজাটা ব্যবহারে ব্যবহারে ক্ষইয়ে ফেলা! আপনাকে হাত খরচ বাবদও মোট টাকা দেব। আর চুক্তি হল আপনি যা রোজগার করবেন তার তিনভাগ আপনি আমায় দেবেন আর এক ভাগ আপনি নেবেন।

রাজী হয়ে গেলাম। তার শর্তেই প্র্যাক্‌টিস শুরু করলাম। তিনি নিজে স্থায়ী রুগী হিসেবে আমার সঙ্গে বাস করতে এসে দোতলার সেরা দুটো ঘর দখল করলেন। যা বুঝলাম, ব্লেসিংটনের হৃদযন্ত্র দুর্বল। সব সময়েই তার ডাক্তার দরকার। কারুর সঙ্গে তিনি মিশতেন না। পারতপক্ষে বড় একটা বাইরেও বেরোতেন না। তাঁর জীবনযাত্রার মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি ছিলেন নিয়মানুবর্তিতার মূর্ত প্রতীক। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠিক এই সময়েই তিনি আমার রুগী দেখবার ঘরে আসতেন, খাতাপত্র দেখতেন আর প্রতি গিনি পিছু পাঁচ শিলিং তিন পেনি আমার জন্যে রেখে বাকিটা নিয়ে যেতেন।

আমার প্রথম থেকেই সাফল্য আসছিল। কয়েকটা ভালো কেসের পরেই হাসপাতালে আমার যে সুনাম হয়েছিল তাতে করে আমি ব্লেসিংটনকে বড়লোক করে তুললাম।

এইটুকুই হলো আমার আর ব্লেসিংটনের প্রথম জীবনের ইতিহাস। এবার যে কারণে আজ আমি আপনার কাছে এসেছি তার বর্ণনা করছি।

কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন মি. ব্লেসিংটন আমার কাছে এলেন। বিশেষ উত্তেজিত হয়ে ওয়েস্ট এণ্ড-এর কি একটা ডাকাতির কথা যেন বলছিলেন। তারপর বললেন দরোজা জানালা মজবুত করে লাগাতে হবে। সপ্তাহখানেক ধরে তিনি ভয়ে জড়সড় হয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেন। রাতের খাবারের পর যে একটু হাঁটতে বেরোতেন তাও বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি ক্ষেপে উঠলেন। এমন সময় ঘটনার মোড় নিল। তিনি একেবারেই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। এখনো তিনি শয্যাশায়ী। ঘটনাটা হল—দিন দুই আগে আমি একটা চিঠি পাই, সেটা আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠিটায় ঠিকানা বা তারিখ নেই। "এক অভিজাত রুশ ভদ্রলোক, আপাতত তিনি ইংল্যান্ডে আছেন, ডক্টর পার্সি ট্রেভেলিয়ানকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে চান। কয়েক বছর ধরেই তিনি ভুগছেন। কাল সন্ধ্যা ছয়টায় তিনি দেখাতে যাবেন। আশা করি ডাক্তারবাবুকে তখন পাওয়া যাবে।"

চিঠিটায় আমি অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করলাম। কারণ মূর্ছারোগের ব্যাপারে প্রধান অসুবিধা হলো রোগের বিরলতা। সুতরাং বলা বাহুল্য নির্দিষ্ট সময়ে যখন ভৃত্যটি রুগীকে নিয়ে এলো তখন আমি রুগী দেখার ঘরে গিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক বয়স্ক, রোগা, গম্ভীর চেহারার এবং সাধারণ স্তরের মানুষ—অভিজাত রুশ বলতে যা বোঝায়, তা মোটেই মনে হল না।

আধো আদো ইংরাজিতে সঙ্গের লম্বা যুবকটি বললেন—মাফ করবেন, ডাক্তারবাবু এভাবে আসার জন্যে—রুগীকে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসিয়ে বললেন, ইনি আমার বাবা। তাই—

সন্তানের উদ্বেগে আমি বিচলিত হয়ে বললাম—ওঁকে পরীক্ষা করবার সময় আপনি থাকবেন তো?

ভয় পাওয়া গলায় যুবকটি বললেন, মোটেই না, ওই ভয়াবহ অবস্থায় বাবাকে দেখলে আমি আর বাঁচব না। আমার স্নায়ুমণ্ডলও খুব দুর্বল। আপনি অনুমতি করলে আমি সে সময় বাইরে অপেক্ষা করবো।

অগত্যা ওই প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে গেলাম। রোগীর সঙ্গে কথা বার্তা শুরু করলাম। এবং বিস্তারিত নোট করলাম। আমি নোট করার সময় হঠাৎ লক্ষ করলাম তিনি আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না, বার বার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও। তখন রোগীর দিকে তাকিয়ে দেখি, তার মুখ শক্ত হয়ে গেছে, চোখে শূন্য দৃষ্টি, তিনি কাঠ কাঠ হয়ে বসে আছেন। বোঝা গেল রোগের আক্রমণ হয়েছে। আমার করুণা হল। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করে থার্মোমিটার দিয়ে দেহের তাপমাত্রা মাপলাম। শক্ত মাংসপেশী পরীক্ষা করলাম এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলি লক্ষ করলাম। এগুলোর সবই আমার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গেল। এসব ক্ষেত্রে আমি নাইট্রাইট শুঁকিয়ে ভালো ফল পেয়েছি। এ রুগীর ওপরেও এর গুণ পরীক্ষার চমৎকার সুযোগ এসে গেল। বোতলটা ছিল নিচে আমার ল্যাবরেটরিতে। তাই রোগীকে তেমনি রেখে আমি দৌড়ে সেটা আনতে গেলাম। তারপর ফিরে এসে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম কোথায় রোগী? সব ভোঁ-ভাঁ। ঘর খালি। বাইরে যে ঘর তার ছেলে অপেক্ষা করবে বলেছিল, সেখানেও সব শুন্‌শান্‌। কেউ কোথাও নেই। হলঘরের পাশে আমাদের নোতুন কাজে লেগেছে—ভৃত্যটিকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল কোনো শব্দই পায় নি। ব্যাপারটা রহস্যই রয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ব্লেসিংটন যখন বেড়িয়ে ফিরলেন তখন আমি এ ব্যাপারে সবটাই তাঁর কাছে চেপে গেলাম।

আজ আবার ঠিক ওই একই সময়ে দুজনে আগের দিনের মতোই রোগী দেখার ঘরে এলেন তখন আমি যে কী আশ্চর্য হলাম তা আপনারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন।

রোগীটি বললেন... কাল অমন করে হঠাৎ চলে যাবার জন্যে দুঃখিত আমি ডাক্তার বাবু। মানে কী জানেন, ওই রোগের আক্রমণ থেকে সামলে উঠে আমার মন বুদ্ধি সব ঘোলাটে হয়ে যায়। আমি অতীতের কথা সব ভুলে যাই। দেখলাম আমি একটা অজানা ঘরে রয়েছি। তাই আপনি যখন ঘরে ছিলেন না তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তেমনি আচ্ছন্ন অবস্থায় রাস্তায় চলে গেলাম।

রুগীর যুবক ছেলেটি বলল—বাবাকে বেরিয়ে আসতে দেখে ভাবলাম আপনি রোগী দেখা শেষ করে বাবাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আসল ব্যাপারটা জানতে পারলাম বাবাকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছাবার পর।

আমি তখন ব্যাপারটা লঘু ভেবে হাসতে হাসতে বললাম—যাই হোক এতে কোনো ক্ষতি হয় নি। তবে আমি খুব ঘাবড়ে গেছিলাম। ছেলেটিকে বললাম—এবার আপনি বাইরে যান, কালকে অসম্পূর্ণ কথাবার্তা সব সেরে নিই! আধ ঘণ্টার মতো আমি বৃদ্ধটির সঙ্গে রোগের নানা উপসর্গ নিয়ে ভালো করে আলোচনা করলাম। তারপর প্রেসক্রিপসন লেখা শেষে ছেলে এসে বাবার হাত ধরে নিয়ে গেলেন।

প্রতিদিনের মতোই ব্লেসিংটন একটু পরেই ফিরে এলেন। এসে দোতলার ঘরে চলে গেলেন। মুহূর্তকাল পরেই তিনি দৌড়ে নিচে নেমে এসে চিৎকার করে বললেন—কে, কে আমার ঘরে ঢুকেছিল?

আমি বললাম—কই? কেউ না তো?

কর্কশ স্বরে তিনি বললেন—মিথ্যা কথা, আসুন দেখাচ্ছি! তাঁর ভাষার রুক্ষতার আমি গায়ে না মেখে, তাঁর সঙ্গে উপরে যেতেই, তিনি আমাকে হালকা কার্পেটের ওপর অনেকগুলো পায়ের ছাপ দেখালেন। বললেন, আপনি কি বলতে চান, এগুলো আমার পায়ের ছাপ?

ছাপগুলো অত্যন্ত বড় বড়। তাঁর পায়ের ছাপ কোনোমতেই হতে পারে না। এবং দাগগুলো খুব টাটকা। জানেন তো, আজ বিকেলে খুব বৃষ্টি হয়েছে। এবং এই রুগী ছাড়া আর কেউই আজ আসেনি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সেই রোগীর যুবক ছেলেটি কোনো অজ্ঞাত কারণে যে সময় আমি রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম ওপরে উঠে মি. ব্লেসিংটনের ঘরে ঢুকেছেন। কোনো কিছু তিনি নেননি বা স্পর্শও করেন নি!

আমার মনে হল ব্লেসিংটন এ ব্যাপারে যতোটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন অতোটা হওয়ার

কারণ কিছু নেই। যদিও অবশ্য ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর সন্দেহ নেই। একটা চেয়ারে বসে ব্লেসিংটন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে বা সান্ত্বনা দিতে পারছিলাম না। অবশেষে তাঁর যুক্তিমতোই আমি আপনার কাছে এসেছি।

যেরকম আগ্রহের সঙ্গে হোম্‌স এই দীর্ঘ কাহিনী শুনছিলেন, তাতে মনে হলো যে তিনি ডাক্তারের কাহিনীর প্রতিটি পর্বকেই বেশ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। কারণ তার পাইপের ধোঁয়া মাঝে মাঝে আরও ঘন হয়ে উঠছিল। ডাক্তারের বক্তব্য শেষ হতেই হোম্‌স্ একটিও কথা না বলে উঠে পড়লেন। তারপর ওয়াটসনের টুপিটা ওয়াটসনের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে ড. ট্রেভেলিয়ানের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

পনের মিনিটের মধ্যেই ব্রুক স্ট্রিটে ডাক্তারের ডেরায় পৌঁছে গেলেন। ভৃত্যটি দরোজা খুলে দিল। কার্পেট মোড়া চওড়া সিঁড়ি দিয়ে হোমসরা ওপরে উঠলেন। উপরের আলোটা হঠাৎ কে যেন নিভিয়ে দিল। থমকে দাঁড়ালেন সবাই। অন্ধকার ভেদ করে একটা কাঁপা গলার আওয়াজ এল—"আমার হাতে পিস্তল! জেনে রেখো, আর একটু ওপরে উঠেছো কি গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!"

ড. ট্রেভেলিয়ান বললেন—এবার কিন্তু বেজায় বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে, মি. ব্লেসিংটন!

ওঃ তাহলে আপনি ডাক্তার? কথার সুরে স্বস্তি ফুটে উঠল। কিন্তু সঙ্গে আর যাঁরা আসছেন তাঁরা সঠিক পরিচয় দিচ্ছেন তো?

অনুভব করা গেল, অন্ধকারে কে যেন আমাদের তিনজনকেই পরীক্ষা করছে। তারপর পুনরায় শোনা গেল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনারা আসতে পারেন। আমার সাবধানতায় আপনারা যদি বিরক্ত হয়ে থাকেন তাহলে আমি খুবই দুঃখ পাব।

আবার লাইট জ্বলে উঠল।

হোমসরা এগিয়ে যেতে তিনি হাতের পিস্তলটা পকেটে পুরলেন। তারপর হোমসকে বললেন—স্বাগত মি. হোমস। আপনি আসায় আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়েছি। আপনার উপদেশ আমার যতোটা দরকার বোধহয় আর কারও কখনো এতোটা দরকার বলে মনে হয় নি। ডা. ট্রেভেলিয়ানের কাছে নিশ্চয়ই সব শুনেছেন।

হোমস বললেন—শুনেছি, কারা এই দু'টি লোক বলুন তো মি. ব্লেসিংটন, আর কেনই বা তারা আপনাকে মারার চেষ্টা করছে?

একটু নার্ভাস হয়ে পড়লেন ব্লেসিংটন। মানে মানে—আমতা আমতা করে তিনি বললেন, তা তো জানি না। মানে এ কথার উত্তর আমার কাছে আশা করতে পারেন না মি. হোমস।

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে আপনি বলতে চান; আপনি তা জানেন না?

ব্লেসিংটন এবার হোম্‌স্‌দের ওপরে উঠতে আহ্বান জানালেন। শোবার ঘরে হোম্‌স্‌কে নিয়ে এসে একটা বড় কালো বাক্সের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন, বাক্সটা দেখেছেন তো! আমি কোনো সময়েই খুব ধনী নই, মি. হোমস। ব্যাঙ্কের ওপরে আমার বিশ্বাস নেই। ঐ বাক্সে আমার বেশ কিছু টাকা আছে। আর সেই টাকা আমি কিভাবে অর্জন করেছি তা সবই ড. ট্রেভেলিয়ানই জানেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন অজানা কেউ ঘরে ঢুকলে আমার মনের অবস্থা কেমন হয়?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ব্লেসিংটনের দিকে তাকিয়ে হোম্‌স্ বললেন, আপনি যদি আমায় প্রতারণা করতে চান তবে তো আপনাকে কোনো পরামর্শই দেয়া যাবে না।

ব্লেসিংটন বললেন—কেন, সবই তো খুলে বললাম।

বিরক্তের সঙ্গে হোম্‌স্ বললেন—বোধ হয় আমাকে প্রয়োজন নেই। ড. ট্রেভেলিয়ান বিদায়। হোমস ফিরে যেতে উদ্যত হলেন।

ভাঙা ভাঙা গলায় ব্লেসিংটন বললেন—আমায় কোনো পরামর্শ দেবেন না আপনি?

হোমস বললেন—আমার পরামর্শ হল সত্যি করে সব খুলে বলুন। পরমুহূর্তেই হোমসরা পথে নেমে পড়ে বাড়ির পথ ধরলেন। বাড়ি যেতে যেতে ওয়াটসনকে হোমস বললেন, একটা

বাজে ব্যাপারে তোমায় টেনে আনার জন্যে দুঃখিত। তবে, ব্যাপারটা খতিয়ে দেখলে অনেক রহস্যের সমাধান হতে পারে। মনে হচ্ছে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ ব্যাপারের মধ্যে দুইজন কিংবা হয়তো তিনজনও হতে পারে, কিন্তু অন্তত দুইজন লোক আছে, কোনো কারণে যাদের ব্লেসিংটনের ওপর আক্রোশ আছে। আমি নিঃসন্দেহ যে, দুই বারই সে ব্লেসিংটনের ঘরে প্রবেশ করে এবং তার সহকর্মী সেই সময় ডাক্তারকে কাজে আটকে রাখে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—আর রোগটা?

হোমস বললেন—ওটা স্রেফ অভিনয়। ওয়াটসন, আমাদের বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোককে হয়তো একথা আমি বলতে সাহস করব না, কিন্তু এ যা অসুখ তার অবিনয় করা কঠিন নয়। এ আমি নিজেও করেছি।

তারপর? ওয়াটসন কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

ভাগ্যক্রমে দুবারই ব্লেসিংটন ঘরে ছিলেন না। রোগী দেখানোর জন্যে এমন অদ্ভুত সময় নির্দিষ্ট করার কারণ হল, যাতে বিশ্রামকক্ষে অন্য কোনো রোগী বা রোগীর আত্মীয় না থাকে। ঘটনাক্রমে এই সময়টাই ব্লেসিংটনের বেড়াবার সময়ের সঙ্গে মিলে গেল। যা থেকে বুঝতে হবে যে এরা ব্লেসিংটনের অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত নয়। যদি তারা কেবল চুরির উদ্দেশ্যে এসে থাকতো তাহলে অন্তত খুঁজে দেখবার চেষ্টা করতো কোথায় কি আছে। ব্লেসিংটন দুজন মারাত্মক শত্রু সম্বন্ধে সব খবর রাখে। সুতরাং কারা এরা—এ ওর ভালো করেই জানা আছে, এবং বিশেষ কোনো কারণেই তা চেপে যাচ্ছে। কালই হয়তো দেখব যে ও আর এতোটা গোপনীয়তার আশ্রয় নিচ্ছে না।

ওয়াটসন বললেন—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে ব্যাপারটা খানিকটা আজগুবি মনে হলেও—এ কি একেবারেই কল্পনার অতীত যে এই অসুস্থ রুগ্ন ভদ্রলোক আর তাঁর পুত্রের এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ ডা. ট্রেভেলিয়ানের তৈরি—নিজেরই কোনো বিশেষ প্রয়োজনে ভদ্রলোক ব্লেসিংটনের ঘরে গিয়েছিলেন?

গ্যাসের বাতির আলোয় দেখা গেল, ওয়াটসনের এই চমৎকার কল্পনাশক্তির পরিচয় পেয়ে হোমসের মুখে কৌতূহলের হাসি ফুটে উঠল।

হোমস বললেন—প্রথমটায় আমিও তাই মনে করেছিলাম। ডাক্তার-এর কাহিনীর সত্যতার প্রমাণ অবিলম্বেই পেয়েছিলাম। সিঁড়ির কার্পেটে এই যুবকের যে পায়ের ছাপ দেখেছি, তারপর আর সে ঘরে যে পায়ের ছাপ রেখে গেছে তা দেখা আমার দরকার হয় নি। তার জুতোর সামনের দিকটা চৌকো, ব্লেসিংটনের মতো সূচলো নয় এবং ডাক্তারের জুতোর ছাপের চেয়ে লম্বায় তিন ইঞ্চি বড়। সুতরাং ওয়াটসন, তুমি অবশ্যই স্বীকার করবে যে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। যাই হোক এখন ওসব কথা ভুলে ঘুমোই চলো। আমি আশ্চর্য হব যদি সকাল বেলা ব্রুক স্ট্রিটে থেকে নোতুন কোনো খবর না আসে।

হোমসের ভবিষ্যৎবাণী অল্পক্ষণের মধ্যেই নাটকীয়ভাবে সত্য প্রমাণিত হল। পরদিন সকাল সাতটায় দেখা গেল হোমস ড্রেসিং গাউন পরে ওয়াটসনের খাটের পাশে এসে বললেন—ওয়াটসন, একটা গাড়ি আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারপর জানলার পর্দা টেনে দিয়ে হোমস বললেন—এই কাগজটা দেখো, নোটবুক থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। এতে লেখা আছে—"ঈশ্বরের দোহাই, এক্ষুণি চলে আসুন—পি.টি.।" জরুরি তলব,—এক্ষুনি আমাদের বেরিয়ে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই হোম্‌স্‌রা পুনরায় ডাক্তারের ডেরায় গিয়ে পৌঁছোলেন। ডাক্তার আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দৌড়ে এসে হোম্‌স্‌কে স্বাগত জানিয়ে বললেন—কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার মশাই! কপালে হাত দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

ডাক্তার বললেন—মি. ব্লেসিংটন আত্মহত্যা করেছেন!

শিস দিয়ে উঠলেন হোম্‌স্‌।

ভদ্রলোক রাতে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছেন!

ডাক্তারের পিছু পিছু হোম্‌স্ ও ওয়াটসন ব্লেসিংটনের বিশ্রাম কক্ষে ঢুকে দেখলেন পুলিশ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন,—কখন জানতে পারলেন?

ডাক্তার বললেন,—রোজ ভোরে তিনি চা খান, বেলা সাতটা নাগাদ এক কাপ চাপ তার জন্যে নিয়ে গিয়ে দাসী দেখে, বেচারা ঘরের মাঝখানে ঝুলছেন, তার ল্যাম্পটা যে হুঁকে ঝুলত সেখানে দড়ি বেঁধে, যে বাক্সটা তিনি কাল আমাদের দেখিয়েছিলেন সেটা থেকে লাফিয়ে পড়েন।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন হোম্‌স্ অবশেষে মৌনতা ভঙ্গ করে বললন—আপনার অনুমতি পেলে আমি ওপরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসি।

ডাক্তারের পিছু পিছু হোমসরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। শোবার ঘরে ঢুকতেই এক ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়ল। মৃত ব্লেসিংটন একেই মোটা ছিলেন এখন সে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। ঘাড়টা বেরিয়ে এসেছে, আর শরীরটা সেই তুলনায় অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে বিকৃত হয়ে গেছে। একজন পুলিশ অফিসার কাগজে কি সব নোট করছিলেন।

হোম্‌স্‌কে দেখে আনন্দের সঙ্গে পুলিশ অফিসার বললেন খুব খুশি হলাম আপনাকে দেখে।

হোম্‌স্ তার উত্তরে বললেন—সুপ্রভাত, ল্যানার, আশা করি আমার উপস্থিতিকে তুমি অনধিকার চর্চা বলে মনে করবে না। সমস্ত ব্যাপারটা শুনেছ তো?

পুলিশ অফিসার বললেন—হ্যাঁ, অল্পস্বল্প শুনেছি তবে আমার মনে হয় ভদ্রলোকের ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। বিছানা দেখে বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক ভালোই ঘুমিয়েছেন। বিছানায় তার শোবার চিহ্ন স্পষ্ট। আর জানেনই তো ভোর পাঁচটা নাগাদই মানুষ সাধারণত আত্মহত্যা করে থাকে।

ওয়াটসন বললেন—মাংসপেশীগুলো যে-রকম শক্ত হয়ে আছে তাতে মনে হয় প্রায় তিন ঘণ্টা হলো তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

হোমস এবার পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন,—ঘরটায় অস্বাভাবিক কিছু দেখছ কী?

পুলিশ অফিসার বললেন—হাত ধোবার জায়গায় একটা স্ক্রু-ড্রাইভার এবং কয়েকটা স্ক্রু পেয়েছি! ভদ্রলোক গতরাত্রে প্রচুর ধূমপান করেছেন। তার চিহ্নও প্রচুর! চারটে পোড়া চুরুট পাওয়া গেছে অগ্নিস্থানের পাশে।

হুম্, হোমস বললেন—চুরুটের পাইপটা পেয়েছো? পুলিশ অফিসার বললেন—না। তবে চুরুটের বাক্সটা পাওয়া গেছে তার কোটের পকেটে।

বাক্সটা খুলে তার একটিমাত্র চুরুট শুঁকে দেখলেন হোম্‌স্। বললেন—হাভানা! এগুলো ওলন্দাজদের চুরুট। তাদের পূর্ব ভারতীয় উপনিবেশ থেকে নিয়ে নিয়ে আসা অদ্ভুত চুরুট। এগুলো সাধারণত খড়ে ছাওয়া থাকে এবং অন্য যে কোনো চুরুটের চেয়ে লম্বার অনুপাতে সরু বেশি। টুকরো চারটে তুলে নিয়ে হোমস পকেটে ল্যাম্পের সাহায্যে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর মন্তব্য করলেন—দুটো চুরুট পাইপ দিয়ে এবং দুটো পাইপ ছাড়া খাওয়া হয়েছে। বিশেষ ধারালো নয় এমন ছুরি দিয়ে দুটো কাটা, আর দুটো একসেট চমৎকার দাঁত দিয়ে কামড়ে ফেলা। এটা আত্মহত্যা নয়, গভীর ষড়যন্ত্রের পর বিনা উত্তেজনায় হত্যাকাণ্ড। সামনের দরোজা দিয়ে আঁততায়ী ঘরে ঢুকেছিল। দাঁড়াও এক মিনিট। আরও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে! আর কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। হোমস আবার পরীক্ষা শুরু করলেন। দরোজার একেবারে কাছে চলে এলেন হোমস। তারপর তালার চাবিটা ঘুরিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে নিজের মতো করে পরীক্ষায় লেগে গেলেন তিনি—চাবিটাও বার বার পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর একে একে বিছানা, কার্পেট, চেয়ারগুলো, ম্যান্টেলপিস, মৃতদেহ আর দড়িটা ভালো করে পরীক্ষা

করলেন। তারপর দেখা শেষ হলে পুলিশ অফিসার আর ওয়াটসন দু'জনে দড়ি কেটে মৃতদেহটাকে একটা চাদরের ওপর সযত্নে রাখলেন। দড়ির ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করতেই ডা. ট্রেভেলিয়ান বিছানার তলা থেকে কুণ্ডলী-পাকানো একটা দড়ি বের করে বললেন, ভদ্রলোকের আগুনের ভয় ছিল খুব বেশি, তাই এটা সব সময়ে কাছে কাছে রাখতেন, তাতে যদি কখনো সিঁড়িতে আগুন লেগে যায় তাহলে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন। একথায় হোম্‌স্ চিন্তাগ্রস্তভাবে বললেন,—হ্যাঁ, মূল ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আশ্চর্যের ব্যাপার হবে যদি বিকেলের মধ্যে এসবের কারণও না প্রকাশ করতে পারা যায়। আর হ্যাঁ, ম্যান্টেলপিসের ওপর রাখা ব্লেসিংটনের এই ছবিখানা নিয়ে যাচ্ছি, এতে আমার তদন্তের সুবিধা হবে।

ডাক্তার ট্রেভেলিয়ান বললেন—কিন্তু কই, আপনি তো আমাদের কিছুই বললেন না।

হোমস বললেন—ঘটনাগুলি এবার এরকম পরপর সাজানো যেতে পারে। ওরা ছিল তিনজন। যুবক—এক, দুই—বৃদ্ধ, আর তৃতীয়, এক ব্যক্তি যার সম্বন্ধে এখনো কোনো সূত্র আমি পাই নি। প্রথম দুজন, এসেছিল রুগ্ন ব্যক্তি আর তার পুত্র সেজে, সুতরাং তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ দেয়া যেতে পারে। তাদেরই সহকর্মী কেউ দরোজা খুলে তাদের ঘরে ঢোকায়। একটা উপদেশ তোমায় দিচ্ছি ইন্সপেক্টার—ভৃত্যটিকে পাকড়াও করো। শুনলাম সে আপনার কাজে সম্প্রতি বহাল হয়েছে, ডাক্তার সাহেব?

ডা. ট্রেভেলিয়ান বললেন—বাচ্চা শয়তানটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঝি আর রাঁধুনি তাঁর খোঁজ করছে।

ঘাড় দুলিয়ে হোম্‌স্ বললেন—এ নাটকে বিশেষ ভূমিকা আছে তার। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে তিনজন পায়ের আঙুল ভর করে— প্রথমে বৃদ্ধ, তার পেছনে যুবক আর সবার পেছনে অজানা ব্যক্তিটি।

ওয়াটসন্ হঠাৎ সোল্লাসে চিৎকার করে উঠে বললেন, হোম্‌স্! হোম্‌স্!

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন,—পায়ের দাগগুলো যেভাবে একটার পর একটা পড়েছে তাতে ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেগুলো কোন্‌টা কার—তা আমি আতস কাঁচের সাহায্য না নিয়েও এই আঁচড়গুলো দেখেই বুঝতে পারি। ঘরে ঢুকে ওদের প্রথম কাজই হয়েছে মি. ব্লেসিংটনকে শ্বাসরোধ করা। হয়তো তিনি তখনও ঘুমোচ্ছিলেন, কিংবা আতঙ্কে এমন অসাড় হয়ে পড়েছিলেন যে চিৎকার করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ঘরের দেওয়ালগুলো খুব পুরু। কাজেই যদিও বা তিনি চিৎকার করে থাকেন তা কেউ শুনতে পায় নি। ...তাকে আয়ত্তে এনে তকন তাদের মধ্যে একটা পরামর্শ বসে। কোনো বিচার টিচার হচ্ছিল হয়তো। আর বেশ কিছুক্ষণ ধরেই বিচার চলে, কারণ সেই সময়েই ওরা চুরুট ধরিয়েছিল। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ওই চেয়ারটায় বসেছিল, পাইপে চুরুট খাচ্ছিল সে। আর যুবকটি বসেছিল ওখানটায়। আলমারিটায় সে চুরুটের ছাই ঝেড়েছিল। আর তৃতীয় ব্যক্তিটি পায়চারি করছিল। ব্লেসিংটন তখন খুব সম্ভব বিছানায় সিধে হয়ে বসে—যদিও এ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত নই। তবে এর পরিসমাপ্তি হলো ব্লেসিংটনের ফাঁসিতে। সমস্ত ব্যাপারটা আগে থেকে এমন সুপরিকল্পিত ছিল যে আমার মনে হয় ওরা ফাঁসি দেবার জন্যে একটা কুলি পর্যন্ত এনেছিল। তারপর হুকটা দেখে আর ওসব হাঙ্গামা করতে চায় নি। কাজ সেরে ওরা চলে গেল, আর ওদের সহকর্মী দরোজাটা বন্ধ করে দিল। আর ইন্সপেক্টর ভৃত্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন, এবং হোম্‌স্ ও ওয়াটসন বেকার স্ট্রিটে ফিরে গেলেন।

সেখানে প্রাতরাশ শেষ করে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন, আমি একটু বেরুচ্ছি, তিনটে নাগাদ ফিরবো। ডাক্তার আর ইন্সপেক্টর দুজনেই সেই সময় ওয়াটসনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। হোমস ফিরলেন পৌনে চারটে বেজে যাওয়ার পর। তাঁর মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল যে, তিনি ভালো খবরই এনেছেন।

হোমস বললেন—কোনো খবর আছে ইন্সপেক্টর?

ইন্সপেক্টর বললেন, ছেলেটিকে ধরেছি মি. হোম্‌স্। চমৎকার! হোমস বললেন—আর আমি ধরেছি লোকগুলোকে।

উপস্থিত তিনজনে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন—ধরেছেন?

হোমস বললেন—মানে, তাদের অন্তত পরিচয়গুলো জানতে পেরেছি। এই ব্লেসিংটন, যেমন ভেবেছিলাম, পুলিশমহলে সুপরিচিত তার আঁততায়ীরাও সেইরকম পরিচিত। তাদের নাম হলো চিড্‌ল, হেওয়ার্ড আর মোফাট।

ইন্সপেক্টর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন,—অ্যাঁ, ওয়ার্দিংটন ব্যাঙ্ক ডাকাতির দল!

ইন্সপেক্টর বললেন—তাহলে ব্লেসিংটনের আসল নাম নিশ্চয়ই সাটন? নিশ্চয়ই,—হোমস দৃঢ়স্বরে বললেন।

ইন্সপেক্টর চটপট বললেন—তাহলে তো ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। মি. ট্রেভেলিয়ান আর ওয়াটসন অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন।

হোম্‌স্ বললেন—ওয়ার্দিংটন ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। পাঁচজনের মধ্যে এই চারজন ছাড়া, আর এক জনের নাম কার্ট রাইট—দারোয়ান টেবিলকে হত্যা করে ওরা সাতহাজার পাউন্ড নিয়ে পালায়। ওরা পাঁচজনই ধরা পড়েছিল বটে, ওদের মধ্যে সবচেয়ে শয়তান ছিল এই ব্লেসিংটন বা সাটন। সে সময় ওদের বিরুদ্ধে জোরালো কোনো প্রমাণ না থাকার ওরা মুক্তি পায়। আর ব্লেসিংটন বা সাটন ছিল কার্টরাইটের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী। তার সাক্ষ্যেই কার্টরাইটের ফাঁসি হয়। আর বাকি তিনজনের পনেরো বছরের জন্যে জেল হয়। ঐ তিনজন কয়েকদিন আগে মুক্তি পায়। বন্ধু কার্টরাইটের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্যে প্রতারককে খুঁজতে থাকে। দু দু'বার তারা ওকে মারতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুবারই ব্যর্থ হয়।

ডা. ট্রেভেলিয়ান বললেন—আমার তো মনে হয় সবই আপনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যেদিন ব্লেসিংটনকে অতো উত্তেজিত মনে হয়েছিল, নিশ্চয় সেদিন কাগজে ওদের মুক্তির খবর বেরিয়েছিল?

হোম্‌স্ বললেন—ঠিক তাই। আর ডাকাতি সম্বন্ধে সে যা বলেছিল সেটা একটা মিথ্যে ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়।

ডাক্তার বললেন—কেন সে ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলল না?

হোমস বললেন,—পুরোনো বন্ধুদের জিঘাংসা বৃত্তির পরিচয় তার ভালো করেই জানা ছিল, তাই তার চেষ্টা ছিল যতোদিন সম্ভব সকলের কাছ থেকেই তার আসল পরিচয় গোপন রাখা। তার গোপন কথা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার, তা প্রকাশ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। যাই হোক, যতো হতভাগ্যই হোক না কেন, ব্রিটিশ আইনের ঢালের আড়ালে যখন সে বাস করছিল তখন ঢাল যদিও বা তাকে রক্ষা করতে না পেরেছে, বিচারের তরবারি নিঃসন্দেহে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। ...এই হলো ব্রুক স্ট্রিটের ডাক্তার আর তাঁর স্থায়ী রোগী ব্লেসিংটনের অসাধারণ কাহিনী। সেই থেকেই পুলিশ সেই তিন খুনীর কোনো খবর পায়নি। অনেকদিন পরে জানা গেছিল, ভাগ্যাহত স্টিমার 'নোরা ক্রেইনা',—যেটা ক-বছর আগে পর্তুগিজ উপকূলে ও পোর্টের কিছু উত্তরে অবস্থান করছিল, সমস্ত আরোহী সুদ্ধ হারিয়ে গেছিল এবং তার যাত্রী দলে ছিল ওরা তিনজন। তাই ওদের আর কোনোদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হলদে মুখ

হাতে তেমন কোনো জরুরি কাজ না থাকায়, হোম্‌স্ ও ওয়াটসন একদিন বৈকালিক ভ্রমণ সেরে বেকার স্ট্রিটের ঘরে ঢুকতেই ভৃত্যের মুখে শুনলেন, একজন ভদ্রলোক আধঘন্টাটাক অপেক্ষা করে চলে গেছেন। ভদ্রলোক খুব অস্থির হয়ে ছিলেন, যতোক্ষণ ছিলেন, কেবলই পায়চারি করেছেন আর পা ঠুকেছেন। শেষপর্যন্ত বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, আমি বাইরে ফাঁকায় অপেক্ষা করছি, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আসব।

হোম্‌স্‌ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার ওয়াটসন! আর এদিকে আমি কিনা কাজের অভাবে ছট্‌ফট্‌ করছি। ভদ্রলোক যেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, তাতে মনে হয় ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আরে টেবিলের ওপর একটা নতুন ধরনের পাইপ। কী আশ্চর্য! নিশ্চয় এটি ভদ্রলোকটি ফেলে গেছেন। পুরোনো দিনের সুন্দর বনগোলাপের কাঠের জিনিস এটা। হাতলটা লম্বা, তামাকের দোকানে যাকে বলে অম্বর—এরকম বস্তু লন্ডনে খুব বেশি মিলবে না। কেউ কেউ বলেন, এর ভেতরের মাছিটার একটা তাৎপর্য আছে। যে জিনিসকে তিনি বহুমূল্য বলে মনে করেন তা পর্যন্ত যখন এভাবে ভুলে গেছেন তখন বোঝাই যায় কী মানসিক উদ্বেগের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কী করে জানলে তিনি এটাকে বহুমূল্য বলে মনে করেন?

এটার নতুন দাম হবে সাড়ে সাত শিলিং। লক্ষ্য করো, হোম্‌স্‌ বললেন—এটা দুই-দুইবার সারানো হয়েছে। একবার কাঠের আর একবার অম্বরের নল লাগানো হয়েছে, নিশ্চয়ই দেখেছ, দুইবারই বাঁধানো হয়েছে রূপো দিয়ে। আর তাতে যা খরচ হয়েছে পাইপার দামের চেয়েও তা বেশি। সেই টাকা দিয়ে একটা নতুন পাইপ না কিনে তিনি যখন এভাবে জোড়া দিয়ে পুরোনোটা চালাচ্ছেন, তখন বুঝতে হবে এর মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশি। তারপর পাইপটা উঁচু করে ধরে লম্বা সরু তর্জনী দিয়ে আস্তে আস্তে সেটায় ঠুকতে লাগলেন—কোনো অধ্যাপক যেন একটা হাড় বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

বললেন, পাইপটা প্রচুর কৌতূহলের সঞ্চার করে। কেবলমাত্র ঘড়ি আর জুতোর ফিতে ছাড়া আর কোনো কিছুতেই বোধহয় একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে অবশ্য এ থেকে তেমন স্পষ্ট বা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেখা যাচ্ছে না। এর মালিক স্পষ্টতঃই স্বাস্থ্যবান। তাঁর দাঁতের সারি চমৎকার। একটু ছন্নছাড়া স্বভাবের। তাঁর মিতব্যয়িতার প্রয়োজন নেই।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—আর কিছু?

হোম্‌স্‌ বললেন,—এই মিক্‌শ্চারটা হল গ্রসভেনর, এর এক এক আউন্সের দাম আট পেনি। একটুখানি তামাক তিনি হাতের চেটোয় ঢেলে নিয়ে বললেন—এর অর্ধেক দামেই যখন তিনি চমৎকার ধূমপান করতে পারতেন তখন বুঝতে হবে যে ব্যয় সংকোচনে তাঁর প্রয়োজন নেই। আর মনে হচ্ছে, লম্ফ আর গ্যাস থেকে তিনি তার পাইপ জ্বালিয়ে থাকেন। দেখতেই পাচ্ছো এর একটা দিক একেবারে পুড়ে গেছে। দেশলাই থেকে এমনটা সম্ভব হতে পারে না। কারণ দেশলাইয়ের আগুন পাইপের একটা দিকে কেন লাগবে! আর পাইপটার ডানদিকটাই শুধু পুড়েছে। যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভদ্রলোক ল্যাটা! পাইপটা নিয়ে ল্যাম্পে ধরলে দেখবে—তুমি তো ল্যাটা নও—পাইপের বাঁ দিকটায় আগুন লেগেছে। তারপর দেখ, অম্বরটার ওপর ওঁর দাঁত বসে গেছে। গায়ে খুব জোর থাকলে আর দাঁতের সারি সুন্দর সাজানো থাকলে তবেই এ সম্ভব। কিন্তু ওই মনে হচ্ছে ভদ্রলোক আসছেন, সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ শুনছি, এবার তাঁর পাইপের চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক কিছু লক্ষ্য করার সুযোগ পাবো।

পরের মুহূর্তেই ঘরের দরোজাটা খুলে গেল, এক দীর্ঘকায় যুবক ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে কালচে ধূসর রঙের পোষাক, হাতে বাদামি রঙের চওড়া-কানা টুপি। বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি বা তার কিছু বেশি হতে পারে। অপ্রস্তুতভাবে তিনি বললেন,—মাফ্‌ করবেন, ভিতরে আসবার আগে হয়তো আমার দরোজায় শব্দ করা উচিত ছিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। জানেন, আমি একটু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি, এছাড়া আর কোনো কারণ নেই। তারপর তিনি ধপ্‌ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। মনে হল যেন পড়ে গেলেন হঠাৎ।

হোম্‌স্‌ সহৃদয়ভাবে বললেন,—দেখছি আপনার একরাত্রি কি দুই রাত্রি মোটে ঘুম হয় নি। বলুন, আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে, আপনার কাছে আমি উপদেশ নিতে এসেছি। কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না আমার কী করা উচিত। মনে হচ্ছে আমার সমস্ত জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেছে! ব্যাপারটা অত্যন্ত সঙ্কোচের। অপরিচিতের কাছে মানুষ ঘরোয়া ব্যাপারের আলোচনা

পারতপক্ষে করে না। আর, আগে কখনো দেখি নি এমন দুইজনের কাছে নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে আলোচনা করা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার এবং তা করতে বাধ্য হওয়ার মতো বিশ্রী ব্যাপার আর কী আছে। কিন্তু আমার বুদ্ধির একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। এখন আমার উপদেশ প্রয়োজন।

মি. গ্র্যান্ট মান্‌রোজ—হোম্‌স্ শুরু করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন আগন্তুক। চেঁচিয়ে উঠলেন সেকি, আমার নাম আপনি জানেন নাকি?

যদি আপনি আপনার পরিচয় গোপন রাখতে চান, হাসতে হাসতে হোম্‌স্, বললেন তাহলে আমি বলবো হয় আপনি হ্যাটের ভিতরের কাপড়ে নাম লিখবেন না, কিংবা টুপির উপর দিকটায় যার সঙ্গে কথা বলছেন তার দিকে সরিয়ে রাখবেন। আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে আমার বন্ধু আর আমি এই ঘরে বসে অনেক গোপন রহস্য শুনেছি, অনেক সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি আনতে পেরেছি। আশা করি আপনার ক্ষেত্রেও আমি সফল হবো। অবিলম্বে আপনি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলুন। দেরি হলে অসুবিধা হতে পারে।

ভদ্রলোক এবার সহজভাবে বলতে শুরু করলেন। মি. হোম্‌স্, আমি বিবাহিত। তিন বছর হল আমার বিবাহ হয়েছে। এই কয়বছর আমার স্ত্রী আর আমি পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে এসেছি, পরম সুখে দিন কাটিয়েছি। কখনও কোনো ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয় নি, একবারের জন্যেও না—না চিন্তায়, না কথায়, না কাজে। কিন্তু গত সোমবার হঠাৎ আমাদের মধ্যে একটা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। দেখছি, তার জীবনে তার চিন্তায় এমন একটা কিছু আছে সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ততোটাই, পথে চলতে যে স্ত্রীলোকটি আমার গা ঘেঁসে চলে গেল তার সম্বন্ধে যতোটুকু। পরস্পরের কাছে আমরা অপরিচিতের মতো হয়ে পড়েছি। এর কারণ আমাকে জানতে হবে। মি. হোম্‌স্, এফি আমাকে ভালোবাসে সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকবেন। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে সে আমায় ভালোবাসে এবং সে ভালোবাসা আজও তেমনি অব্যাহত। নারীর ভালোবাসা পুরুষ সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু এই যে একটা গুপ্ত ব্যাপার এখন আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে, যতোক্ষণ না এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ততোক্ষণ আমরা কিছুতেই আর আগের মতো হতে পারছি না।

হোম্‌স্ খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন—সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলুন মি. মান্‌রো।

ভদ্রলোক তখন তাঁর স্ত্রীর পুরোনো ইতিহাস বলতে শুরু করলেন।

বললেন—প্রথম যখন তার সঙ্গে আলাপ হয় তখন সে বিধবা, যদিও বয়স তার অল্প—মাত্র পঁচিশ। তার নাম তখন ছিল মিসেস হেব্রন। অল্প বয়সেই সে আমেরিকায় যায়। এবং অ্যাটলান্টা শহরে বাস করে। সেখানে তার মি. হেব্রনের সঙ্গে বিয়ে হয়। মি. হিব্রন পেশায় ছিল উকিল। ভালোই পসার ছিল তার। একটা সন্তান তাদের হয়েছিল। কিন্তু পীতজ্বরের প্রকোপে তার স্বামী ও সন্তান মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর সার্টিফিকেট আমি দেখেছি। এই ঘটনার পর আমার স্ত্রী এফি আমেরিকা ছেড়ে মিড্‌লসেক্সের পিনারে এসে এক অনূঢ়া আত্মীয়ার সঙ্গে বাস করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলি, স্বামী তার জন্যে প্রচুর টাকা রেখে গেছিল। মূলধন রেখে গেছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার পাউন্ড এবং তার এতো চমৎকারভাবে খাটানো হয়েছিল যে গড়ে শতকরা সাত টাকা হিসেবে লভ্যাংশ পাওয়া যেত। তার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তখন মাত্র ছয় মাস হল সে পিনারে এসেছে। আমরা পরস্পরকে ভালোবেসে ফেললাম এবং কয়েক সপ্তাহ পরেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমার নিজস্ব ব্যবসা। আমার আয় সাত থেকে আটশোর মতো হওয়ায় বেশ স্বচ্ছল ভাবেই আমাদের চলে যাচ্ছিল। নরবেরিতে বছরে আশি পাউন্ড ভাড়ায় একটা সুন্দর ভিলা নিয়েছিলাম। আমাদের কাছেই ছিল একটা সরাইখানা। আর দুটো বাড়ি। আর মাঠের অপর পারে আমাদের বাড়ির দিকে মুখ করে একটা কুটির। এছাড়া আর কোনো বাড়ি নেই স্টেশানের পথে অর্ধেকটা রাস্তার মধ্যে। বছরের কোনো কোনো সময়ে আমাকে কাজের জন্যে শহরে যেতে হতো। কিন্তু গ্রীষ্মে সে তাগিদ

বিশেষ থাকে না। তখন আমার আর আমার স্ত্রীর খুবই সুখ হতো। আপনাকে হলফ্ করে বলছি, এই অভিশপ্ত ব্যাপারের আগে আমাদের দুইজনের মধ্যে কোনো ছায়ার আবরণ পর্যন্ত ছিল না। আর একটা কথা বলি যে, বিয়ের পর আমার স্ত্রী তার সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছিল। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই কতকটা, কারণ আমি ভাবলাম, যদি কোনোদিন আমার ব্যবসা ভালো না চলে তো অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপারে দাঁড়াবে। কিন্তু সে তা করবেই এবং তাই-ই করল। মাসদেড়েক আগে একদিন সে আমার কাছে এল। বলল—জ্যাক্ আমার টাকাটা নেবার সময় তুমি বলেছিলে তো যে যদি কখনো আমার দরকার হয় তক্ষুনি আমি তা পাবো?

ভদ্রলোক তখন বলেছিলেন—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এতো তোমারই টাকা। তাঁর স্ত্রী তখন বললেন—বেশ, আমার একশো পাউন্ড দরকার।

ভদ্রলোক বললেন—কেন চাইছো তা আমায় বলবে না?

এফি বললেন—কোনোদিন হয়তো বলব, কিন্তু এখন নয় জ্যাক।

ওইটুকুতেই আমায় সন্তুষ্ট থাকতে হল, কিন্তু এই প্রথম আমাদের দুইজনের মধ্যে একটা গোপন ব্যাপারের সৃষ্টি হল। তাকে একটা চেক দিয়ে দিলাম। এ ব্যাপারে নিয়ে আর আমি কোনো চিন্তা করি নি। হয়তো এর সঙ্গে পরবর্তী ঘটনার কোনো সম্বন্ধ নেই, কিন্তু তাহলেও আমার মনে হল, ব্যাপারটা আপনাকে জানানো উচিত।

কিছুক্ষণ আগেই আপনাকে বললাম না; যে আমাদের বাড়ির কাছে একটা কুটির আছে। মাঝখানে একটা মাঠ। বাড়িটার ঠিক পরেই স্কচফার গাছের একটা চমৎকার কুঞ্জ আছে। আট মাস এই বাড়িটা খালি পড়েছিল। ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের, কারণ চমৎকার দোতলা বাড়ি এটি,—পুরোনো দিনের দেউড়ি আর সুগন্ধ হানিসাক্‌ল ফুল আছে। অনেকবার আমি বাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে ভেবেছি, বাস করার পক্ষে কী চমৎকারই না এ বাড়িটা! মি. গ্র্যান্ট মান্‌রো বলে চললেন—গত সোমবার আমি ওই পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একটা খালি গাড়ি গলিটার ওপর দিয়ে নেমে আসছে আর কার্পেট আর অন্যান্য মালপত্র দেউড়ির সামনে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। বুঝলাম শেষপর্যন্ত বাড়িটা ভাড়া হয়েছে। আমি বাড়িটার সামনে দিয়ে হেঁটে চললাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম কারা এসেছে, কিরকম মানুষ আমার এই নতুন প্রতিবেশীরা। উপরের একটা জানলা দিয়ে একটা মুখ লক্ষ্য করছিল আমাকে। সে মুখটায় কী ছিল আমি জানি না মি. হোম্‌স্। কিন্তু মুখটা দেখে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা কনকনে স্রোত যেন নেমে গেল। আমি একটু দূরে ছিলাম, তাই তার আকৃতি স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক, অমানুষিক কিছু যেন ছিল সে মুখটাতে—এমনই একটা ধারণা তখন আমার হয়েছিল। তাই, যে আমায় লক্ষ্য করছিল তাকে একটু ভালো করে দেখবো বলে আমি তাড়াতাড়ি খানিকটা এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু তখনই হঠাৎ মুখটা সরে গেল। এমন আচমকা সরে গেল যে আমার মনে হল, যেন ঘরের অন্ধকারের মধ্যে কে যেন টেনে নিয়ে গেল তাকে। পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম আর যে ধারণা আমার হল তার বিশ্লেষণে ব্যস্ত হলাম। মুখটা পুরুষের না নারীর তা বুঝতে পারলাম না। অতোদূর থেকে তা সম্ভব নয়। কিন্তু যা আমাকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল তা হল সে মুখের রং। আমি এমন উত্তেজিত হয়েছিলাম যে ঠিক করলাম বাড়ির এই নতুন বাসিন্দাদের আর একটু ভালো করে দেখতে হবে। এগিয়ে গেলাম আমি, গিয়ে দরোজায় শব্দ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্বা স্ত্রীলোক দরোজাটা খুলে দিল। কর্কশ তার কণ্ঠস্বর, মুখের ভাবে বিরক্তি।

কর্কশস্বরে মহিলাটি বলল—কী চাই?

আমি বললাম—আমি তোমাদের প্রতিবেশী। ওই যে, ওইটা আমাদের বাড়ি। দেখলাম, এইমাত্র তোমরা এল, তাই ভাবলাম যদি কোনো ব্যাপারে কোনো সাহায্যের দরকার হয়।

মহিলাটি রূঢ় স্বরে বলল—সে আমাদের দরকার হলে খবর দেবো, বলেই আমার মুখের ওপর দড়াম করে দরোজা বন্ধ করে দিল। আমি বিরক্ত হয়ে বাড়ি চলে এলাম। কাউকে কিছু

বললাম না, এমন কি আমার স্ত্রী নার্ভাস প্রকৃতির জন্যে তাকেও কিছু বললাম না। শুধু ঘুমোতে যাবার আগে আমি এফিকে বললাম, যে, বাড়িটায় নতুন ভাড়াটে এসেছে এবং সে কথার কোনো উত্তর করল না। সাধারণতঃ আমার ঘুম অত্যন্ত গাঢ়। কিন্তু সে রাত্রে আমার যেন কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সবে যেন একটু তন্দ্রা এসেছিল। আধো স্বপ্নে কেমন অস্পষ্টভাবে আমার মনে হল ঘরে কি যেন একটা ব্যাপার চলছে এবং ক্রমশঃ আমার মনে হতে লাগল যে আমার স্ত্রী পোষাক পরছে। অসময়ে এভাবে বেরোনোর জন্যে ধমক দেবো, আমার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে গিয়েছে, এমন সময় হঠাৎ আমার আধখানা চোখ তার মুখে পড়ল। আর দেখলাম তার মুখটা মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল এফি। এবং মাঝে মাঝে চোরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল আমি ঘুমিয়ে আছি কিনা! তারপর সশব্দে দরোজা বন্ধ হতেই বুঝলাম যে বেরিয়ে গেল। বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলাম। রাত তিনটে। রাত তিনটের সময় বাড়ির বাইরে আমার স্ত্রীর কী কাজ থাকতে পারে। মিনিট কুড়ি বসে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে ভাবতে লাগলাম, যদি কোনো সম্ভাব্য যুক্তির কথা মনে পড়ে। কিন্তু যতোই চিন্তা করলাম ততোই অস্বাভাবিক আর দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। এই চিন্তায় বিহ্বল হয়ে আছি, এমন সময় আবার সদর দরোজাটার আস্তে আস্তে বন্ধ হবার আর সিঁড়ি দিয়ে তার পা ফেলার শব্দ আমার কানে এল। আমার স্ত্রী ঘরে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গিয়েছিলে এফি? সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ানকভাবে চমকে উঠল। কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদতে থাকল। তার এই রকম ব্যবহারেই আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম আরো বেশি। কারণ তা থেকে তার অপরাধটা এমনই স্পষ্ট হয়ে উঠল যা বর্ণনার অতীত। আমার স্ত্রী হল চিরকালই অত্যন্ত মনখোলা আর সাধাসিধে ধরনের। তাই এভাবে তাকে চোরের মতো নিজের ঘরে প্রবেশ করতে আর স্বামীর কথা শুনে এভাবে কেঁদে কুঁকড়ে যেতে দেখে একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন আমার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল।

এফি নার্ভাসভাবে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,—তুমি জেগে আছো জ্যাক? কিন্তু আমি তো জানতাম কোনো কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙে না!

আমি কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, তার আঙুলগুল থরথর করে কাঁপছে। বলল, জীবনে কখনো এমন কাজ করেছি বলে মনে পড়ে না। ব্যাপারটা কী জানো, আমার মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, তারপর ঢোক গিলে এফি বলল,—তাই খুব ইচ্ছে হল একটু ফাঁকা হাওয়ায় যাই। বেরিয়ে না গেলে সত্যি সত্যি আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

মি. গ্র্যান্ট মানরো বুঝলেন—এফি মিথ্যা কথা বলছে। কিছু একটা ব্যাপার সে চেপে যাচ্ছে। তাই ওর কথার উত্তরে কোনো মন্তব্য না করে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

তিনি ভাবছিলেন—স্ত্রী তার কাছ থেকে কী লুকোতে পারে? এতো রাতে তার বাইরে যাবার কারণ কী? একবার মিথ্যা শোনবার পর দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে তার ইচ্ছে করল না। বাকি রাতটা তার বিছানায় ছটফট করেই কাটল।

পরদিন মি. গ্র্যান্টের ব্যবসায় কাজে শহরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু মনের ওই অবস্থার জন্যে যাওয়া হল না তার। স্ত্রীও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বারবার গ্র্যান্টের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারছিল যে তিনি তার কথা বিশ্বাস করে নি। এবং সে কিছুতেই ঠিক করতে পারিছিল না যে এখন সে কী করবে। প্রাতরাশের সময় দুইজনের মধ্যে একটাও কথা হল না।

প্রাতরাশ সেরে ক্রিস্ট্যাল প্যালেস পর্যন্ত গেলেন মি. গ্র্যান্ট। তারপর ঘণ্টা খানেক ময়দানে পায়চারি করে বেলা একটা নাগাদ নরবেরিতে ফিরে এলেন। পথে আবার সেই কুটিরটা পড়ল। সেখানে একমুহূর্ত থামলেন। জানলাগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন। যদি আগের দিনের মতোই সেই অদ্ভুত মুখ চোখে পড়ে যায়! এরপর মি. গ্র্যান্ট মানরো বললেন—মি. হোম্‌স্ হঠাৎ অভিভূত হয়ে গেলাম আমি। যখন দেখলাম, হঠাৎ বাড়ির দরোজাটা খুলে গেল আর আমার স্ত্রী দরোজা দিয়ে বেরিয়ে এল। আমার সঙ্গে তার চোখাচুখি হতেই মুহূর্তের জন্যে সে

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। মনে হল সে যেন আবার বাড়ির ভেতরে ফিরে যেতে চাইছে। কিন্তু যখন দেখল লুকোচুরি করে কোনো লাভ হবে না, তখন সে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল—জ্যাক্ আমি এসেছিলাম আমাদের নতুন প্রতিবেশীদের কোনোরকম সাহায্য করতে পারি কিনা। তার রক্তশূন্য মুখ আর আতঙ্কিত চোখের ভাষা মুখের হাসির অসারতাকে প্রকাশ করে দিল। তবুও সে নিজেকে সামলে নিয়ে আমাকে বলল-জ্যাক্ কেন তুমি আমার দিকে অমনভাবে তাকাচ্ছো! আমার ওপর রাগ করো নি তো?

আমি বললাম—হুঁ! কালরাতে তাহলে এখানেই এসেছিলে?

এফি আমাকে বলল—কী বলতে চাও তুমি?

এখানেই এসেছিলে তুমি! আমি বললাম। নিঃসন্দেহে তুমি এখানেই এসেছিলে। কারা এরা, যে অমন সময়ে তুমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?

এফি বলল—এর আগে আমি এখানে আসি নি। যে কথা তুমি জানো তা মিথ্যা, কী করে তুমি আমাকে একথা বলতে পারলে?

আমি বললাম—কথা বলতে বলতে তোমার কণ্ঠস্বর পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু কবে আমি কোন্ কথাটা তোমার কাছে গোপন করেছি বলো তো?

আমি বাড়িটায় যাচ্ছি—এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করে তবেই ছাড়বো। দেখলাম, ঝি আর আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি গলিপথ দিয়ে আসছে। আমি তখন যা থাকে কপালে মনে করে কোনোদিকে না তাকিয়ে কুটিরে গিয়ে দরোজায় শব্দ পর্যন্ত না করে, হাতলটা ঘুরিয়ে সোজা ছুটে চললাম ভেতরে। নিচের তলাটা নির্জন আর শান্ত। রান্নাঘরে একটা কেটলী উনুনে ফুটে চলেছে, আর একটা বড় কালো বেড়াল একটা ঝুড়িতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু যে স্ত্রীলোকটাকে আগে আমি দেখেছিলাম তার টিকিও দেখতে পেলাম না। পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম সেখানেও জনপ্রাণী নেই। তখন দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গেলাম। সেখানেও শুনশান। সারা বাড়িতে একটাও মানুষ নেই! সহসা একটা সুন্দর করে সাজানো একটা ঘর অগ্নিস্থানের কাছে আমার স্ত্রীর একটা পূর্ণাবয়ব ফটো, যে ছবিটা মাত্র তিনমাস আগে আমার অনুরোধে তুলিয়েছিল দেখতে পেলাম।

বাড়িতে জনপ্রাণীর অস্তিত্ব নেই—আমার সন্দেহ আগুনের মতো জ্বলে উঠল। সোজা বাড়িতে চলে এসে ঘরে ঢুকতেই আমার স্ত্রী এফি হলঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঠেলে তার পাশ কাটিয়ে আমি পড়বার ঘরে গেলাম। সে আমার পিছু পিছু আসছিল, আমি দরোজাটা বন্ধ করে দেবার আগেই ঢুকে পড়ল।

এফি বলল—প্রতিজ্ঞা রাখতে পারি নি বলে আমি দুঃখিত, জ্যাক, সে বলল, কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা যখন জানবে, নিশ্চয়ই তুমি তখন আমায় ক্ষমা করবে।

আমি বললাম—বল, তাহলে সব খুলে বল।

পারছি না জ্যাক, বলতে পারছি না! করুণ স্বরে সে বলল।

যতোদিন না তুমি আমায় বলছো ও কুটিরে কে বাস করছে আর তোমার ওই ফটোটা তুমি কাকে দিয়েছো, ততোদিন তোমার আর আমার মধ্যে কোনো ব্যাপারেই আর বিশ্বাসের কোনো প্রশ্ন থাকবে না। এই বলে আমি তার কাছে থেকে চলে এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। এ হল গতকালের ব্যাপার, মি. হোম্‌স্, সেই থেকে আর আমার তার সঙ্গে দেখা হয় নি এবং এই অদ্ভুত ব্যাপার, সম্বন্ধেও আমি এর বেশি কিছু জানি না। এই প্রথম আমাদের দুইজনের মধ্যে একটা ছায়ার আবির্ভাব হল। এতে আমার মনের মধ্যে এমন ঝড় বয়ে গেছে যে এখন আমি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছি। আজ সকালে হঠাৎ মনে হল এ বিষয়ে উপদেশ নিতে হলে আপনিই একমাত্র মানুষ, তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। সমস্ত ঘটনাটা খোলাখুলিভাবে আপনাকে বললাম। এবার বলুন এখন আমার কী কর্তব্য, কারণ এ উৎকণ্ঠা আর আমি সহ্য করতে পারছি নে।

অখণ্ড কৌতূহলের সঙ্গে হোম্‌স্ আর ওয়াটসন এই আশ্চর্য কাহিনী শুনছিলেন। হোম্‌স্ কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন—চিবুকে হাত রেখে, চিন্তায় বিভোর হয়ে। শেষপর্যন্ত তিনি বললেন,—আপনি কি নিশ্চিত করে বলতে পারেন, জানলায় যে মুখ দেখেছিলেন তা কোনো পুরুষের মুখ?

গ্র্যান্ট বললেন—যতোবার আমি দেখেছি প্রতিবারেই অনেকটা দূর থেকে দেখেছি, সুতরাং তা নিশ্চিত করে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে অস্বাভাবিক তার রং আর অভিব্যক্তিতে একটা অদ্ভুত আড়ষ্ট ভাব। আমি সেদিকে এগোতেই সেটা এক ঝটকায় সরে গেল।

হোম্‌স্ বললেন—প্রায় দুই মাস। আর আমি আমার স্ত্রীর প্রথম স্বামীর ফটো কখনো দেখি নি। শুনেছি তাঁর মৃত্যুর পরেই অ্যাট্‌ল্যান্টায় এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয় এবং সেই আগুনে আমার স্ত্রীর সমস্ত কাগজপত্র পুড়ে যায়।

হোম্‌স্ বললেন—অথচ মৃত্যুর সার্টিফিকেটটা তাঁর কাছে আছে। আপনি তো দেখেছেন বললেন।

গ্র্যান্ট বললেন—হ্যাঁ, অগ্নিকাণ্ডের পর সে সেটার একটা কপি সংগ্রহ করেছিল।

হোম্‌স্ এবার গ্র্যান্টের কাছে একে একে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন,—তার স্ত্রী আমেরিকায় থাকতে চিনতো এমন কারুর সঙ্গে দেখা হয় নি, বা তার স্ত্রী আমেরিকায় ফিরে যাবার কথা কখনো বলেন নি এবং সেখান থেকে তার নামে কোনো চিঠিপত্র আসত না। তখন হোম্‌স্ গ্র্যান্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন এবার আমায় ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভেবে দেখতে হবে। বাড়িটা যদি ওরা একেবারেই ছেড়ে দেয় তাহলে একটু অসুবিধা হবে। আর তা যদি না হয় এবং আমার ধারণাও হচ্ছে তাই-অর্থাৎ আপনি যখন বাড়িটায় ঢুকেছিলেন তার আগে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এতোক্ষণে তারা আবার ফিরে এসেছে। এবং তাহলে এর সমাধান খুব কষ্টকর হবার কথা নয়। আপনাকে তাই আমার উপদেশ, আপনি, নরবেরিতে ফিরে গিয়ে বাড়িটার জানলাগুলোর ওপর লক্ষ্য রাখুন। যদি আপনার মনে হয় ওরা ওখানে আছে তাহলে জোর করে বাড়িতে ঢুকবেন না। শুধু আমাকে আর আমার এই বন্ধু ড. ওয়াটসনকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন। টেলিগ্রাম পাবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা গিয়ে পৌঁছোবো এবং অবিলম্বেই ব্যাপারটা গভীরে প্রবেশ করতে পারবো।

গ্র্যান্ট বললেন—আর যদি দেখি বাড়িটা খালি?

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে আমি কাল গিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো। মি. গ্র্যান্ট মান্‌রোকে দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে হোম্‌স্ ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন—ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না, ওয়াটসন। কী বুঝলে তুমি?

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—রীতিমত খারাপ বলেই মনে হচ্ছে। হোম্‌স্ বললেন, হু! আর, আমার যদি ধারণা খুব খারাপ না হয় তো বলবো, এর মধ্যে ভয় দেখিয়ে কোনো সুবিধা নেবার ব্যাপার আছে।

ওয়াটসন বললেন—ভয়টা তাহলে কে দেখাচ্ছে?

সেই-ই নিশ্চয়ই, হোম্‌স্ বললেন—যে, বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর করে সাজানো ঘরটায় থাকে আর যিনি ভদ্রমহিলার ফটোটা অগ্নিস্থানের কাছে রেখেছে। ওয়াটসন, আমি জানলাম ওই হলদে মুখটার ব্যাপারে আকর্ষণ অনুভব করচি। এ মামলা আমি হাতছাড়া করতে পারি না।

কোনো ধারণা তুমি করছো? ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ, মোটামুটি, হোম্‌স্ বললেন—তবে, যদি দেখা যায় এটা খাটল না, আমি আশ্চর্য হবো না-এই স্ত্রীলোকটির প্রথম স্বামী আছে ওই বাড়িটায়।

ওয়াটসন বললেন—কেন তোমার একথা মনে হয়?

হোম্‌স্ বললেন—কারণ তার দ্বিতীয় স্বামী যাতে এ বাড়িতে প্রবেশ না করতে পারে এ বিষয়ে কেন এই উন্মত্ত আকুলতা? আমি আন্দাজ করছি, এই স্ত্রীলোকটি আমেরিকায় বিয়ে করে। তারপর তার স্বামীর মধ্যে এমন কিছু দেখা যায় যা ঘৃণা যোগ্য, কিংবা হয়তো কোনো

কুৎসিত রোগ হয় এবং তার ফলে তার কুষ্ঠ হয় বা সে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। মহিলাটি পালিয়ে ইংল্যান্ডে চলে আসে, নাম পাল্টায় এবং নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়। তিন বছর হল এই বিয়ে হয়েছে এবং তার ধারণা এখন বিপদ কাটিয়ে উঠেছে, কারণ স্বামীর বদলে কোনো মানুষের মৃত্যু-সার্টিফিকেট সে তার নতুন স্বামীকে দেখিয়েছে। কিন্তু এহেন সময় তার প্রথম স্বামী, কিংবা হয়তো কোনো অসৎ স্ত্রীলোক যে সেই পুরোনো স্বামীর সংস্পর্শে এসেছে, তার এই অবস্থিতি আবিষ্কার করেছে। চিঠি লিখে তারা সব ফাঁস করে দেবে বলে তাকে ভয় দেখায়। তখন সে একশো পাউন্ড চেয়ে নেয়। তাই দিয়ে যদি ওদের শান্ত করতে পারতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাকে ছাড়ে না। এবং স্বামীর কাছে যখন সে শোনে যে বাড়িটায় ভাড়াটে এসেছে, যেমন করে হোক্ সে তখন বুঝতে পারে যে এ হল তারাই। এফি অপেক্ষা করে যতোক্ষণ না তার স্বামী ঘুমোচ্ছে। তারপর বেরিয়ে পড়ে ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে শান্তিতে থাকতে দিতে বলতে। তাতে সফল না হওয়ায় আবার পরদিন সকালে ওখানে যায় এবং বেরতেই স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তখন সে কথা দেয় আর কখনো ওখানে যাবে না। কিন্তু দুইদিন পরেই আবার এই ঘৃণ্য প্রতিবেশীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা সে চেপেই রাখতে পারে নি, আবার একবার চেষ্টা করে দেখে সে। ফটোটা সঙ্গে নিয়ে যায়। এটা হয়তো তারা তার কাছ থেকে চেয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারের সময় ঝি ছুটে গিয়ে খবর দেয় যে তার মনিব ফিরেছে, আর স্বামী সোজা এ বাড়িতে আসবে আন্দাজ করে বাড়ির লোকদের তাড়াতাড়ি পিচনের দরোজা দিয়ে বার করে দেয়—সেই ফার গাছের কুঞ্জে, সেটা বাড়ির কাছে বলে উল্লিখিত হয়েছে। তাই তিনি গিয়ে দেখেন যে জনমানুষ নেই। খুব আশ্চর্য হবো যদি শুনি যে আজ সন্ধ্যায় যখন ভদ্রলোক দেখতে যাবেন তখনও যদি কারুর দেখা না মেলে। আমার এ ধারণা সম্বন্ধে তোমার কী মত ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—সমস্তটা তো আন্দাজ ছাড়া কিছু নয়।

হোম্স্ বললেন—কিন্তু আর কিছু না হোক এ থেকে সমস্ত সমস্যাগুলোর একটা সূত্র মেলে। যদি এমন কোনো নতুন খবর আমরা পাই যা এক্ষেত্রেও ঠিক খাটছে না, তখন আবার নতুন করে ভেবে দেখবার সময় মিলবে। আপাতত আমাদের কিছুই করণীয় নেই যতোক্ষণ না নরবেরি থেকে ভদ্রলোকের কোনো খবর আসছে।

খুব বেশিক্ষণ হোম্স্দের অপেক্ষা করতে হল না। খবরটা এল ওয়াটসন আর হোম্স্ চা-পর্ব শেষ করতেই। সেটা হল—'বাড়িতে এখনো লোক আছে। জানলায় সে মুখ দেখেছি। সাতটার গাড়ি দেখব যতোক্ষণ না আসছেন ততোক্ষণ কিছু করব না।'

সাতটা নাগাদ গাড়ি থেকে হোম্স্রা নামতেই মি. গ্র্যান্ট মান্রো-র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। উত্তেজনায় কাঁপছিলেন তিনি।

ওরা এখনো ওখানে আছেন মি. হোম্স্, গ্র্যান্ট বললেন,—আসবার সময় বাড়িতে আলো দেখে এসেছি।

হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তাহলে কী মতলব করেছেন? দুইদিকে গাছের সারি-দেওয়া পথ ধরে অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটার দিকে এগোচ্ছিলেন ওরা।

গ্র্যান্ট বললেন,—জোর করে বাড়িটায় ঢুকে নিজের চোখে দেখবেন কে আছে সেখানে। আমার ইচ্ছে আপনারা দুইজনে আমার সাক্ষী হন।

হোম্স্ বললেন—আপনার স্ত্রী কিন্তু আপনাকে বলেছিলেন এ রহস্যের সমাধান না করাই আপনার পক্ষে ভালো, তা সত্ত্বেও আপনি কৃতসংকল্প হয়েছেন?

গ্র্যান্ট বললেন—হ্যাঁ।

হোম্স্ বললেন—তা, আমারও মনে হয় আপনিই ঠিক করেছেন। সন্দেহের অনিশ্চয়তার চেয়ে যে কোনো সত্যই কাম্য। তাহলে এক্ষুনিই যাওয়া ভালো।

অত্যন্ত অন্ধকার রাত্রি। বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে প্রবেশ করতে আস্তে আস্তে বৃষ্টি শুরু হল। এই গলি-পথের দুইদিকে কাঁটা গাছের সারি। গ্র্যান্ট মান্রো অস্থিরভাবে আগে আগে

চলতে লাগলেন, আর ওয়াটসনরা অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে তাঁর পিছু পিছু চললেন। কথা বলতে বলতে গ্র্যান্ট, হোম্‌সদের নিয়ে গলিতে একটা মোড় বেঁকলেন। সামনের অন্ধকারে একটা হলদে তির্যক রেখা দেখে বোঝা গেল দরোজাটা একেবারে এঁটে বন্ধ করা নেই, এবং ওপর তলার একটা জানলা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। দেখা গেল, একটা অন্ধকার বস্তু শার্সির এপাশ থেকে ওপাশে সরে গেল।

গ্র্যান্ট মান্‌রো বললেন—ওই সেই প্রাণী। নিজেরাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কে একজন ওখানে রয়েছে। আসুন আমার পিছু পিছু। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সমস্ত কিছু জানতে পারব।

হোম্‌সরা দরোজার দিকে অগ্রসর হতেই হঠাৎ একটা স্ত্রীলোক ছায়া থেকে এসে ল্যাম্পের আলোর রেখার মধ্যে পড়লেন। তাঁর মুখ ওয়াটসন অন্ধকারে না দেখতে পেলেও দেখা গেল অনুরোধের ভঙ্গীতে দু বাহু বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন তিনি, ঈশ্বরের দোহাই, জ্যাক, না, না! এখনও সময় আছে! আর একবারের মতো আমায় বিশ্বাস করো, এজন্যে তোমায় কোনোদিনই অনুতাপ করতে হবে না!

গ্র্যান্ট বললেন—না, এফি, তোমাকে বড় বেশি বিশ্বাস করা হয়ে গেছে! তারপর কঠিন কণ্ঠে বললেন—পথ ছাড়ো, ভিতরে যাবোই, আমি আর আমার দুই বন্ধু। এক্ষুনি সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা করে ছাড়বো। তাকে একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মি. গ্র্যান্টের পিছু পিছু ওয়াটসনরা চললেন। দরোজাটা ঠেলে খুলতেই এক বয়স্ক স্ত্রীলোক দৌড়ে এসে তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু গ্র্যান্ট তাকে সরিয়ে দিলেন এবং পলকের মধ্যে ওয়াটসনরা সিঁড়ির সামনে এসে পৌঁছলেন। গ্র্যান্ট মান্‌রো সবেগে ওপরের আলো জ্বলা ঘরে প্রবেশ করলেন। আর তাকে অনুসরণ করে হোম্‌সরাও। দেখা গেল ঘরের কোণে একটা ডেস্কের ওপর কে যেন ঝুঁকে পড়ে রয়েছে। মনে হল ছোট্ট একটি মেয়ে। হোম্‌সরা ঘরে ঢুকতেই সে মুখ ফিরিয়ে নিল বটে, দেখা গেল মেয়েটির পরণে লাল রং-এর ফ্রক, আর হাতে সাদা দস্তানা। সে চট্ করে হোম্‌সদের দিকে ফিরতেই বিস্ময়ে আর আতঙ্কে ওয়াটসন পর্যন্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, অদ্ভুত হলদে সে মুখ, কোনো অভিব্যক্তির লেশমাত্র তাতে নেই। পর মুহূর্তেই সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। হেসে উঠে হোম্‌স্ শিশুটির কানের পেছনে হাত দিতেই তার মুখ থেকে একটা মুখোস খুলে গেল, আর সেখানে দেখা দিল কয়লা-কালো এক নিগ্রো বালিকার মুখ। হোম্‌সদের অবাক হতে দেখে সে খিল খিল করে হেসে উঠল কিন্তু মি. গ্র্যান্ট মান্‌রো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর হাত যেন তার গলাটা ধরতে যাচ্ছে। চিৎকার করে বললেন—হায় ঈশ্বর! এর মানে কী?

সবেগে ঘরে ঢুকে শক্ত মুখে গর্বিত এফি বললেন—আমি বলছি এর মানে। আমি আমার নিজের বিচার-বুদ্ধির বিরুদ্ধেই বলছি। আমার স্বামী অ্যাটলান্টায় মারা গেছিল বটে, কিন্তু আমার মেয়েটি বেঁচে ছিল। বুকের ভেতর থেকে একটা সোনার লকেট বার করলেন তিনি। বললেন, এটা তুমি আমায় কখনো খুলতে দেখ নি। একটা স্প্রীং-এ হাত দিতেই তার ওপরটা সরে গেল। তার ভিতরে যে মানুষটির ছবি, অত্যন্ত সুপুরুষ এবং বুদ্ধিদীপ্ত তার চেহারা, যদিও তা থেকে বুঝতে ভুল হয় না তার পূর্বপুরুষরা আফ্রিকার মানুষ।

এফি বললেন—এ হল অ্যাটলান্টার জন হেব্রন। খুবই মহৎ মানুষ। এর থেকে মহৎ আমি আর দেখি নি। তাই নিজের জাত ছেড়ে আমি একে বিয়ে করি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মেয়ে একমাত্র আমার মতো না হয়ে তার মতোই দেখতে হয়েছে। আমার মেয়েটি তার বাবার চেয়েও অনেক বেশি কালো। কিন্তু কালোই হোক আর ফর্সাই হোক আমার প্রিয় সন্তান সে, মায়ের অত্যন্ত আদরের। শুনে ছোট্ট মেয়েটি দৌড়ে এসে মায়ের কোলে মুখ লুকালো। এফি সজল চক্ষে বললেন—ওর শরীর খুব খারাপ থাকায় এবং জায়গা পরিবর্তনের জন্যে ওর স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হতে পারে ভেবে ওকে এক বিশ্বস্ত স্কচ স্ত্রীলোকের জিম্মায় আমেরিকাতেই রেখে আসি। আমার সন্তান হিসেবে ওকে অস্বীকার করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এফি কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তারপর জ্যাক, তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। আর তারপর থেকে সবই তো

তুমি জানো। তিন বছর ধরে আমি মেয়েটির অস্তিত্ব তোমার কাছে গোপন করেছিলাম। গোপনে খবর রাখতাম তার। শেষপর্যন্ত তাকে দেখবার ইচ্ছা আমার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল। অনেক চেষ্টা করেও আমি কিছুতেই সে ইচ্ছা দমন করতে পারলাম না। এতে যে বিপদের ঝুঁকি আছে তা জানা সত্ত্বেও আমি ঠিক করলাম কয়েক সপ্তাহের জন্যেও ওকে আনিয়ে রাখব। নার্সকে তাই আমি একশো পাউন্ড পাঠিয়ে দিলাম আর ওই বাড়িটা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে দিলাম, যাতে সে এসে আমাদের প্রতিবেশী হতে পারে, অথচ আমি যে এ ব্যাপারে যুক্ত আছি সে বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ না জাগে। সাবধানতার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলাম। নার্সকে বললাম মেয়েটিকে দিনের বেলায় যেন বাড়ি থেকে বার না করে আর তার মুখ আর হাত এমনভাবে ঢাকা দিয়ে রাখে যাতে জানলা দিয়ে দেখলেও, পাড়ায় একটি কালো মেয়ে আছে এ গুজব না রটতে পারে। এতটা সাবধান না হলেই বুদ্ধির কাজ হতো, কিন্তু পাছে তুমি কোনো রকমে জানতে পারো এই দুশ্চিন্তায় আমার বুদ্ধিসুদ্ধি প্রায় লোপ পেতে বসেছিল।

দীর্ঘ দুই মিনিট কেটে গেল। তারপর মি. গ্র্যান্ট মানরো স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ছোট্ট মেয়েটির দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং তারপর এক হাতে হাতে কোলে করে আর অন্য হাতটা তাঁর স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দরোজার দিকে চললেন। বললেন, বাড়ি চলো। বাড়িতে গিয়ে সব কথা বলা যাবে। শোনো, এফি, আমি হয়তো ভালো মানুষ নই, কিন্তু এফি, আমার সম্বন্ধে যে ধারণার পরিচয় তুমি দিলে আমার মনে হয় তার চেয়ে ভালো আমি।

অগত্যা হোম্‌স্‌ ও ওয়াটসন আবার সেই বেকার স্ট্রিটের ঘরে ফিরে এলেন। হোম্‌স্‌ সারাদিন একটিও কথা বললেন না।

গ্লোরিয়া স্কট

মি. শার্লক হোম্‌স্‌ ও ডা. ওয়াটসন বেকার স্ট্রিটে এক শীতের সন্ধ্যায় খোশ মেজাজে গল্প করছিলেন। হঠাৎ হোম্‌স্‌ বললেন—আচ্ছা ভিক্টর ট্রেভরের নাম তোমাকে বলেছি কখনো? শোন নি? সে ছিল আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। আর কোনো বন্ধু ছিল না আমার। কারণ আমি কারও সাথে মিশতাম না। নিজের চিন্তাজগতেই আমি মগ্ন থাকতাম। আর তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে। শোনো তাহলে—একদিন সকালে চ্যাপেলের পথে যেতে যেতে হঠাৎ ভিক্টর ট্রেভরের বুল টেরিয়ার কুকুরটা আমার পায়ের গোড়ালীতে দাঁত বসিয়ে দেয়। আর সেই আঘাত সারাতে আমাকে দশ দিন বাড়িতে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। সেদিন থেকে ভিক্টর ট্রেভর প্রায় প্রত্যেকদিন আমার বাড়িতে আসতো। প্রথমে দুই এক মিনিট কথা বলে চলে যেতো। পরে আমাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। ভিক্টর ট্রেভরের আমুদে ও প্রাণ প্রাচুর্যেপূর্ণ স্বভাব আমার খুব ভালো লাগতো।

কলেজের একমাস ছুটিতে ভিক্টর ট্রেভর আমাকে তাদের নরফোকের ডনিথর্পে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল। আমিও সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। ভিক্টর ট্রেভরের বাবা ছিলেন ডনি থর্পের জমিদার। টাকাপয়সার কোনো অভাব ছিল না। ডনিথর্প গ্রামটা ছোট হলেও বেশ সাজানো গোছানো। বুনো হাঁস শিকার ও মাছ ধরার আদর্শ জায়গা। এছাড়া ট্রেভরদের একটা সাজানো সুন্দর লাইব্রেরি ছিল। ভিক্টরের মা ছিল না। সে আর তার একটা বোন ছিল। বোনটি ডিপথিরিয়ায় মারা গেছিল। অতএব সে ছিল একা।

ভিক্টরের বাবা পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী এবং মনটা ছিল তার নরম। তিনি বেশ দান ধ্যান করতেন। ফলে গ্রামের লোকেরা তাকে মানত। ভালোবাসত। একদিন ভিক্টরের বাবার সামনেই এক সন্ধ্যায় যখন কথাবার্তা হচ্ছিল তখন হঠাৎই ভিক্টর আমার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির কথা তোলে। ভিক্টরের বাবা মি. ট্রেভর তখন ব্যাপারটা লঘু করে হাল্কা চালে বলে—আচ্ছা হোম্‌স্‌, আমাকে দেখে তোমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, বল তো?

আমি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। কাজেই, সময় নষ্ট না করে বলি,—আপনি গত বারো মাসে ব্যক্তিগত আঘাতের আশঙ্কায় দিন কাটিয়েছেন।

আমার কথায় মি. ট্রেভরের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায়। সে বলে, হোম্‌স্‌ ঠিকই ধরেছে। চোরা শিকারীদের দলটা যখন ভেঙে দিই তখন ওরা প্রকাশ্যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে করে হোক আমাকে ওরা ছোরা মারবেই। অবশ্য স্যার এডওয়ার্ডকে ওরা আক্রমণ করেও ছিল। তারপর থেকে সত্যিই আমি সাবধানে থাকি। এখন মানে, আশ্চর্য হচ্ছি যে তুমি কি করে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে হোম্‌স্‌!

আমি বলেছিলাম আপনার হাতের লাঠিটা। লাঠিটায় গায়ে তারিখ এক বছরের বেশি নয়। তাছাড়া, লাঠিটার মাথায় ফুটো করে সেখানে গরম শিসে ঢেলেছেন, তাতে লাঠিটা মারাত্মক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। তা থেকে এটাই সহজে অনুমান করা যায় যে, নিশ্চয়ই কোনো বিপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্যে এই লাঠিটা বিশেষভাবে তৈরি করেছেন ও সঙ্গে সবসময় রাখছেন।

মি. ট্রেভর বললেন—কী করে জানলে? আমার নাক বেঁকে গেছে?

আমি বললাম—না, আপনার কান দুটো বক্সারদের মতো চাপা। মোটা দেখতে। আর আপনার হাতের কড়া থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনি অনেক খনন কার্য করেছেন।

মি. ট্রেভর বললেন—তুমি ঠিকই ধরেছো, আমার যা টাকা পয়সা হয়েছে তা সবই সোনার খনি থেকে হয়েছে।

আমি আবার বললাম—আপনি এককালে জে.এ. নামে কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাকে ভুলে যাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন।

আমার কথা শুনে মি. ট্রেভর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকায়। সে দৃষ্টিতে বন্য হিংস্র প্রাণীর দৃষ্টি আমি দেখতে পাই। পরক্ষণেই টেবিলের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে। অজ্ঞান হয়ে যায়।

এবার আমার ও তার ছেলে ভিক্টরের অবস্থাটা চিন্তা করো। আমরা দুইজনে তাড়াতাড়ি মি. ট্রেভরকে সোফার ওপরে শুইয়ে দিই। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিই। অল্পসময়ের মধ্যেই মি. ট্রেভরের জ্ঞান ফিরে আসে। সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। আমাদের উদ্দেশ্যে বলে, আমি দেখতে যতো শক্তিশালী হইনা কেন, আমার ভেতরে একটা দুর্বল জায়গা আছে। তাতে আঘাত লাগলে আমি সহ্য করতে পারি না। তবে হোম্‌স্‌, তোমার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও উপস্থিত বিচার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তোমার চিন্তা দেখে অনেক নাম করা গোয়েন্দার চেয়েও তোমাকে প্রশংসা করতে ইচ্ছে করছে।

সে সময় মি. ট্রেভরকে নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। কাজেই ভবিষ্যতে এই অনুসন্ধান করাটাই পেশা হিসেবে নেব কিনা ভাবার সময় পাই নি। মি. ট্রেভর সুস্থ হলে আমি কি করে জে.এ-এর ব্যাপারটা জানলাম তা জানতে চায়।

আমি খুব সাধারণভাবেই উত্তর দিই, আপনি যখন মাছ নৌকায় তোলার জন্যে জামার হাতা গুটিয়ে হাত বাড়িয়েছিলেন, সে সময় আপনার হাতে জে. এ. লেখাটা অস্পষ্টভাবে আমার চোখে পড়ে। তারপর জে.এ. লেখা জায়গাটা ও তার চারপাশে চামড়ার ছালের দাগ দেখে আমার মনে হয়েছে, আপনার ওই অক্ষর দুটো নিশ্চয়ই ছিল। এখন আর আপনি আমার দুটোকে সহ্য করতে পারছেন না।

একদিন আমরা লনে চেয়ার নিয়ে বসে রোদ পোহাচ্ছি, ব্রডসের ওপারের দৃশ্যের শোভা নিয়ে আলোচনা করছি। ঠিক সে সময় বাড়ির পরিচারিকাকে লোকটাকে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়।

একটু পরে একটা খুবই গরিব লোক আমাদের কাছে আসে। লোকটার দেহে খোলা জ্যাকেট, জ্যাকেটের হাতায় কালি লাগানো। কালো ও লাল চেকের সার্ট গায়ে। সস্তা মোটা কাপড়ের প্যান্ট। পায়ে কালি ছাড়া ভারী বুট। লোকটাকে দেখেই মনে হয় সে খুবই ধূর্ত।

লোকটাকে লনের দিকে আসতে দেখে মি. ট্রেভরের মুখ থেকে একটা অব্যক্ত শব্দ বেরিয়ে

আসে। সে এক ছুটে বাড়ির ভেতরে যায়। একটু পরে যখন ফিরে আসে তখন তার মুখে ব্রান্ডির গন্ধ পাওয়া যায়।

লোকটা মি. ট্রেভরের কাছে এলে মি. ট্রেভর বলে ওঠে, তোমার জন্য কি করতে পারি?

আগন্তুক চোখ দুটোকে ছোট করে বিস্ময়ের সঙ্গে বলে,—আমাকে চিনতে পারছেন না?

মি. ট্রেভরে যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। বেশ জোরের সঙ্গে বলে, আরে কি আশ্চর্য, এ যে হাডসন! সুদীর্ঘ তিরিশ বছর পরে কি মনে করে?

আপনি তো দিব্যি বাড়ি ঘর দোর করে বেশ গুছিয়ে বসেছেন। আমার কিন্তু সেই কাঠের গামলায় নুনমাখা মাংস ছাড়া আর কিছুই জোটে নি। তারপর মি. ট্রেভর হাডসনকে কাছে ডাকে। কানে কানে কি যেন বলে। তারপর বেশ জোর করে বলে, এবার তুমি সোজা রান্নাঘরে চলে যাও। ওখানে খাবার ও পানীয় পাবে। এবার তোমাকে একটা চাকরি দিতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

হাডসন, কপাল থেকে অবিন্যস্ত চুল সরাতে সরাতে বলে, ধন্যবাদ মি. ট্রেভর। দুই বছর কাজ করার পরে আমার চাকরিটা যায়। হাতে পয়সা কড়িও নেই। তাই ভাবলাম, আপনার কাছে অথবা মি. বেডোজের কাছে গেলে একটু বিশ্রাম জুটবে। কেননা, ওটা এখন আমার বিশেষ দরকার।

মি. ট্রেভর হাডসনকে কথা বলতে দিতে চায় না। শুধু প্রশ্ন করে, মি. বেডোজের ঠিকানাটা তুমি বলতে পারো?

হডিসন, কুটিলের হাসি হাসে। বলে, পুরোনো বন্ধুদের সকলেরই খবর আমি রাখি। এরপর আর হাডসন আর দাঁড়ায় না। মি. ট্রেভরের দাসীর সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

হাডসন রান্নাঘরের দিকে চলে যাবার পর মি. ট্রেভর নিজের মনে বলে ওঠে খনিতে কাজ করার সময় আমরা একই জাহাজে ছিলাম। তারপর আর মি. ট্রেভর লনে থাকে না, বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

ভিক্টর ট্রেভর ও আমি প্রায় এক ঘন্টা লনে কাটাই। তারপর বাড়িতে গিয়ে দেখি মি. ট্রেভর এতো বেশি মদ্য পান করেছেন যে সে বেহুঁস হয়ে রান্নাঘরের সোফায় শুয়ে আছে। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে গোলমেলে ঠেকল। পরের দিনই আমি ডনিথর্প থেকে চলে আসি। আমার এভাবে আসার আর একটা কারণ ছিল যে, সে সময় যদি আমি ওখানে থাকি তা হলে আমার বন্ধু ভিক্টর ট্রেভরের অস্বস্তির কারণ হতো।

আমি তখন লন্ডনে ফিরে এসে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে লেগে পড়লাম। কলেজের ছুটিও ফুরিয়ে এল প্রায়। হঠাৎ একদিন ভিক্টরের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেলাম। সে আমাকে ডনিথর্পে আসতে বিশেষ অনুরোধ করেছে। আমি তখন সময় নষ্ট না করে পরের ট্রেনেই ডনিথর্পের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ভিক্টর ট্রেভর গাড়ি নিয়ে এসেছিল রেল স্টেশানে। আমাকে দেখে যেন সে কোনো দুশ্চিন্তা থেকে আংশিক মুক্তি পেল। প্রথমেই সে বলল বাবার অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি প্রায় অর্ধমৃত।

ভিক্টর ট্রেভরের ওপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তার সেই আমুদে ভাব আর নেই। অনেক রোগা হয়ে গেছে। মানসিক যন্ত্রণায় ভুগে ভুগে সে যেন কুঁকড়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি কি হল?

সে বলল—স্নায়বিক আঘাত থেকেই হয়তো সন্ন্যাসী রোগ হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে। বাড়িতে ফিরে তাকে জীবিত দেখার কোনো আশা না থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এরকম হওয়ার কারণ কি ভিক্টর? আমি বললাম।

ভিক্টর আমাকে গাড়িতে তোলে। পথ চলতে চলতে বলে, তোমার কি মনে আছে হোমস্ একদিন বিকেলে হাডসন নামে একজন এসেছিল? সে আসলে একটি মূর্তিমান শয়তান। তার আসার পর থেকেই আমাদের ঘরে অশান্তির আগুন জ্বলছে!

বুঝতেই পারছো ওয়াটসন। আমার তখন ভিতরে কিসব হচ্ছে?

ওয়াটসন বলল—বলে যাও, বলে যাও বন্ধু!

হোম্‌স্ পুনরায় বলতে শুরু করলেন—আমি বললাম সব ব্যাপারটা খুলে বল ভিক্টর। হ্যাঁ, সেজন্যেই তো তোমাকে ডেকে এনেছি। তোমার পরামর্শ আমার ভীষণ প্রয়োজন। প্রথমে বাবা সেই হতভাগাকে মালির কাজে লাগায়। কিন্তু সে কাজটা তার পছন্দ হয় না। ফলে, বাবা তাকে খানসামার কাজে উন্নতি করে। খানসামা হয়ে সে যেন হাতির পাঁচ পা দেখল। সে যা ইচ্ছা তাই করতে শুরু করল। তার মাতলামি ও নোংরা ভাষায় বাড়ির ঝি-রা পর্যন্ত অতিষ্ট হয়ে উঠে। বাবাকে নালিশ জানায়।

ভিক্টর বলল—বাবা নিরুপায় হয়ে তাদের বোঝায়। তাদের মাইনে আরও বাড়িয়ে দেয়। আমার গা জ্বলে যায়। আমার বয়সী হলে হাডসনকে পুরো শায়েস্তা করে ছাড়তাম।

তারপর হাডসন আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। একদিন তো আমার সামনেই আমার বাবাকে অপমান করে। সেদিন আমি তার নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। ঘাড় ধরে তাকে ঘর থেকে বার করে দিই। সেও কালো মুখে ঘর থেকে চলে গেল বটে, তবে যাবার সময় সে জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার ওপর নিক্ষেপ করে গেল—তাতে মনে হল ও কোনো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। তারপর বাবার সঙ্গে কি হয়েছে জানি না। পরদিন বাবা আমাকে হাডসনের কাছে ক্ষমা চাইতে বলে। আমিও কিছুতেই শয়তান হাডসনের কাছে ক্ষমা চাইব না বলি। বাবা আমাকে জোর করে নি। তবে বাবা কেন হাডসনের কাছে মাথা তুলে কথা বলতে পারে না তা বুঝতে পারলাম না। আমার কাছ থেকে যাবার পর বাবা আর সেদিনের মতো নিজের ঘর থেকে বার হয় না। সবসময় কি যেন লেখে। একদিন রাতে আমি ও বাবা বসে আছি। হাডসন তখন মাতাল হয়ে এসে বলে, নরর্ফোকে যথেষ্ট হয়েছে। আর এখানে থাকছি না। এবার হাম্পাশায়ারে মি. বেডোজের কাছে যাবো। তিনিও বোধহয় আপনার মতোই আমাকে দেখে খুবই খুশি হবেন। হতভাগা বিদায় হবে শুনে আমি মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। বাবা, মুখ কালো করে বলে, নিশ্চয় তুমি মনে কোনোরকম কষ্ট নিয়ে এখান থেকে যাচ্ছো না হাডসন? মাতাল হাডসন জড়ানো গলায় বলে, কি, আমার কাছে কেউ তো ক্ষমা চাইল না? হাডসনের কথায় বাবা অসহায়ের মতো আমার দিকে তাকিয়ে বলে এই সদাশয় ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমি যে দুর্ব্যবহার করেছো তা তুমি স্বীকার করো ভিক্টর। আমিও ধৈর্য হারিয়ে বলি আসলে সবটাই উল্টো। ওই আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে যে, আমরা তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছি। এবার হাডসন ফোঁস করে ওঠে। ঠিক আছে, তাহলে ওই কথাই রইল। এর জবাব অবশ্যই তুমি পাবে। হাডসন এরপর আর সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা তার ঘরে চলে যায়। এবং আধ ঘন্টার মধ্যেই সে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ঠিক এরপর থেকেই বাবা মনের দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে। সবসময় আতঙ্কের জগতে থাকে রাত্রে ঘুমোয় না। শুধু ঘরে পায়চারী করে। অনেক কষ্টের পর যখন বাবার নার্ভাসনেস একটু কমাতে পেরেছি, ঠিক সেইসময়ে বাবার ওপর অতর্কিত মানসিক আঘাত আসে।

ভিক্টর বলল—হ্যাঁ, হোম্‌স্ আঘাত বটে। বাবার নামে ফোর্ডিং ব্রিজ ডাকঘর থেকে একটা চিঠি আসে। চিঠিটা পড়া মাত্র বাবা পাগলের মতো হয়ে যায়। দুই হাত দিয়ে নিজের মাথা চাপড়াতে শুরু করে। সমস্ত ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারী করে। এ হেন অবস্থায় বাবাকে একটা সোফায় একরকম জোর করে শুইয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ চোখ একদিকে কুঁচকে যায়। বাবার যে স্ট্রোক হয়েছে তা বুঝতে পারি। ডাক্তার ফোর্ডহ্যামকে ডাকি। ডা. ফোর্ডহ্যাম অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বাবাকে পক্ষাঘাতের হাত থেকে বাঁচানো গেল না। তারপর আর তার জ্ঞান আসে নি। জানি না, ফিরে গিয়ে তাকে দেখতে পাবো কিনা! চিঠিটার মধ্যে এমন কিছু ছিল মনে হয় হোম্‌স্,—যে বাবার তাতে খুবই মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছিল। কিন্তু শার্লক, আশ্চর্য হচ্ছি যে চিঠিটার বয়ান ছিল খুবই মামুলী। ছেলেমানুষীও বলা যেতে পারে। ভিক্টরদের বাড়ির কাছাকাছি আসতে না আসতে ভিক্টরদের বাড়ির সব কয়টা জানলা বন্ধ দেখে ভিক্টরের মধ্যে

ভাবান্তর দেখা দেয়। গাড়ি বাড়ির সীমানায় এলে সে এক লাফে গাড়ি থেকে নামে—ছুটতে ছুটতে বাড়ির ভেতরে যাবার পথ ধরে। কিন্তু মাঝপথে কালো পোষাক পরা একজনের সঙ্গে ভিক্টরের মুখোমুখি হয়। ভিক্টর প্রশ্ন করে, কখন সব শেষ হল ডাক্তার বাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন—তুমি যাবার সঙ্গে সঙ্গে। তবে মৃত্যুর সামান্য আগে জ্ঞান এসেছিল। সে সময় আপনার উদ্দেশ্যে বলেছেন—জাপানি ক্যাবিনেটের পেছনের ড্রয়ারে কাগজপত্র আছে।

ভিক্টর ট্রেভর তার মৃত বাবার কাছে চলে গেল। আমি ওদের পড়বার ঘরে গিয়ে বসলাম। পড়ার ঘরে বসে বসে মি. ট্রেভরের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী তা বের করতে চেষ্টা করতে থাকি।

হোম্‌সের মন্তব্য—প্রথমত মি. ট্রেভর একজন মুষ্টি যোদ্ধা। দ্বিতীয়ত সে পরিব্রাজকও বটে। আর শেষ কথা হল, সোনার খনিতে কাজ করে সে অনেক পয়সা করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেনই বা সে হাডসনের মতো নোংরা লোকের খপ্পরে পড়ল? কেনই বা হাতের অর্ধেক মুছে যাওয়া উল্কির দাগের কথা শুনে জ্ঞান হারাল? শেষে ফোর্ডিং ব্রিজ থেকে চিঠি পেয়ে মারা গেল? ফোর্ডিং ব্রিজ হল হ্যাম্পশায়ারে। হাডসন নিশ্চয়ই মি. বেডোজকে ব্ল্যাকমেল করার জন্যে তার নিছক ভয় দেখাবার জন্যে। অথবা মি. বেডোজ হাডসনের মনের কথা বুঝতে পেরে পুরোনো অপকর্মের সঙ্গী মি. ট্রেভরকে নিছক সাবধান করেছে মাত্র।

চিঠিটা সম্বন্ধে ভিক্টর ট্রেভরের মতামত খুবই মামুলি ছিল, বুঝলে ওয়াটসন। এ চিঠির বিষয়ে এতোটা গুরুত্ব দেবার প্রশ্নই ওঠে না এটা আমারও মত। আবার এও হতে পারে, চিঠিটা সাংকেতিক ভাষায় লেখা। ভিক্টর হয়তো তার আসল অর্থ বুঝতে পারে নি। তাই সে চিঠিটাকে মামুলি বলে চালাচ্ছে পড়ার ঘরে বসে আমি যখন এইসব ভাবছি, বুঝলে ওয়াটসন, তখন একজন পরিচারিকা একটা আলো নিয়ে ঘরে ঢুকল। পরিচারিকার পেছন পেছন ভিক্টর তাদের পড়বার ঘরে ঢোকে। তাকে ফ্যাকাসে ও বিভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছিল। সে এক বান্ডিল কাগজ আমার সামনের টেবিলের ওপর রাখে। তার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট ময়লা চিঠি আমাকে পড়তে দেয়। চিঠিতে লেখা আছ, সবরকম প্রাণীই শেষপর্যন্ত দেখছি হাডসন এনেছে। আর সব চাইতে সেরা বলে মুরগীগুলোকে রেখে দিয়েছে। তাহলে শিকারের পালাও শেষ হল।

ওয়াটসন! চিঠিটা যে সাদামাটা চিঠি নয় তখন তা সহজেই বুঝতে পারি। বারবার চিঠিটা পড়তে থাকি। এর ভেতরকার ভাব বের করার জন্যে সমানে চেষ্টা করতে লাগলাম। তারপর নানা রকম কায়দা করে অনেক মেহনত করে চিঠির আসল রহস্য উদঘাটন হয়। চিঠিটার প্রথম শব্দটাকে ধরে দুটো শব্দ বাদ দিয়ে পড়লেই সমস্যার সমাধান হল। কাজেই চিঠিটার অর্থ হল—'সব শেষ। হাডসন সব বলে দিয়েছে। পালাও। চিঠির আসল অর্থ জানতে পেরে ভিক্টর ট্রেভর মুষড়ে পড়ে। বলে, এ সাবধানের পেছনের কাহিনী নিশ্চয়ই অপরাধ জগতের কাহিনী। অথবা কুরুচিপূর্ণ কিছু। তবে বাবা হাডসনের মতিগতির আভাষ পেয়েছি। সে জন্যেই সে মৃত্যুর আগে লিখিতভাবে কিছু বক্তব্য রেখে গেছে। আর ভিক্টর সেই কাগজগুলোই জাপানি ক্যাবিনেটের ভেতর থেকে বের করে এনে আমাকে দেখাল।

আমি দেখলাম, এক বান্ডিল কাগজের ওপরে লেখা আছে '১৮৫৫ সালে অক্টোবর মাসে গ্লোরিয়া স্কট নামে জাহাজ ফর্লমাউথ থেকে যাত্রা করে ও নভেম্বরে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে।' লেখাগুলো চিঠির মতো করে লেখা।

'প্রিয় পুত্র, এই চিঠি লেখার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমার অতীত জীবনের অন্ধকারপূর্ণ দিনগুলোকে তোমার সামনে তুলে ধরা। জানি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে আতঙ্কে আমার দিন কেটেছে সে অসম্মানকর ঘটনার কথা শুনে তুমিও বিচলিত হবে। যে আঘাতের খ সবসময় আমার ওপর ঝুলছে, সে আঘাত যদি নেমে আসে, আমার ইচ্ছা তখন তুমি এটা পড়বে, সরাসরি যাতে আমার কাছ থেকেই জানতে পারো আমার অপরাধটা কতোখানি। আর যদি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে (দয়াল ঈশ্বর যেন তাই করেন,); তখন যদি দেখো এই কাগজগুলো নষ্ট করে ফেলা হয় নি,—যা কিছু তোমার কাছে পবিত্র তার নামে, তোমার প্রিয় মায়ের স্মৃতির

নামে এবং তোমার আর আমার মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক-তার নামে শপথ করো যে এগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে এবং এ নিয়ে আর লেশমাত্র চিন্তা মনে স্থান দেবে না। কিন্তু যদি এটা ঘটনাচক্রে তোমার চোখে পড়ে, অর্থাৎ আমার সমস্ত ব্যাপার যখন প্রকাশ হয়ে পড়বে আর আমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাবে, কিংবা, মনে ইচ্ছে তারই সম্ভাবনা বেশি-কারণ তুমি তো জানো আমার হৃৎপিণ্ড দুর্বল—মৃত্যুর কবলে আমি চিরদিনের মতো নির্বাক হয়ে থাকবো; উভয় ক্ষেত্রেই গোপন রাখার প্রয়োজন আর থাকবে না। যা লিখছি তার প্রতিটি বর্ণ যে সত্য তা আমি শপথ করে বলছি, কারণ আমি তখন করুণা প্রার্থী!

প্রিয় পুত্র, আমার নাম ট্রেভর নয়। অল্প বয়সে আমার নাম ছিল জেম্স্ আর্মিটেজ্। সহজেই তাই বুঝবে আমি কতোখানি আহত হয়েছিলাম, তোমার বন্ধু শার্লক যখন কয়েক সপ্তাহ আগে এমন ইঙ্গিত করেছিল যা থেকে ভেবেছিলাম বুঝি সে আমার এই গুপ্ত কথা জেনে ফেলেছে। আর্মিটেজ নামেই আমি লন্ডনের এক ব্যাংকে কাজে ঢুকি এবং ওই নামেই দেশের আইন-ভঙ্গের অপরাধী সাব্যস্ত হই ও আমার দ্বীপান্তরের শাস্তি হয়। খুব নির্মমভাবে আমাকে বিচার কোরো না পুত্র! আমার একটা দেনা ছিল, সম্মান বজায় রাখার জন্যে আমার সে টাকাটা রেখে দিতে পারবো। কিন্তু নির্মম ভাগ্য আমার ওপর চেপে বসল। যে টাকার ওপর আমি নির্ভর করেছিলাম সে টাকা এল না শেষপর্যন্ত, এবং যথাসময়ের আগেই হিসাবপত্রের তলব হওয়ায় ধরা পড়লাম আমি। তিরিশ বছর আগে আইন এখনকার মতো ছিল না, অত্যন্ত কড়া ছিল। আমার ২৩ বছরের জন্মদিনে আমি তখন আরো সাঁইত্রিশ জন অপরাধীর সঙ্গে শৃঙ্খলিত হয়ে 'গ্লোরিয়া স্কট' জাহাজে অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে চলেছি।

সময়টা হল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তখন চরমে পৌঁছেছে। পুরোনো কয়েদি—জাহাজগুলো সে সময় কৃষ্ণসাগরে ফেরি খাটানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল গভর্নমেন্টকে তাই বাধ্য হয়েই কয়েদিদের জন্যে ছোট ছোট আর খারাপ জাহাজই ব্যবহার করতে হতো। 'গ্লোরিয়া স্কট' জাহাজটি ছিল চীন দেশে চায়ের ব্যবসায়ের জাহাজ। কিন্তু এটা বেজায় ভারী ও সেকেলে বলে পাঁচশো টনের এই জাহাজটাকে নতুন দিনের জাহাজ এসে হটিয়ে দেয়। আটত্রিশ জন কয়েদি ছাড়াও জাহাজটায় ছিল ২৬ জন নাবিক, আঠারো জন সৈন্য, একজন ক্যাপ্টেন, তিনজন মেট, একজন ডাক্তার আর চারজন ওয়ার্ডার। সবশুদ্ধ শ-খানেক মানুষ নিয়ে জাহাজটা ফলমাউথ থেকে যাত্রা করেছিল। কয়েদীদের খুপরি-ঘরগুলোর মাঝে মাঝে কাঠের দেয়াল কয়েদীদের জাহাজ সাধারণত যেমন কাঠের হয় তেমন না হয়ে এ জাহাজে ছিল পাতলা আর ভঙ্গুর। আমার ঠিক পেছনের খুপরিতে ছিল সেই লোকটা যাক আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিলাম যখন আমাদের জাহাজে তোলা হয়। অল্প বয়স, দাড়ি-গোঁফ না-গজানো পরিষ্কার তার মুখ, লম্বা পাতলা নাক, আর খুব মজবুত চোয়াল। ওপর দিকে মুখ তুলে খোশমেজাজে হামবড়া ভঙ্গীতে সে চলাফেরা করতো। খুব বেশি লম্বা বলেই সে বিশেষ করে চোখে পড়ল। সবাই যেখানে বিমর্ষ আর ক্লান্ত সেখানে তার মতো পরম উৎসাহী আর দৃঢ় সংকল্প মানুষের দেখা পাওয়া আশ্চর্য। সে ছিল যেন, তুষারঝড়ের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখলাম যে আমাদের দুটো ঘরের মাঝখানের দেয়ালটার খানিকটা সে কেটে ফেলেছে। বলল সে, ওহে বন্ধু, তোমার নাম কী? কী অপরাধে তুমি এখানে?

তার কথার উত্তর দিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলাম।

সে বলল—আমার নাম জ্যাক্ প্রেন্ডারগাস্ট। অবিলম্বেই তুমি এ নামটাকে পবিত্র বলে মনে করবে।

মনে পড়ল ওর মামলার কথা আমি কাগজে শুনেছি। আমি ধরা পড়ার কিছুদিন আগে সে মামলা শুরু হয়েছিল—সারা দেশে প্রচুর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ভালো ঘরের ছেলে ছিল সে। অনেক গুণও তার ছিল। কিন্তু এমন কতোকগুলো দোষ তার ছিল যা আর শোধরাবার উপায় ছিল না। খুব চালাকি করে সে লন্ডনের বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে প্রচুর টাকা

নিয়েছিল। প্রায় আড়াই লক্ষ পাউন্ড হাতিয়ে ছিল। আর সেই টাকা আমার কাছেই আছে। কেননা, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবে আমি মনে করি, টাকা থাকলে দুনিয়ার সব কাজ করা যায়। তোমার যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো তুমি তার প্রমাণ পেয়ে যাবে। প্রথমে আমি প্রেন্ডার গাস্টের কথাগুলো নিছক হামবড়াই বলে মনে করেছিলাম।

কিছুদিনের মধ্যে প্রেন্ডারগাস্ট আমাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে। আমাকে দিয়ে যতোভাবে সম্ভব শপথ করিয়ে নিল। অবশ্য তার আগে সে বলেছিল—এখন সে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে। আর বন্ধুদেরও সেই সঙ্গে সাহায্য করবে। তাকে আঁকড়ে পবিত্র বাইবেলের নামে শপথ করে বলছি সে ঠিক তোমার গতি করে দেবে। অবশেষে দেখা গেল জাহাজটা দখলের একটা রীতিমত ষড়যন্ত্র চলছে।

আমার এক সহকর্মী ছিল, অমন খাঁটি মানুষ আর দুটি পাবে না। তার টাকা আছে—আর, জানো, এই মুহূর্তে সে কোথায়? আর সেই-ই তো এই জাহাজের স্বয়ং পুরোহিত! যখন সে এল তার পরণে কালো কোট, কাগজপত্র ঠিক যা যা দরকার, আর এতো টাকা যে, তা দিয়ে সমস্ত জাহাজটা কিনে নেওয়া যায়। নাবিকরা সব তার কথায় ওঠে বসে। প্রচুর টাকা দিয়ে সে তাদের একেবারে কিনে নিয়েছে। আর তারা সই করার অনেক আগে থেকেই দুইজনে ওয়ার্ডার আর দ্বিতীয় মেট মার্সারকে সে হাত করেছে, এবং ক্যাপ্টেনকেও দরকার হলে হাত করে নেবে। আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই এক জোড়া করে পিস্তলের ব্যবস্থা হয়েছে। তার ওপর সমস্ত নাবিকরা আমাদের পক্ষে। এ সত্ত্বেও আমরা যদি জাহাজটা দখল করতে না পারি তাহলে আমাদের আবার দিদিমণির ইস্কুলেই ফিরে যাওয়া উচিত। আজ রাতে তোমার বাঁদিকের ঘরের লোকটির সঙ্গে কথা বলে দেখ সে বিশ্বাসযোগ্য কিনা।

আমি সেই কথা মতো কথা বলে দেখলাম, ইভান্সের সঙ্গে। অল্পবয়স্ক অনেকটা আমার মতো। সেও পরে আমারই মতো নাম পাল্টেছিল। সে এখন প্রচুর ধনী ও প্রতিপত্তিশালী। দক্ষিণ ইংল্যান্ডে বাস করছে। দেখা গেল সেও এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে প্রস্তুত।

গোড়া থেকেই জাহাজ দখল করার ব্যাপারে বলতে গেলে কোনো বাধা ছিল না। নাবিকরা ছিল শয়তানের দল। বেছে বেছে জাহাজে ভর্তি করা। ভণ্ড পুরোহিত খুপরিতে খুপরিতে এসে আমাদের খুব উৎসাহ দিয়ে গেল। তার হাতে কালো ব্যাগ, যার ভিতরে বই থাকবার কথা। এতোই ঘন ঘন সে আসতে লাগল যে তিন দিনের মধ্যেই আমাদের প্রত্যেকের বিছানার নিচে একটা করে উকো আর একজোড়া পিস্তল, এক পাউন্ড বারুদ আর কুড়িটা বন্দুকের গুলি। ওয়ার্ডারদের মধ্যে দুইজন ছিল প্রেন্ডারগাস্টের হাতের লোক, আর দ্বিতীয় মেট তার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। তখন আমাদের বিপক্ষে রইল কেবল ক্যাপ্টেন, দুইজন মেট, দুইজন ওয়ার্ডার, লেফটেন্যান্ট মার্টিন আর তার আঠারো জন সৈন্য, আর ডাক্তার। কিন্তু যথেষ্ট নিরাপদ মনে হলেও সবরকম সাবধানতই অবলম্বন করা হল। আমার যখন আশা করেছিলাম তার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। এবার ঘটনাটা যেরকমবাবে ঘটেছিল তা বলছি—

আমাদের সমুদ্রযাত্রার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার এক অসুস্থ কয়েদীকে দেখতে নেমেছেন। রুগীর বালিশের নিচে যেখানে রিভলভার দুটো ছিল সেখানে ডাক্তারের হাত চলে যায়। ডাক্তার রিভলভার দুটো হাত দিয়ে অনুভব করে। ডাক্তার যদি না জানার ভান করতো তাহলে পরে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করে আমাদের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিতে পারতো। ডাক্তার ভদ্রলোক ছিলেন ছোটোখাটো নাভার্স ধরনের মানুষ। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। আর এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন যে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ধরে ফেলল তাঁকে। আর, টুঁ শব্দ করার আগেই তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর বিছানায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হল তাঁকে। ডেকে যাবার দরোজাটা তিনি খোলা রেখে এসেছিলেন। সেখান থেকে আমরা ছুটে গেলাম। সান্ত্রী দুইজনকে গুলি করে মারা হল। একজন কর্পোর্যাল ব্যাপারটা দেখতে এসেছিল, তাকেও মারা হল। প্রধান কেবিনের দরোজার কাছে

আরো দুইজন সৈন্য ছিল, কিন্তু বন্দুকে গুলিবারুদ না থাকায় তারা আমাদের গুলি করতে পারে নি। তারা তখন সঙিন লাগাবার চেষ্টা করেছিল—সেই অবস্থায় তাদের গুলি করে মারা হল। তখন আমরা দৌড়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু দরোজাটা ঠেলে খোলবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। টেবিলের ওপর বিছানো অ্যাটল্যান্টিকের চার্টটার ওপর ক্যাপ্টেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর মাথার ঘিলু সেই চার্টের ওপর মাখামাখি হয়ে পড়েছে। আর পুরোহিত রয়েছে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে, হাতের পিস্তল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মেট দুইজন নাবিকদের কাছে ধরা পড়ল। ব্যস্, মনে হল সব শেষ। ক্যাপ্টেনের কেবিনের পাশে প্রধান কেবিনের আমরা সকলে একত্রিত হলাম। আমরা মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম। পুরোহিত আনন্দ উৎসব হিসেবে প্রধান কেবিনের একটা দরোজা ভেঙে কয়েকটা শেরির বোতল বার করে। বোতলের গলা ভেঙে সবে গ্লাসে ঢালতে যাবো, সঙ্গে সঙ্গে কেবিনের মধ্যে বন্দুকের গুলির শব্দ হয়। ধোঁয়ায় কেবিনটা ভরে যায়। আমরা দুহাতের মধ্যে কোনো লোককে দেখতে পাচ্ছি না।

কেবিনের ধোঁয়া কেটে গেলে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পুরোহিত ও আরো আটজন তখন কেবিনের মেঝেতে গড়াগড়ি করছে। টেবিলের ওপরে ক্যাপ্টেনের দেহের রক্ত ও ব্রাউন শেরি পড়ে এক নারকীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় প্রেন্ডারগাস্ট আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সে সকলকে নিয়ে চিৎকার করতে করতে প্রধান কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে। চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখি, লেফ্‌টেন্যান্ট তার দশজন সৈন্য নিয়ে জাহাজের পেছনের দিকে উঁচু পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ঘুলঘুলির কাঁচ ভেঙে সেখান থেকে আমাদের গুলি করছে। বন্দুকে গুলি ভরার সুযোগ নিয়ে প্রেন্ডারগাস্টের নেতৃত্বে আমরা সৈন্যদের ওপরে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব শেষ। জাহাজটা তখন এটা কসাইখানায় পরিণত হল।

প্রেন্ডারগাস্টের লম্ফঝম্প বেড়ে গেল। সে চীৎকার করে চারিদিক মাতিয়ে রাখছিল। আহত ও নিহত সৈন্যদের সে বাচ্চা ছেলেদের মতো জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলে দিল। ভীষণভাবে আহত একজন সার্জেন্ট বেশ কিছুক্ষণ সমুদ্রের জলে সাঁতার কেটে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু একজন কয়েদীর গুলিতে তার মাথা ছাতু হয়ে যায়। লড়াইয়ের শেষে শত্রুপক্ষের মধ্যে তখন জীবিত কেবল ওয়ার্ডাররা, মেটেরা আর ডাক্তার।

এই কয়জনকে নিয়ে ঝগড়া শুরু হল। আমাদের অনেকেই স্বাধীনতা ফিরে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম। অযথা আমাদের হত্যা করার ইচ্ছে ছিল না। সশস্ত্র সেনাদের হত্যা করা এক কথা, আর বিনা উত্তেজনায় নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। আমরা আটজন—পাঁচজন কয়েদী আর তিনজন নাবিক, এতে বাধা দিলাম। কিন্তু প্রেন্ডারগাস্ট আর সঙ্গীরা অটল। সে বলল,—ওদের একেবারে শেষ করলেই তবেই আমরা নিরাপদ হবো। তাহলে আর আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো কেউ থাকবে না। যখন দেখা গেল যে আমাদের অবস্থাও বন্দিদের মতো হয়ে এসেছে তখন প্রেন্ডারগাস্ট বলল—ইচ্ছে করলে আমরা একটা নৌকো করে নাবিকের পোষাক, এক ব্যারেল করে জল, দুটো করে পিপে—তার একটায় নানা রকম জিনিস আর অন্যটায় বিস্কুট, আর একটা কম্পাস—একটা চার্ট আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে প্রেন্ডারগাস্ট আমাদের এই বলে পরিচয় দিতে বলল যে অক্ষাংশ ১৫ উত্তরে আর দ্রাঘিমাংশ ২৫ পশ্চিমে আমাদের জাহাজডুবি হয়েছে। এই বলে সে আমাদের নৌকো ছেড়ে দিল।

উত্তর দিক থেকে হালকা বাতাস বইছিল। সেই হাওয়ায় জাহাজটা ধীরে ধীরে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। বড় বড় শান্ত ঢেউয়ের উপর দিয়ে আমাদের নৌকো উঠছে, আর নামছে। ইভ্যান্স আর আমি ছিলাম দলের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত। চার্ট দেখে দেখে আমাদের অবস্থিতির হিসেব করছি আর আলোচনা করছি কোণ তীর লক্ষ্য করে এগোবো। প্রশ্নটা

ভাববার কারণ আমাদের উত্তরে হল কেপ ভার্দস প্রায় পাঁচশো মাইল দূরে, আর পূর্বে আফ্রিকার কূল প্রায় সাতশো মাইল। বাতাস যখন মোটামুটি উত্তর দিকেই চলেছে তখন ঠিক করলাম সিয়েরো লিওনের দিকে যাওয়াই হবে সবচেয়ে ভালো। হঠাৎ জাহাজটার দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, কালো ধোঁয়ার একটা পুরু মেঘ সেখান থেকে উঠে আকাশের সীমায় প্রকাণ্ড একটা গাছের মতো দেখাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বজ্রের মতো প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল। ধোঁয়া পাতলা হতে যেতে 'গ্লোরিয়া স্কটে'র আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা নৌকোর মাথা ঘুরিয়ে প্রাণপণে দাঁড় টেনে চললাম। অনেক সময় লাগল দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছতে।

গিয়ে দেখলাম একটা ভাঙা নৌকো, কয়েকটা ক্রেট, আর কিছু কাঠকুটো ভেসে ওঠা ছাড়া কোনো প্রাণীর চিহ্ন দেখা গেল না। হতাশ হয়ে আমরা ফিরে চলেছি এমন সময় সাহায্যের জন্যে একটা আর্ত চিৎকার আমাদের কানে এল। দেখলাম একখণ্ড ভাঙা কাঠের ওপর একটা লোক আড়াআড়িভাবে শুয়ে আছে। নৌকোয় তাকে তুলতে দেখলাম। সে একজন তরুণ নাবিক, নাম তার হাডসন। এমন পুড়ে গেছে সে, আর এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে পরদিন সকালের আগে পর্যন্ত তার কথা বলার শক্তি পর্যন্ত ছিল না।

পরে জানতে পেরেছিলাম, আমরা চলে আসার পরে বুঝি প্রেন্ডারগাস্ট আর তার দলবল অবশিষ্ট পাঁচজন বন্দিকে হত্যা করে। বাকি ছিল শুধু একজন মেট। প্রচুর দুঃসাহসী আর তৎপর ছিল সে কোনোরকমে বাঁধন খুলে ফেলল (কেমন করে জানিনা সে বাঁধনটা সে আলগা করে ফেলেছিল)। ডেকের নিচে নেমে উদ্ধত পিস্তল জন-বারো কয়েদী যারা তার খোঁজে নেমে গেছিল, দেখে হাজাজে যে একশোটা বারুদের পাত্র ছিল তার একটার কাছে একটা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। শপথ করে সে বলল, যে যদি তার গায়ে একটুও হাত দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে সে সবাইকে উড়িয়ে দেবে। এর পরের মুহূর্তেই বিস্ফোরণটা হল, যদিও হাডসনের মনে হয় যে মেটের দেশলাইয়ের আগুনে নয়, কয়েদীদেরই একজন গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। যাইহোক এইভাবেই 'গ্লোরিয়াস্কটে'র আর যারা তা অধিকার করেছিল তাদের সবার অবসান হল। এই হল সংক্ষেপে সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের ইতিহাস।

পরদিন অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ "হটস্পার" আমাদের তুলে নেয় এবং ডুবে যাওয়া জাহাজের বেঁচে যাওয়া যাত্রী হিসেবে আমাদের মেনে নিতে তার ক্যাপ্টেনের কোনো অসুবিধা হয় নি। অ্যাডমিরালটির খাতায় লেখা হয়েছিল,—ফেরি জাহাজ 'গ্লোরিয়া স্কট' সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। তার প্রকৃত পরিণতি সম্বন্ধে কোনো কথাই জানানো হল না। চমৎকার সমুদ্রযাত্রার পর আমরা 'হটস্পারে' সিডনিতে পৌঁছালাম। আর সেখানেই ইভ্যান্স আর আমি নাম পাল্টালাম। সেখান থেকে আমরা গেলাম খনির কাজে যোগ দিতে। সেখানে দেশ-বিদেশের বহু-মানুষের ভীড়ে আমরা হারিয়ে গেলাম। আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ ফিরে গেল। তারপর একদিন প্রচুর অর্থ নিয়ে ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে জমি কিনলাম। কুড়ি বছরের বেশি দিন আমরা শান্তিতে বাস করে এসেছি, দেশের উপকারে লেগেছি।

এবার ভিক্টর, আমার প্রিয় পুত্র, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে, যেদিন হাডসনকে দেখি, সেদিন আমার মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়েছিল কেন? কেন আমি ওকে ঘাঁটাতে চাই নি? ও কীভাবে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল তা এখন নিশ্চয়ই তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে?

তারপরের লেখাগুলোর বেশ অস্পষ্ট। তবুও হোম্‌স্ লেখা গুলো পড়ে। লেখা আছে, বেডোজ সাঙ্কেতিক ভাষায় আমাকে জানিয়েছে যে, হাডসন সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে। করুণাময় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমার আত্মার ওপর দয়া করেন।

এরপর ভিক্টরের মন খুবই ভেঙে পড়ে। সে তরাই অঞ্চলে চায়ের চাষে চলে যায়। সেখানে সে যেন আনন্দের সঙ্গে দিন কাটায়।

আর এরপর থেকেই হাডসন ও মি. বেডোজের কোনো খবর পাওয়া যায় না। তবে মি.

বেডোজ হাডসনের কথা বিশ্বাস করেছিল। হাডসনকে চিরদিনের মতো স্তব্ধ করার জন্যে মি. বেডোজ নিজেই তাকে হত্যা করে টাকা পয়সা নিয়ে অন্য দেশে গা ঢাকা দেয়।

শার্লক হোম্‌স্‌ একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর ডা. ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বলে—এই হল মামলার প্রকৃত ঘটনা। যদি মনে করো তোমার নথিপত্রের মধ্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য তাহলে ভিক্টর ট্রেভরের দেওয়া এই কাগজপত্রগুলো তোমার কাছে রাখতে পারো।

দোভাষী

একদিন সন্ধ্যেবেলায় গল্পচ্ছলে ড. ওয়াটসন, শার্লক হোম্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন,—দেখো শার্লক, তোমার ক্ষেত্রে, তোমার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে এটুকু স্পষ্ট যে তোমার পর্যবেক্ষণ আর অদ্ভুত বিশ্লেষণ-শক্তি সম্পূর্ণ তোমার নিজস্ব শিক্ষা থেকেই অদ্ভুত।

কতকটা ঠিকই বলেছো তুমি, হোম্‌স্‌ বললেন—আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন গ্রামাঞ্চলের জমিদার গোছের, সে শ্রেণীর সাধারণতঃ যেভাবে জীবন যাপন করে তাঁরাও সেইভাবেই করে এসেছেন। কিন্তু তাহলেও আমার এই যে বৈশিষ্ট্য আমার ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত, হয়তো তা পেয়েছি আমার ঠাকুমার কাছ থেকে। তিনি ছিলেন ফরাসি শিল্পী ভের্নের বোন। পূর্বপুরুষ শিল্পী হলে উত্তরাধিকারীর মধ্যে তা অনেক সময় অদ্ভুতভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ওয়াটসন বললেন—কী করে জানলে, এটা তোমার বংশানুক্রমিকভাবে পাওয়া?

কারণ আমার ভাই মাইক্রফটের মধ্যে এ গুণ আমার চেয়ে বেশি মাত্রায় বর্তমান, হোম্‌স্‌ বললেন—সত্যিই বলছি যে মাইক্রফটের পর্যবেক্ষণ শক্তি আমার চেয়ে অনেক ভালো। আর সে আমার চেয়ে সাত বছরের বড়।

ওয়াটসন বললেন—তবে তিনি তোমার মতো এতো বিখ্যাত হতে পারেন নি কেন?

হোম্‌স্‌ বললেন—না, না ওয়াটসন, নিজের গণ্ডীতে তিনি খুবই বিখ্যাত।

সেটা কোথায় তাহলে? ওয়াটসনের কৌতূহল।

হোম্‌সের উত্তর—ধরে নিতে পারো, ডায়োজিনিস ক্লাবে।

ওয়াটসন বললেন—এ নাম আমি কখনো শুনি নি, এবং আমার সে মনোভাব হয়তো আমার মুখের ভাবেই ফুটে উঠেছিল। শার্লক হোম্‌স্‌ ঘড়িটা বার করে বললেন-ডায়োজিনিস ক্লাব হল লন্ডনের সবচেয়ে আশ্চর্য ক্লাব, আর মাইক্রফট তার সবচেয়ে আশ্চর্য মানুষদের অন্যতম। পৌনে পাঁচটা থেকে আটটা কুড়ি পর্যন্ত তিনি রোজই সেখানে থাকেন। এখন ছয়টা তাই বলছি, এই সুন্দর সন্ধ্যাটায় একটু যদি ঘুরতে রাজি হও তো আনন্দের সঙ্গেই দুটি আশ্চর্য জিনিসের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হোম্‌স্‌রা বেরিয়ে পড়লেন। কথা বলতে বলতে তারা পল-মল-এ পৌঁছে গেলেন। কার্লটন থেকে খানিকটা দূরে একটা বাড়ির দরোজার কাছে এসে হোম্‌স্‌ থামলেন। তারপর তিনি ওয়াটসনকে চুপ্‌ করে থাকতে বলে হলঘরের দিকে এগিয়ে চললেন। জানলার কাঁচ দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বিলাসকক্ষ দেখা গেল। হোম্‌স্‌ ওয়াটসনকে একটা ছোট ঘর দেখালেন, যেটা থেকে পল-মল চোখে পড়ে। তারপর মিনিটখানেক ওয়াটসনকে সেখানে রেখে যাঁকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন, দেখেই বোঝা গেল, তিনি শার্লকের ভাই ছাড়া আর কেউ নয়।

মাইক্রফট মার্লকের চেয়ে লম্বায় চওড়ায় অনেক বড়, অনেক বেশি মজবুতও বটে। বেজায় মোটা। কিন্তু তাঁর মুখটা ভারী হলেও যে তীক্ষ্ণতা তাঁর ভাইয়ের বৈশিষ্ট্য তার কিছুটা পরিচয় সেখানে ছিল। তাঁর চোখ অদ্ভুত হাল্‌কা, তরল ধূসর রঙের, সে চোখে সর্বদা সেই সুদূর প্রসারী অন্তর্মুখী দৃষ্টি যা শার্লকের চোখে কেবলমাত্র তখনই দেখা দেয় যখন তিনি কোনো সমস্যার সমাধান পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে থাকেন।

মি. মাইক্রফট ওয়াটসনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—আপনার সঙ্গে আলাপ করে সুখী হলাম। আপনি শার্লকের কাহিনী লিখতে শুরু করা থেকেই তার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়েছে। আচ্ছা, ভালো কথা শার্লক, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি গত সপ্তাহে সেই ম্যানর

হাউস মামলার ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসবে। তুমি বোধ হয় ঠিক ওটার নাগাল পাচ্ছিলে না, না?

না, না, ওটার সমাধান করেছি। হাসতে হাসতে শার্লক বললেন।

নিশ্চয় অ্যাডাম্‌স্‌? মাইক্রফটের মন্তব্য।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যাডাম্‌স্‌ই, হোম্‌স্‌ বললেন।

মাইক্রফট বললেন—এ আমি গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। দুইজনে তখন গিয়ে জানলার ধারে বসলেন। মাইক্রফট্‌ বললেন—মানুষের চরিত্র লক্ষ্য করতে হলে উপযুক্ত জায়গা হল এই। কতো চমৎকার সব নমুনা দেখা যায়। যেমন ধরো ওই দুইজন লোক আমাদের এই দিকেই আসছে।

হোম্‌স্‌ বললেন—ওই হল বিলিয়ার্ডের মার্কার, আর ওই অন্য লোকটা?

ঠিক বলেছো, মাইক্রফট বললেন—অপর লোকটি সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?

দুটি লোক এসে জানলার সামনে থেমেছিল। ওয়েস্টকোটের পকেটে কয়েকটা চকের দাগ ছাড়া বিলিয়ার্ডের কোনো চিহ্ন সে লোকটির মধ্যে ছিল না। অপরজন হল, খুব ছোটখাটো, কালচে রঙের মানুষ। তার মাথার হ্যাটটা পেছন দিকে সরিয়ে বসানো, আর বগলে অনেকগুলো বান্ডিল।

শার্লক বললেন—পুরোনো সৈন্য দেখছি।

মাইক্রফটের মন্তব্য—খুব সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন—ভারতে গেছিল কাজে।

শার্লকও সমান তালে বললেন—রয়্যাল আর্টিলারি তাই বোধহয় বউ মারা গেছে। একটা বাচ্চা আছে।

মাইক্রফট বললেন—একটা নয়, একাধিক!

ওয়াটসন দুইজনের পাল্লা দেওয়া দেখে হেসে ফেললেন। বললেন, ঢের হয়েছে! বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?

শার্লক বললেন—যার অমন চেহারা আর অমন কর্তৃত্বভরা চালচলন আর রোদে পোড়া চামড়া, সে যে সৈন্য এবং সাধারণ সৈন্যের চেয়ে উচ্চপদস্থ এবং অল্পদিন মাত্র হল ভারত থেকে ফিরেছে এ আন্দাজ করা কঠিন নয় বিশেষ।

আর, বেশিদিন যে সে চাকরি ছাড়ে নি তা বোঝা যায় তার পায়ের সামরিক বুট দেখে—মাইক্রফট মন্তব্য করলেন। তার চলন অশ্বারোহী—সুলভ নয়, তবুও সে হ্যাট পরতো একপাশে হেলিয়ে—ভুরুর সেদিকটার অপেক্ষাকৃত হালকা রং দেখে তা বেশ আন্দাজ করা যায়। আর ওর যা ওজন তাতে মাটি কাটার কাজও ওর ছিল না। কাজেই ও হল গোলন্দাজ বাহিনীর লোক।

শার্লকও সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন—তারপর. ধরো ওর পূর্ণ অশৌচের বেশ। এ থেকে বুঝতে হবে যে সে অত্যন্ত প্রিয় কাউকে হারিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, বাচ্চাদের জন্যেও জিনিস কিনেছে। তার একটা আবার খেলনা, যার মানে বুঝতে হবে, বাচ্চাগুলির মধ্যে একটি হল নিতান্ত শিশু। শিশুর জন্মদিনেই হয়তো ওর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আর ওর হাতের ছবির বইটা থেকে বুঝতে হবে যে আরও একটা সন্তানের চিন্তাও তাকে করতে হয়।

ওয়াটসন বুঝতে পারলেন—বন্ধু শার্লক কেন বলতেন তাঁর ভাইয়ের পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর চেয়েও বেশি।

মাইক্রফট কচ্ছপের খোলের নস্যিদানী থেকে নস্যি নিতে নিতে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। তারপর শার্লকের উদ্দেশে বললেন—শার্লক, ঠিক তোমার মনের মতো একটা কাজ আমার কাছে আছে। খুব আশ্চর্য একটি সমস্যা। এর গতি প্রকৃতি অনুসরণ করার মতো উৎসাহ আমার নেই, খাপছাড়া ভাবে যেটুকু চেষ্টা করেছি সেটুকু ছাড়া,—ঘটনাটা যদি শুনতে চাও তো বলি—

শুনবো বৈকি, খুবই আনন্দের সঙ্গেই শুনবো, শার্লক বললেন।

পকেট-বুকের একটা পাতায় কি লিখে বেয়ারা ডেকে মাইক্রফট তাকে সেটা দিয়ে বললেন,-মি. মেলাসকে এখানে আসতে বললাম।

তিনি থাকেন আমার ওপরের তলায়। আমার সঙ্গে সামান্যই আলাপ ছিল! বিপদে পড়ে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মি. মেলাস হলেন আসলে গ্রিক-ভাষাবিদ হিসেবে আশ্চর্য ক্ষমতা তার। কিছু সময় আদালতে দো-ভাষীর কাজ করে আর বাকি সময় পূর্ব-দেশীয় ধনী ব্যক্তি নর্দার্মল্যান্ড অ্যাভেনিউয়ের হোটেলগুলোয় ওঠেন, এবং তাদের গাইডের কাজ করে জীবিকা অর্জন করেন। তাঁর আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক্।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক বেঁটে খাটো গাঁট্টা গোট্টা মানুষ এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি সাগ্রহে শার্লক হোম্‌সের সঙ্গে করমর্দন করলেন আর যখন শুনলেন বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকটি তাঁর কাহিনী শুনতে আগ্রহী তখন তাঁর দুচোখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল।

মি. মেলাস করুণস্বরে বললেন—পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করে নি। কারণ, তারা বলেছে, এ কখনো সত্যি হতে পারে না। কিন্তু আমি মনে শান্তি পাবো না যতোক্ষণ না আমি জানতে পারছি মুখে প্ল্যাস্টার লাগানো বেচারার কী হল শেষপর্যন্ত।

বলুন, আমি মন দিয়ে শুনছি—হোম্‌স্ বললেন।

মি. মেলাস শুরু করলেন—আজ বুধবার, ঘটনাটা হল সোমবারের।

আপনি নিশ্চয়ই আমার প্রতিবেশীর কাছে শুনে থাকবেন যে, আমি একজন দো-ভাষী। প্রায় সমস্ত ভাষায়ই আমি দো-ভাষীর কাজ করে থাকি। কিন্তু যেহেতু জন্মস্বত্বে এবং নামেও আমি গ্রিক, তাই ওই ভাষার প্রধান দো-ভাষীর কাজ করে আসছি অনেক দিন ধরেই। হোটেলগুলোয় আমি বিশেষ সুপরিচিত। বিদেশীরা বিপদে পড়লে বা কোনো পর্যটক বেশি রাতে শহরে এসে পৌঁছলে যখন তখন আমার শরণাপন্ন হন। এবং এর ফলে প্রায়ই অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে আমার তলব পড়ে। তাই সোমবার রাতে যখন মি. ল্যাটিমার নামে এক ভদ্রলোক এসে বাড়ির নিচে গাড়ি রেখে আমায় নিয়ে যেতে এলেন তখন আমি কিছুমাত্র অবাক হই নি। এরকম তো প্রায়ই হয়। তিনি বললেন—এক গ্রিক বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, এবং নিজের ভাষা ছাড়া আর কিছু তার জানা না থাকায় তাঁর দো-ভাষীর প্রয়োজন অপরিহার্য। তার বাড়ি কেনসিংটনে। তাড়াহুড়ো করে আমাকে গাড়িতে তুললেন। চেয়ারিং ক্রসের ভিতর দিয়ে আমরা শ্যাফট্‌স্‌বেরি অ্যাভেনিউ দিয়ে এগিয়ে চললাম। তারপর এসে পড়লাম অক্সফোর্ড স্ট্রিটে। কেনসিংটনের দিকে যেতে এটা ঘুরপথ হয়ে যাচ্ছে, এই মন্তব্য করতেই আমার মুখোমুখি বসা মি. ল্যাটিমার যেন অদ্ভুত একটা ব্যবহার করলেন। একটা ভয়ঙ্কর লাঠি পকেট থেকে বার করে ভদ্রলোক সেটা সামনে আর পেছনে দোলাতে লাগলেন। যেন, তার ওজন আর শক্তি পরীক্ষা করে দেখছেন। তারপর একটি কথাও না বলে সেটা পাশের সিটের ওপর রেখে দিলেন। এবার তিনি গাড়ির দুইদিকেই দরোজা বন্ধ করে দিলেন। জানলার কাঁচগুলি কাগজ দিয়ে ঢাকা ছিল।

আপনার বাইরে তাকানো বন্ধ করে দিলাম বলে দুঃখিত মি. মেলাস। আমি চাই না যে আপনি পথটা চিনে রাখুন! আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। তো তো করে বললাম, এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যবহার মি. ল্যাটিমার। নিশ্চয়ই জানেন, আপনি যা করছেন তা সম্পূর্ণ বেআইনি।

মি. ল্যাটিমার বললেন—সুযোগ নিচ্ছি। পুষিয়ে দেবো। তবে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি আপনি আজ রাতে কোনোরকম সোরগোল তোলার চেষ্টা করেন বা আমার পক্ষে ক্ষতিকর কোনো কাজ করেন, ব্যাপারটা তাহলে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠবে জানবেন। মনে রাখবেন দয়া করে যে আপনি কোথায় তা কেউ জানে না এবং এই গাড়িতেই হোক বা আমার বাড়িতেই হোক, আপনি এখন সম্পূর্ণভাবে আমার হাতে।

আমি তখন চুপ করে ভাবতে লাগলাম এভাবে আমায় ধরে নিয়ে যাবার কী উদ্দেশ্য হতে পারে ভদ্রলোকের? এবং বুঝতে পারলাম যে বাধা দিয়ে কোনো ফল হবে না। এখন শুধু আমায়

দেখে যেতে হবে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। প্রায় ঘণ্টা দুই মতো আমরা এভাবে চলেছি। কোথায় চলেছি জানি না। চাকার আওয়াজ শুনে বুঝেছি কখনো পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে চলেছি, আর মন্থর নিঃশব্দ গতি থেকে বুঝেছি কখন অ্যাশফালটের রাস্তা দিয়ে চলেছি। গাড়ি চলার এই শব্দের তারতম্য ছাড়া আর কোনো উপায়েই কিছুমাত্র আন্দাজ করা সম্ভব হল না, কোন্‌পথে চলেছি। গাড়ির সামনের কাঁচটা ঢাকা রয়েছে একটা নীল পর্দায়। সোয়া সাতটা নাগাদ আমরা পল-মল থেকে বেরিয়েছি, আর শেষপর্যন্ত যখন আমাদের গাড়ি থামল তখন রাত নয়টা বাজতে দশমিনিট বাকি। ভদ্রলোক গাড়ির দরোজা খুলে দিলেন। নিমেষের জন্যে চোখে পড়ল একটা নিচু খিলান দেওয়া দরোজা, তার ওপর একটা আলো জ্বলছে। তাড়াতাড়ি আমাকে গাড়ি থেকে নামাতেই দরোজাটা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে আমি একেবারে বাড়ির ভিতরে। মনে হল যে পথে ভিতরে ঢুকলাম সেখানে একটা লন, আর তার দুই দিকে সারি দেয়া গাছ। এসব কারুর নিজস্ব এলাকা কি না আন্দাজ করতে পারলাম না।

ভিতরে একটা রঙিন বাতি, কিন্তু এতো কমিয়ে দেওয়া যে এইটুকু মাত্র বুঝতে পারলাম যে ঘরটা বেশ বড়, দেয়ালে ছবি টাঙানো। সেই অস্পষ্ট আলোয় বুঝলাম যে দরোজা খুলেছিল সে লোকটা বেঁটে খাটো, চাষাড়ে, মধ্যবয়সী, দুই কাঁধ গোল। সে আমাদের দিকে ফিরতে সেই আলোয় দেখলাম, তার চোখে চশমা।

তিনি বললেন—ইনিই কি মি. মেলাস?

হ্যাঁ।

বেশ, বেশ। রাগ করেন নি তো, মিস্টার মেলাস? মানে আপনাকে না হলে আমাদের চলছিল না। আপনি যদি কোনোরকম চালাকি না করেন তাহলে আপনার কোনো ভয় নেই, কিন্তু যদি চালাকির চেষ্টা করেন খুব বিপদে পড়বেন বলে দিচ্ছি। নার্ভাসভাবে হোঁচট খেতে খেতে কথা বললেন তিনি। কথার মাঝে মাঝে খিক্-খিক্ করে হাসতে লাগলেন বটে, তবুও তাঁর কথার ধরনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আমায় নিয়ে কী করতে চান আপনারা?

তিনি বললেন—এক গ্রিক ভদ্রলোক এখানে আসছেন—তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করে উত্তরটা আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। যেটুকু জিজ্ঞাসা করতে বলবো স্রেফ সেটুকুই জিজ্ঞাসা করবেন—না হলে এমন শাস্তি হবে যে—আবার তেমনি খিক্-খিক্ করে হাসতে লাগলেন।

কথার মধ্যেই তিনি একটা দরোজা খুলে আর একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। এ ঘরটা মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো। এখানেও কম আলো। ঘরে খুব দামি কার্পেট পাতা। কারণ আমার পা কার্পেটে বসে যাচ্ছিল। বয়স্ক ভদ্রলোকটি আমায় বাতিটার নিচের চেয়ারটায় বসতে ইঙ্গিত করলেন। অল্প বয়স্ক ভদ্রলোকটি বেরিয়ে গেছিলেন, তারপর হঠাৎ ডেসিংগাউন পরা এক ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে ঢুকলেন। মড়ার মতো ফ্যাকাসে তাঁর চেহারা। উজ্জ্বল বড় বড় চোখ দুটি দেখে বোঝা গেল, তাঁর দেহের শক্তির থেকে মনের শক্তি বেশি। মুখমণ্ডল প্ল্যাস্টারে প্ল্যাস্টারে ছাওয়া, আর একটা বড় প্ল্যাসটার ঠিক মুখটার ওপর আঁটা।

গ্রিক ভদ্রলোকটি একটা চেয়ারে এসে ধপাস্ করে বসলেন।

বয়স্ক লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন,—স্লেট এনেছো হ্যারল্ড? ওঁর হাত খোলা আছে তো? বেশ, পেন্সিলটা দাও ওঁকে। মি. মেলাস, আপনি প্রশ্ন করবেন, আর উনি তার উত্তর লিখে দেবেন। প্রথমে প্রশ্ন করুন, উনি কাগজগুলো সই করতে রাজি কি না।

প্রশ্ন শুনে তাঁর চোখে আগুন জ্বলে উঠল। গ্রিক ভাষায় স্লেটের ওপর লিখলেন কক্ষোনো না।

বয়স্ক লোকটির নির্দেশে আমি প্রশ্ন করলাম, কোনো শর্তেই নয়?

গ্রিক ভদ্রলোকটি বললেন—একমাত্র শর্ত হল, আমার চেনা কোনো গ্রিক পুরোহিত আমার সামনে ওর বিয়ে দেবে।

তখন শয়তানি হাসি হেসে উঠল লোকটা।

আমি বললাম—জানেন তাহলে আপনার কপালে কী আছে?

নিজের জন্যে আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না,—গ্রিক ভদ্রলোকটি বললেন।

আমাদের মধ্যে অর্ধেক লেখায় যে কথাবার্তা হল এই হল তার কিছু নমুনা। বারবার আমায় জিজ্ঞাসা করতে হল তিনি কাগজগুলো সই করবেন কি না, আর সেই একই ঘৃণাপূর্ণ উত্তর প্রতিবার এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা চমৎকার মতলব আমার মাথায় খেলে গেল। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে আমি নিজে থেকে কিছু কিছু কথা যোগ করে দিতে লাগলাম। প্রথম নিরিহ কয়েকটা প্রশ্ন, যাতে করে নিঃসন্দেহ হতে পারি যে আমার সঙ্গীরা তা ধরতে পারছে না। তারপর যখন দেখলাম তেমন কোনো লক্ষণ ওদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে না। তখন আমি এক বিপজ্জনক খেলা শুরু করলাম।

আমাদের কথাবার্তা তখন এই ধরনের হল—

আমি বললাম—এই একগুঁয়েমিতে কোনো ফলই হবে না!—আপনি কে?

উত্তর এল আমি গ্রাহ্য করি না। আমি লন্ডনে নতুন এসেছি তাহলে আপনাকে মরতে হবে। কতোদিন এখানে এসেছেন? তা হোক্। তিন সপ্তাহ।

সম্পত্তিটা তো কোনো মতেই আপনার হতে দেবো না। কী হয়েছে আপনার?

তাহলেও তা শয়তানদের হাতে দেবো না। এরা আমায় খেতে দিচ্ছে না।

সই করলে আপনি ছাড়া পাবেন। কী বাড়ি এটা?

সই আমি কোনোমতেই করবো না। জানি না।

এতে করে তাঁর কোনো উপকার হচ্ছে? আপনার নাম কী?

সে কথা ও আমাকে নিজে বলুক! ক্রাতাইদিস্।

সই করলে তাঁর দেখা পাবেন। কোথা থেকে এসেছেন?

তবে বরং নাই দেখা পাব। এথেন্স।

মি. হোম্স্, আর পাঁচ মিনিট সময় পেলেই ওদের চোখের সামনেই আমি সমস্ত কাহিনীটা জেনে ফেলতে পারতাম। বলতে কি, এর পরের প্রশ্নেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠতো কিন্তু সেই মুহূর্তেই দরোজাটা খুলে গেল, আর একজন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। অস্পষ্ট যা দেখলাম তাতে মনে হল মহিলাটি দীর্ঘকায়া, সুন্দরী, মাথার চুল কালো, আর পরনে ঢিলে সাদা গাউনের মতো পোষাক।

ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে তিনি বললেন—হ্যারল্ড, আর আমি থাকতে পারছি না। বড্ড একা একা এখানে,—হা ঈশ্বর এ যে পল!

গ্রিক ভাষায় এই শেষের কথাটা উচ্চারণ হতেই ভদ্রলোকটি পাগলের মতো চিৎকার করে মুখের প্ল্যাস্টারটা খসিয়ে ফেলে বললেন—সোফি, সোফি! তারপর দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। মুহূর্তের আলিঙ্গন, কারণ অল্পবয়স্ক ভদ্রলোকটি মহিলাটিকে ধরে ঘর থেকে নিয়ে গেলেন। আর বয়স্ক ভদ্রলোকটি সহজেই দুর্বল মানুষটিকে কাবু করে নিয়ে অন্য দরোজাটা দিয়ে চলে গেলেন। মুহূর্তের জন্যে আমি একা হয়ে গেলাম। লাফিয়ে উঠলাম আমি। কেমন যেন মনে হল হয়তো এবার কোনো সূত্র পেয়ে এ বাড়িটা সম্বন্ধে জানতে পারবো। ভাগ্যে আমি তেমন কোনো চেষ্টা করি নি, কারণ আমি দেখলাম বয়স্ক ভদ্রলোকটি দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন—ঠিক আছে, মি. মেলাস। আপনি আমাদের খুব গোপন ব্যাপারটা জেনেছেন। আপনাকে আমরা বিরক্ত করতাম না কিন্তু আমাদের গ্রিক জানা বন্ধু পূর্বাঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হওয়ায় তার জায়গায় আর একজনের দরকার হল।

ভাগ্যক্রমে আমরা আপনার এই গুণের কথা শুনেছিলাম। আপনাকে ধন্যবাদ, এই নিন পাঁচ পাউন্ড, আশা করি এই যথেষ্ট। মনে রাখবেন, আমার বুকে টোকা মেরে তেমনি হাসির সঙ্গে বললেন, এ সম্বন্ধে যদি কাউকে কোনো একজনকেও কিছু বলেন—জানবেন, একমাত্র ঈশ্বরই তখন আপনার ভরসা! বাতির আলোটা তাঁর ওপর পড়ায় এখন তাঁকে স্পষ্ট দেখা গেল।

তার হলদেটে মুখ, চোখ বড় বড়, ছোট্ট ছুঁচলো দাড়ি, শীতল দৃষ্টিতে শয়তানি আর অপার নিষ্ঠুরতার পরিচয়। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন—আমাদের খবর নেবার বিশেষ পদ্ধতি আছে। এই ঘটনা ফাঁস করলে আপনাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এবার আসুন। বন্ধু আপনাকে গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আবার সেই নীরব যাত্রা। সেই ঢাকা জানলা। মি. ল্যাটিমারের পাহারা দেওয়া আমাকে। শেষপর্যন্ত মধ্যরাতের একটু পরে গাড়ি থামল। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে মি. ল্যাটিমারের পাহারা দেওয়া আমাকে। শেষপর্যন্ত মধ্যরাতের একটু পরে গাড়ি থামল। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে মি. ল্যাটিমার বললেন—গাড়িটার পিছু নেওয়ার চেষ্টা করলে বিপদে পড়বেন।

গাড়িটা চলে যেতেই, চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম—বুঝতে পারছিলাম না কোথায় এসে পড়েছি। এমন সময় দেখলাম কে একজন অন্ধকারে আমার দিকে আসছে। রেল লাইনের সিগ্‌ন্যালের আলো চোখে পড়ল। লোকটি এগিয়ে আসতেই দেখলাম সে একজন রেলের-কুলি। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, জায়গাটার নাম ওয়ান্ডসওয়ার্থ কমন। সেখান থেকে মাইল খানে হেঁটে ক্ল্যাপহ্যাম জংশনে গিয়ে ভিক্টোরিয়ার শেষ গাড়ি ধরে বাড়ি ফিরলাম।

মি. হোম্‌স্ এই হল ঘটনা। আমি কোথায় গেছিলাম, কার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, জানি না। তবে আমি সেই বেচারাকে সাহায্য করতে চাই। পরদিনই আমি মি. মাইক্রফট হোম্‌স্‌কে সব ঘটনাটাই বলি। তারপর পুলিশে খবর দিই। কিছুক্ষণ চুপ্ করার পর শার্লক তার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন কিছু চেষ্টা করা হয়েছে?

পাশের টেবিলে ডেলি নিউজ কাগজটা ছিল। সেটা তুলে নিলেন মাইক্রফট—

'এথেন্স থেকে আসা পল ক্রাতাইদিস নামে এক ভদ্রলোক সম্বন্ধে কোনো খবর পেলে পুরস্কার দেওয়া হবে।'

ভদ্রলোক ইংরাজি জানেন না। এক গ্রিক মহিলা সম্বন্ধে খবর পেলেও অনুরূপ পুরস্কার দেওয়া হবে। ভদ্রমহিলার নাম সোফি। এই বিজ্ঞাপনটা সমস্ত দৈনিক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু খবর আসে নি। গ্রিক দূতাবাস থেকেও খবর আসে নি কোনো। এথেন্সের পুলিশের কাছ থেকেও কোনো খবর পাওয়া যায় নি। মাইক্রফট বললেন—শার্লক মামলাটা তুমি গ্রহণ করো। আর কতোদূর এগোচ্ছ খবর দিও।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন হোম্‌স্, সেই সঙ্গে ওয়াটসনও।

যাবার সময় হোম্‌স্ বললেন—মি. মেলাস আপনি খুব সাবধানে থাকবেন। কারণ বিজ্ঞাপনগুলো থেকে ওরা বুঝবে যে আপনি ওদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন।

বাড়ি ফেরার পরে হোম্‌স্ একটা পোস্ট অফিস থেকে অনেকগুলো টেলিগ্রাম করলেন। তারপর পথে যেতে যেতে ওয়াটসনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হল।

ওয়াটসনকে হোম্‌স্ বললেন—আমার মনে হয় হ্যারল্ড ল্যাটিমার নামে ওই ইংরেজটা ওই গ্রিক মহিলাটিকে নিয়ে এথেন্স থেকে পালিয়ে এসেছে। এই লোকটা গ্রিক এক বর্ণও বোঝে না, কিন্তু মহিলাটি ইংরাজি মোটামুটি ভালোই বলতে পারেন। সুতরাং বুঝতে হবে যে কিছুকাল তিনি ইংল্যান্ডে এসে বাস করেছেন, ইংরেজ যুবকটি গ্রিসে যায় নি।

বেশ, তাহলে ধরে নেওয়া যায় মহিলাটি ইংল্যান্ডে এসেছিলেন আর এই হ্যারল্ড তাঁকে ফুঁসকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে। ওয়াটসনের এই কথার উত্তরে হোম্‌স্ মাথা নেড়ে বললেন—সেটা বরং সম্ভব।

পুনরায় ওয়াটসন বললেন—তারপর ওই ভাই—ওঁরা ভাইবোনই হবেন নিশ্চয়—গ্রিস থেকে এসে বাধা দেন, আর বোকার মতো ওই যুবক আর তাঁর সঙ্গীত বয়স্ক লোকটির কবলে পড়ে যান। তারা তাঁর ওপর অত্যাচার করে এবং মহিলাটির সম্পত্তি তাদের নামে লিখিয়ে নেবার জন্যে তাঁর ওপর জবর দস্তি করে—এ সম্পত্তির অছি বোধহয় তিনি। এতে আপত্তি জানান ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে এদের দো-ভাষীর প্রয়োজন হয়। এবং সেজন্য মি. মেলাসের ডাক পড়ে—আগে অন্য একজন দো-ভাষী ছিল। ইতিমধ্যে ভাই যে এসেছে এ

কথাটা মহিলাটির কাছ থেকে গোপন রাখা হয়—নিতান্ত আকস্মিকভাবেই দেখা হয়ে যায় ওঁদের।

চমৎকার ওয়াটসন, চমৎকার! হোম্‌স্ বলে উঠলেন—সত্যি, আমার মনে হচ্ছে তুমি যা আন্দাজ করেছো তা আসল ঘটনার কাছাকাছি। দেখছো তো, সমস্তগুলো সূত্রই আমাদের হাতে। একমাত্র ভয় হল এখন, ওরা না হঠাৎ মারধর শুরু করে। সময় পেলে অতি অবশ্যই ওদের ধরবো।

কিন্তু বাড়িটা খুঁজে পাবো কী করে? ওয়াটসন বললেন।

হোম্‌স্ গম্ভীরস্বরে বললেন—আমাদের অনুমান যদি সত্যি হয় আর মেয়েটির নাম হয় সোফি ক্রাতাইদিস, তাহলে ওদের খুঁজে পেতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। সেইটাই আমাদের প্রধান ভরসা—কারণ ভাইটি এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বোঝা হ্যারল্ড মেয়েটির সঙ্গে এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে খানিকটা সময় নিয়েছিল—কয়েক সপ্তাহ অন্তত কারণ ভাই গ্রিসে খবরটা পেয়েছে এবং তারপর সেখান থেকে এসেছে।

এই সময়টা যদি মেয়েটি একই জায়গায় থেকে থাকে তাহলে হয়তো মাইক্রফটের বিজ্ঞাপনের কোনো উত্তর পাবো।

কথা বলতে বলতে ওয়াটসনরা বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে গেলেন। হোম্‌স্ সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে চলছিলেন। ঘরের দরোজাটা খুলেই তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে ওয়াটসনও চমকে উঠলেন। আরাম চেয়ারে বসে তাঁর ভাই মাইক্রফট ধূমপান করে চলেছেন।

এসো শার্লক, ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন—আসুন আসুন মশাই। আমাদের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন তিনি—এতোটা উদ্যম তুমি আমার কাছ থেকে আশা করো নি, তাই না? কিন্তু কেন জানি না, এই মামলাটা আমায় আকৃষ্ট করেছে।

কী করে এলে এখানে? হোম্‌স্ বললেন।

মাইক্রফট হাসতে হাসতে বললেন—একটা গাড়ি করে, তোমাদের অতিক্রম করে।

হোম্‌স্ বললেন—নতুন কিছু ঘটনা ঘটেছে?

তোমরা চলে আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিজ্ঞাপনের একটা উত্তর এসেছে। মাইক্রফট বললেন—এই দেখো J মার্কা নিবে রয়্যাল ক্রিম কাগজে কোনো দুর্বলদেহ মধ্যবয়সী মানুষের লেখা।

মহাশয়,

আপনার আজকের তারিখের বিজ্ঞাপনের উত্তরে আমি বলছি যে উল্লিখিত তরুণীকে আমি ভালো করেই চিনি। আপনি যদি কষ্ট করে আমার সঙ্গে দেখা করেন তা হ'লে তার দুঃখের কাহিনী সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে পারি। আপাতত তাঁর ঠিকানা—দি. সার্টলস্, বেকেনহ্যাম।

আপনার বিশ্বস্ত

জে ডেভেন পোর্ট।

মাইক্রফট বললেন,—চিঠিটা তিনি লিখেছেন লোয়ার ব্রিক্সটন থেকে। চলো না তাঁর কাছে যাই, বিস্তারিতভাবে সব শুনি।

শার্লক বললেন—কিন্তু মাইক্রফট, বোনের কাহিনীর চেয়ে ভাইয়ের জীবনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার চেয়ে বরং স্কটল্যান্ড থেকে ইন্সপেক্টর গ্রেগসনকে নিয়ে সোজা বেকেনহ্যাম চলে যাওয়াই ভালো। প্রতিটি ঘন্টা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

ওয়াটসন বললেন—পথে মি. মেলাসকে তুলি নিলে হয়। হয়তো একজন দো-ভাষীর দরকার হতে পারে।

চমৎকার বলেছো, হোম্‌স্ বললেন—গাড়ি ডাকতে বল বয়কে। কথা বলতে বলতে ড্রয়ার খুলে রিভালভারটা পকেটে পুরলেন। বললেন, সাবধানের মার নেই। যা শুনেছি তাতে মনে হয় একটা সাংঘাতিক দলের বিরুদ্ধে কাজ করতে চলেছি।

পল-মলে মি. মেলাসের ঘরে পৌঁছোতেই প্রায় অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

যে স্ত্রী লোকটি দরোজা খুলে দিয়েছিলেন, সে বলল এইটুকুই শুধু বলতে পারি যে একটা গাড়ি করে তিনি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন।

হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন—ভদ্রলোক তাঁর নাম বলেছিলেন? স্ত্রীলোকটি বলল—আজ্ঞে না।

ভদ্রলোক কি তরুণ, লম্বা, সুপুরুষ? গায়ের রঙ কি তাঁর ময়লাটে? হোম্সের প্রশ্ন।

আজ্ঞে না, না। ভদ্রলোক বেঁটেখাটো, চোখে চশমা, মুখটা সরু। আর বেশ হাসিখুশি। কারণ যতোক্ষণ কথা বলছিলেন সবসময়েই হাসছিলেন তিনি। স্ত্রীলোকটি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বললেন।

হঠাৎ শার্লক হোম্স্ বলে উঠলেন,—তাড়াতাড়ি চলো, ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠেছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দিকে যেতে যেতে তিনি বললেন,—লোকগুলো পুনরায় মি. মেলাসকে কব্জা করেছে। নিশ্চয় কাজ করিয়ে নেবার জন্যেই শয়তানটা ওঁকে আবার নিয়ে গেছে। আর কাজ আদায় করার পর বিশ্বাসঘাতক বলে শাস্তি দেবে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে ইন্সপেক্টার গ্রেগসনের সঙ্গে দেখা করে বাড়িটায় প্রবেশ করার অনুমতি সংগ্রহের ঝামেলা কাটিয়ে উঠতেই কেটে গেল এক ঘন্টা। লন্ডন ব্রিজে পৌঁছোতেই পৌনে দশটা, আর বেকেনহ্যাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামতেই সাড়ে দশটা বেজে গেল। আধ মাইলটাক যেতেই 'মার্টলস'—এ পৌঁছোলেন হোম্স্রা। বড়সড় অন্ধকার বাড়িটা রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে ইন্সপেক্টারসহ সকলে ধীরে ধীরে বাড়িটার দিকে এগোলেন।

ইন্সপেক্টর বললেন—জানলাগুলো দেখছি সব অন্ধকার। বাড়িতে লোকজন নেই মনে হচ্ছে।

হোম্স্ বললেন—পাখি উড়ে গেছে, খালি বাসা ফেলে রেখে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে ভারি একটা গাড়ি এখান থেকে চলে গেছে।

গ্রেগ্সন মুচকি হেসে বললেন—গেটের আলোয় চাকার দাগ অবশ্য দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু মালপত্র পেলেন কি সে?

হোম্স্ উত্তর দিলেন—ভালো করে দেখো, সেই একই চাকার দাগ ওদিক থেকে এসেছে, দাগটা হালকা। আর বাইরের দিকে যখন গেছে সে দাগটা অনেক বেশি গভীর। সুতরাং এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় বাইরের দিকে যাবার সময় গাড়িটা প্রচুর ভার বহন করে নিয়ে গেছে।

মি. গ্রেগসন খুব জোরে জোরে দরোজায় ঘা মারতে লাগলেন, ঘন্টাটা ধরে টানা-হেঁচড়া শুরু করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছুই হল না।

হোম্স্ কখন যেন সরে পড়েছিলেন—আর কয়েকমিনিটো মধ্যেই তিনি ফিরে এসে বললেন,—একটা জানলা খুলেছি। তারপর একের পর এক ঘর পেরিয়ে হোম্স্রা একটা বড় ঘরে গিয়ে পৌঁছোলেন। বোঝা গেল এই ঘরটাতেই মি. মেলাসকে ওরা নিয়ে এসেছিল। ইন্সপেক্টর লন্ঠন জ্বেলেছিলেন। সেই আলোয় দেখা গেল দরোজা দুটো, মশারি, লক্ষ আর সেই জাপানি অস্ত্রশস্ত্র, যার কথা মি. মেলাস আগেই বলেছিলেন। টেবিলের ওপর রয়েছে দুটো খালি গ্লাস, খালি ব্র্যান্ডির বোতল আর একটা ভোজের অবশেষ।

হঠাৎ হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কী?

সকলে বেশ কান পেতে শুনতে পেলেন ওপর থেকে যেন একটা ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ আসছে। হোম্স্ তীর বেগে দরোজা দিয়ে বেরিয়ে হলে পৌঁছোলেন। হ্যাঁ, করুন শব্দটা আসছে ওপর থেকে। তীব্র বেগে উপরে ছুটে গেলেন হোম্স্। আর সকলে তার পিছু পিছু উপরে উঠলেন। তিনতলায় যে তিনটে দরোজা ছিল, শব্দটা আসছিল মাঝখানের দরোজা দিয়ে। দরোজাটা বন্ধ ছিল, চাবিটা ছিল বাইরে। সজোরে দরোজাটা ঠেলে শার্লক বেগে প্রবেশ করলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি ফিরে এলেন, গলায় হাত দিয়ে।

কাঠকয়লার গ্যাস! হোম্‌স চেঁচিয়ে বললেন—দরোজাটা খোলা থাকুক, গ্যাসটা বেরিয়ে যেতে দিন।

ওয়াটসন উঁকি মেরে দেখলেন, ঘরের একটা আলো হল একটা মরা—নীল শিখা। আলোটা আসছিল ঘরের মাঝখানে রাখা একটা পেতলের তে-পায়া থেকে। মেঝেয় আলো পড়ে একটা অবাস্তব বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। আর ছায়ার মধ্যে দেয়ালে গুঁড়ি মেড়ে পড়ে রয়েছে অস্পষ্ট দুটো আকৃতি। খোলা দরোজা দিয়ে যে সাংঘাতিক বিষাক্ত নিঃশ্বাসের হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছিল তাতে আমাদের দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। কাশি শুরু হল। টাটকা হাওয়া নেবার জন্যে হোম্‌স্ ওপরের সিঁড়ির কাছে গেলেন। তারপর সবেগে ঘরে ঢুকে পেতলের তে-পায়াটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে বললেন,—মাইক্রফট তুমি এটা দরোজার কাছে ধরো, আমি ওদের বের করে আনছি।

দ্রুততার সঙ্গে হোম্‌স্ ও ওয়াটসন ছুটে গিয়ে দুইজনকে টানতে টানতে হলঘরের আলোকিত স্থানে নিয়ে এলেন।

দুইজনেই জ্ঞান হারিয়েছে। ঠোঁট নীল হয়ে উঠেছে। মুখ-চোখ এমন বিকৃত হয়ে পড়েছে যে, শুধু তার কালো দাড়ি আর গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা দেখে আমার কয়েক ঘণ্টা আগে ডায়োজিনিস ক্লাবে দেখা দো-ভাষীকে চিনতে পারলাম। তাঁর দুই হাত আর দুই পা শক্ত করে এক সঙ্গে বাঁধা, একটা চোখের ওপর এক সাংঘাতিক আঘাতের চিহ্ন। অপর ব্যক্তিটিও তেমন ভাবেই বাঁধা। লোকটি লম্বা, শরীর শুকিয়ে প্রায় শেষ অবস্থায় সম্মুখীন। অসংখ্য স্টিকিং প্ল্যাস্টার বীভৎসভাবে তাঁর মুখের ওপর লাগানো। বাঁধন খুলে দিয়ে শুইয়ে দিতেই তাঁর কান্নার শব্দ বন্ধ হল। বোঝা গেল যে, অন্তত একজনের পক্ষে বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। তবে মি. মেলাস বেঁচে ছিলেন এবং অ্যামোনিয়া আর ব্রান্ডির সাহায্যে এক ঘণ্টারও অল্প সময়ে তাঁকে চোখ খুলতে দেখা গেল। তারপর ধীরে ধীরে মেলাস সুস্থ হয়ে উঠল।

মি. মেলাস বলল—আগন্তুক ভদ্রলোকটি তাঁর ঘরে ঢুকে জামার হাতার তলা থেকে একটা মারাত্মক অস্ত্র বের করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করবে বলে এমন ভয় দেখায় যে সে দ্বিতীয় বারও তার সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। তাড়াতাড়ি করে তাঁকে বেকেনহ্যামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দ্বিতীয়বারের মতো দো-ভাষীর কাজ করতে বাধ্য হই আমি। ইংরেজ দুইজন এই বলে আমাদের ভয় দেখায় যে তাদের কথামতো কাজ না করলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন তারা দেখল যে কোনোরকম ভয় দেখিয়েই তাঁকে কিছু করা যাবে না, তখন আবার আমাকে বন্দি শালায় নিয়ে যায়। তারপর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে মেলাসকে ধমক দিয়ে লাঠির এক আঘাতে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর তাঁর আর কিছু মনে নেই।

এই হল গ্রিক দো-ভাষী ভদ্রলোকের আশ্চর্য মামলা। এ মামলার রহস্য এখনও সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয় নি। যে ভদ্রলোক বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা জানতে পারি যে হতভাগ্য তরুণীটি গ্রিসের এক ধনী পরিবারের কন্যা। ইংল্যান্ডে এসেছিলেন তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে হ্যারল্ড ল্যাটিমার নামে এক তরুণের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁর ওপর সে প্রভাব বিস্তার করে এবং শেষপর্যন্ত তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজি করায়। তাঁর বন্ধুরা এই ব্যাপারে চমকে ওঠেন এবং এথেন্সে তাঁর ভাইকে খবরটা দিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করে আর এ নিয়ে মাথা ঘামান না। ভাইটি লন্ডনে এসে বেহিসেবীর মতো ল্যাটিমার আর তার সঙ্গীর আওতায় পড়ে। সঙ্গীটির নাম কেম্প, অতীতের বহু দুষ্কর্মের জন্য দায়ী সে। দুইজন যখন দেখল যে তাদের ভাষা জানা না থাকায় ভদ্রলোককে দিয়ে কিছুই করানো যাচ্ছে না, তাঁকে আটক করে রাখে এবং নিষ্ঠুর আচরণ করে এবং না খাইয়ে রেখে তাঁর আর বোনের সম্পত্তি সমস্তটাই তাদের নামে লিখে দেবার জন্যে জোর করতে থাকে। বোনকে না জানিয়ে তারা তাঁকে ওই বাড়িতে আটকে রাখে। তাঁর মুখে প্ল্যাস্টারের বাহুল্যের উদ্দেশ্যই হল, যদি কোনোমতে বোন তাঁর দেখা পেয়ে যায় তাহলে যাতে সহজে

চিনতে না পারে। কিন্তু তরুণীটা গলার সরের মাধ্যমে ভাইকে চিনতে পেরেছিল। মেয়েটি নিজেও ছিল ওদের হাতে বন্দি, কারণ যে লোকটি কোচোয়ানের ভূমিকা নিয়েছিল সে আর তার স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল না। এবং দুইজনও ষড়যন্ত্রকারীদের হাতের পুতুল মাত্র। যখন তারা বুঝতে পারল তাদের গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে আর পরিষ্কার বুঝতে পারল যে বল প্রয়োগ করে কোনো ফল হবে না, শয়তান দুটো মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তৈরী হয়ে নিয়ে তরুণীটিকে সঙ্গে করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। যাবার আগে তারা প্রতিশোধ নিয়েছে তার ওপর, যে তাদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে।

এর কয়েকমাস পরে বুডাপেস্ট থেকে একটা খবরের কাগজের সংবাদ হোমসের চোখে পড়ল। দুইজন ইংরেজি ও একটি মহিলার সঙ্গে যেতে যেতে দুর্ঘটনার মারা পড়ে। দুইজনেই মারা পড়ে ছুরিকাঘাতে। হাঙ্গেরির পুলিশের ধারণা তারা দুইজন ঝগড়া করতে করতে পরস্পরকে মারাত্মক আঘাত করে বসে। হোমস্ কিন্তু এটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি মনে করেন, অন্য রকম। এখনো তিনি বিশ্বাস করেন যে গ্রিক তরুণীটির সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে জানা যাবে কীভাবে তিনি তাঁর ভাইয়ের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

মাসগ্রেভ তন্ত্র

এক শীতের রাতে বেকার স্ট্রিটে শার্লক হোমস্ এবং ওয়াটসন আগুনের পাশে বসে গল্প করছিলেন। ওয়াটসন বললেন, হোমস্ তুমি তোমার সাধারণ সংবাদের খাতায় সব কাগজের টুকরো সাঁটা শেষ করেছো, এখন ঘন্টা দুয়েক খেটে কাগজগুলো গুছিয়ে ফেললে ঘরটা একটু বাসযোগ্য হয়। ওয়াটসনের এই মন্তব্য যে সঙ্গত নয় এটি তিনি বলতে পারলেন না। তিনি বিরস মুখে উঠে গেলেন তাঁর শোবার ঘরে। সেখান থেকে ফিরে এলেন একটা মস্ত বাক্স টানতে টানতে। সেটা ঘরের মেঝের মাঝখানে রেখে একটা টুল নিয়ে বসলেন তার সামনে। ডালাটা খুলে ফেললেন। দেখতে পাওয়া গেল বাক্সটার প্রায় তিনভাগের এক ভাগ কাগজের বান্ডিলে ভর্তি। বান্ডিল সব লাল ফিতে দিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন করে বাঁধা।

ওয়াটসনের দুষ্টুমিভরা চোখে তাকিয়ে বললেন—এখানে অনেক কেস রয়েছে। তুমি যদি জানতে এর মধ্যে কী আছে তাহলে বাইরের কাগজ বাক্সে ঢুকাতে না বরং বাক্সের থেকে কিছু কাগজ বার করতে বলতে।

ওয়াটসন বললেন—এগুলো সব পুরোনো কেসের দলিল? অনেক বার মনে হয়েছে, এগুলোর খবর যদি পেতাম।

হোমস্ বান্ডিলের পর বান্ডিল তুলতে লাগলেন। তারপর বললেন, ওয়াটসন, এর সবই যে সার্থকতার কাহিনী তা নয়, তবে এগুলোর মধ্যে ভারি সুন্দর সুন্দর সব বিচিত্র প্রশ্ন আছে। এই বান্ডিলটার মধ্যে দেখো, এই হল মি. টার্লটন খুনের নথি; এই হল মদের ব্যবসাদার ভ্যাম বেরির নথি, এটা হল প্রৌঢ় রুশ রমণীটির ঘটনা। আর এটা হল রিকোলেটি আর তার ঘৃণ্য স্ত্রীর বিবরণ আর এটা হল অ্যালুমিনিয়াম ক্রাচের বিচিত্র কথা। আশ্চর্য তো? আরে এটা বেরিয়ে পড়ল যে! শোনো ওয়াটসন এটা হল একটি মজার ব্যাপার।

বাক্সে নিচের হাতপুরে তিনি একটি ছোট্ট কাঠের বাক্স বার করে, তার ঢাকনি সরিয়ে, ভেতর থেকে এক টুকরো মোচড়ানো কাগজ বার করলেন, সেইসঙ্গে পুরোনো ধরনের একটা পেতলের চাবি, একটা কাঠের খুঁটি—তার সঙ্গে সুতো বাঁধা, আর তিনটে মরচে পড়া কোনো ধাতুর টুকরো।

ওয়াটসনের মুখের ভাব দেখে তিনি বেশ একটু হেসে বললেন,—কি বল, এর থেকে কী মনে হচ্ছে? জেনে রেখো, এটা খুবই বিচিত্র সংগ্রহ। আর এর চারপাশে যে কাহিনী ঘিরে আছে সেটা তোমার কাছে আরও বিচিত্র লাগবে। তারপর তিনি বাক্সের ভিতরের জিনিসগুলি একে একে তুলে যত্নের সঙ্গে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলেন। বললেন,—'মাসগ্রেভ তন্ত্রের' কথা

মনে পড়বার জন্যে এই কটা জিনিসই আছে আমার কাছে। হোমসের চোখে মুখে তৃপ্তির ঝলক। বললেন, তুমি যদি ওয়াটসন, তোমার লেখার মধ্যে এই কেসটার কথা যোগ করো আমি খুশি হবো। কারণ এর ভিতরে এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যা শুধু এ দেশের দুষ্কর্মের ইতিহাসে নয়, সমস্ত পৃথিবীর অপকর্মের তালিকায় বিশিষ্ট ও বিচিত্র। আমার সামান্য কীর্তির তালিকায় এটা যোগ না করলে আমার কীর্তিকাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে। শোনো তাহলে—আমি যখন প্রথম লন্ডনে এলাম তখন ঘর নিয়ে ছিলাম মন্টেগুস্ট্রিটে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এ পাশের এক কোণে। সেখানে মক্কেলের প্রত্যাশা করতাম। আর আমার অফুরন্ত সময় কাটতো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, বিজ্ঞানের যে সব জ্ঞান আমাকে আমার কাজে দক্ষ করে তুলবে সেইসব বিষয়ে পড়াশুনো করে। মধ্যে মধ্যে আমার কাছে কেস আসতো। কেস আসতো সাধারণত আমার পুরোনো ছাত্র-বন্ধুদের মাধ্যমে, কারণ আমার ছাত্রজীবনে শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এবং আমার পদ্ধতি সম্পর্কে নানা রকম কথা আলোচনা হতো। আমার তৃতীয় কেস হল এই মাসগ্রেভ তন্ত্র। এতে যে কতগুলো সাড়াজাগানো ঘটনার পারম্পর্য ছিল এবং তার সঙ্গে কয়েকটি বড় প্রশ্ন এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে আজ আমি যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তার সূচনা বলতে গেলে এর সমাধান থেকেই।

রেজিন্যাল্ড, মাসগ্রেভ আর আমি একই কলেজে পড়তাম। ওর সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছিল। চেহারায় ছিল সম্পূর্ণ অভিজাত, পাতলা, লম্বা নাক, বড় বড় চোখ, ঢিলেঢালা অথচ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার। সে আসলে ইংল্যান্ডের এক অতি প্রাচীন অভিজাত পরিবারের উত্তরাধিকার। পশ্চিম সাসেক্সে সেখানে তাদের হার্লস্টোনের সেই মধ্যযুগীয় জমিদার বাড়ি বোধহয় দেশের সবচেয়ে পুরোনো বাড়ি। আমার মনে হতো ওর প্রাচীন জন্মস্থানের কিছুটা যেন ওর চরিত্রে লেগে আছে। ওর মুখের দিকে চাইলেই আমি ওকে সেই প্রাচীন খিলেনওয়ালা বাড়ির সেই পুরোনো ধরনের জানলার কল্পনার সঙ্গে না মিশিয়ে পারতাম না। আমার মনে পড়তো সেই পুরোনো ভেঙে পড়া সমস্ত প্রথার কথা। মধ্যে মধ্যে আমরা আলাপ-আলোচনা করতাম।

বছর চারেক ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। হঠাৎই চারবছর পরে ও একদিন আমার মন্টেগু স্ট্রিটের বাসায় হাজির হল। পোষাক-আশাক আগের মতোই। আর ব্যবহারও আগের মতোই পরিচ্ছন্ন, ভদ্র আর অভিজাত। কেমন আছো? জিজ্ঞাসা করতেই সে জানাল—নাঃ ভালো নেই। বছর দুয়েক আগে আমার বাবা মারা গেছেন। তারপর থেকে নানারকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। তারপর একটু থেমে দম নিয়ে বলল—কিন্তু হোম্স্, শুনলাম তুমি নাকি তোমার যে সব কায়দা দেখিয়ে আমাদের অবাক করে দিতে সেইসব এখন বাস্তব কাজে লাগাচ্ছো?

হোম্স্ বললেন—আমি বললাম হ্যাঁ, বুদ্ধি খাটিয়েই এখন আমি জীবিক অর্জন করি।

মাসগ্রেভ বলল—আর সেই কারণেই তোমার পরামর্শ আমার কাছে অতি মূল্যবান। আমাদের হার্লস্টোনে কতোকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে ইদানীং। পুলিশ তার সার-উদ্ধার কিছুই করতে পারল না। সত্যি বলতে কি ব্যাপারগুলো খুবই দুর্বোধ্য।

তুমি বুঝতেই পারছো ওয়াটসন, কী আগ্রহের সঙ্গে আমি ওর কথা শুনছিলাম। যে সুযোগের অপেক্ষাতে আমি মাসের পর মাস অকর্মণ্য হয়ে বসে আছি সেই সুযোগ আজ আমার মুঠোর কাছে এসে অপেক্ষা করছে। আমি মনে মনে সঠিক জানি, যেখানে সবাই হেরে যাচ্ছে সেখানে আমি জিতবই। এবার সুযোগ এসেছে যাতে আমি আমার শক্তি পরখ করতে পারবো। আগ্রহের সঙ্গে আমি মাসগ্রেভকে বললাম, সব খুলে বল দেখি!

রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেস আমার সামনে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—তুমি নিশ্চয়ই জানো যে যদিও আমি অবিবাহিত, আমাকে হার্লস্টোনের জন্যে অনেক চাকর-বাকর রাখতে হয়েছে। পুরোনো কালের বহু-বিস্তৃত, এলোমেলো ধরনের ছড়ানো বাড়ি। কাজেই দেখাশোনার

জন্যে অনেক লোক লাগে। তাছাড়া প্রতি বছরই বুনো পায়রা শিকারের সময় আমি অনেককে নিমন্ত্রণ করি। কাজেই সেজন্যেও লোকজন লাগে। কমালে চলে না। সব সমেত আটজন রাঁধুনি, ঝি কর্তা-পরিচারক, দুইজন দারোয়ান, আর একটা বাচ্চা চাকর। তাছাড়া বাগান আর আস্তাবলের জন্যেও আলাদা লোক তো আছেই। এইসব লোকজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিনের চাকরি হল কর্তা-পরিচারক ব্রানটনের। সে ছিল স্কুল মাস্টার। চাকরি গেলে বাবা ওকে চাকরি দেন। বেশ শক্ত চরিত্রের মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই সে আমাদের সংসারে অপরিহার্য হয়ে উঠল। সব কাজেই তাকে প্রয়োজন। যদিও আমাদের বাড়িতে বছর কুড়িরও বেশি আছে, তবুও ওর বয়স খুব বেশি হলে একচল্লিশ কি বিয়াল্লিশ বছর হবে। চেহারা আর স্বভাব দুই-ই চমৎকার। তাছাড়া ও বেশ কয়েকটা ভাষা অনর্গল বলে যেতে পারে। যে কোনো বাজনার যন্ত্র বাজাতে পারে। যারাই আমাদের ওখানে হার্লস্টোনে গিয়েছে তারা সকলেই মনে রেখেছে সেখানকার কর্তা-পরিচারককে। তাকে অনেকেই ভুলতে পারে নি। কিন্তু হোম্‌স্ এই মানুষটির এতো সব ভালো ভালো গুণ থাকা সত্ত্বেও মেয়েছেলের প্রতি লোভ ছিল প্রচণ্ড। আর পল্লীগ্রামে তার ব্যবহারের জন্যে সে সহজেই মেয়েদের অন্দর মহলে ঠাঁই পেয়ে যেতো।

আর যতোদিন ওর বউ বেঁচেছিল ততোদিন কোনো গোলমাল হয় নি। বউ মরে যাবার পর থেকেই গণ্ডোগোলের শুরু। কয়েকমাস আগে তো মনে হয়েছিল যে ও আবার নতুন করে সংসার পাতবে, কারণ আমাদের রাঁধুনি র‍্যাচেল হাওয়লসের সঙ্গে ও এনগেজড হয়ে বিবাহে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এরপরেই আমাদের শিকার-রক্ষকের মেয়ে জ্যানেট ট্রেজেল্লিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করল। র‍্যাচেলকে ছেড়ে। বড় ভালো মেয়ে র‍্যাচেল। এই ব্যাপারের পর ওর ব্রেন ফিবার হল। এখন ও সারা বাড়িতে বড় বড় চোখ মেলে ওর আগের দিনের ছায়ার মতো নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়। গতকাল তাই দেখে এসেছি। এই হল আমাদের হার্লস্টোনের প্রথম নাটক। কারণ দ্বিতীয় নাটক আরম্ভ হল ব্রানটনের অসম্মানে ও পদচ্যুতিতে।

সেটা কীভাবে আরম্ভ হল তাই বলি। হোম্‌স্, আমি তোমাকে আগেই বলেছি, লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আর এই বুদ্ধিই ওর কাল হল, ওর সর্বনাশ হল ওতেই। কারণ ওর বুদ্ধির জন্যে ওর মধ্যে ছিল এক অদম্য, কৌতূহল এমন সব জিনিস সম্পর্কে, যার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। এর ফলে, ও যে কতো দূর গেছে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। একদিন হঠাৎ সব জানতে পারলাম।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সেদিন রাতে বোকামি করে খাওয়া দাওয়ার পর এক কাপ কড়া পানীয় খেয়েছিলাম। রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত ঘুমের জন্যে চেষ্টা করেও যখন ঘুম এল না তখন উঠে বাতিটা জ্বালালাম। ভাবলাম, যে উপন্যাসখানা অর্ধেকটা পড়া হয়ে আছে সেটা শেষ করি। বইখানা বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে ফেলে রেখে এসেছিলাম। ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে আমি এগোলাম সে দিকে। বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে যেতে গেলে একদফা সিঁড়ি নেমে বন্দুকের ঘর, লাইব্রেরি পার হয়ে যেতে হবে। কাজেই, হোম্‌স্ তুমি কল্পনা করতে পারো যে যখন সিঁড়ি দিয়ে আলোর ছটা আসছে তখন আমি চমকে উঠলাম। আমি তো আলো নিভিয়ে দরোজা বন্ধ করে এসেছিলাম। প্রথমেই আমার চোরের কথা মনে হল। আমাদের হার্লস্টোনের বাড়ির সমস্ত বারান্দা নানান ধরনের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রে সাজানো। তার ভেতর থেকে একটা কুড়ল বেছে নিয়ে, আলোটা সরিয়ে রেখে, আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে লাইব্রেরির ঘরের দরোজার কাছে দাঁড়ালাম। দেখলাম ব্রানটন রয়েছে লাইব্রেরিতে, একেবারে পুরো পোষাক পরে। এক খানা কাগজ হাতে ইজিচেয়ারে বসে আছে সে। গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমি বিস্মিত হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, সে চেয়ার থেকে উঠে পাশের বন্ধ-দেরাজের কাছে গেল, চাবি দিয়ে দেরাজের খোপ খুলে ফেলল। তার ভেতর থেকে একখানা কাগজ বার করে সেটাকে টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখল আলোর কাছে। তারপর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কাগজটি

পড়তে লাগল। অত্যন্ত সহজে, শান্ত চিত্তে এইভাবে ও আমার পরিবারিক গুপ্ত দলিল পরীক্ষা করায় আমার মন রি-রি করে উঠল ঘৃণায়। আমি এক পা এগোতেই ব্রানটন মুখ তুলে আমাকে দরোজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। যে কাগজখানা সে পড়ছিল সেই ম্যাপের মতো কাগজখানা ভাঁজ করে বুক-পকেটের ভিতর রেখে দিল।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—এইভাবে তুমি আমাদের বিশ্বাসের মূল্য দিচ্ছো? তুমি কালই আমার এখান থেকে চলে যাবে।

সে একেবারে ভেঙে পড়া মানুষের মতো আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মাথা নিচু করে, একটি কথাও না বলে। আলোটা তখনও টেবিলের ওপর। তাতেই লক্ষ্য করলাম ব্রানটন দেরাজ থেকে কোন্ কাগজটা বার করে দেখছিল। আশ্চর্য হলাম দেখে, সেই কাগজখানা। ওটাকেই আমরা মাসগ্রেভ-তন্ত্র বলি। ওটা মাসগ্রেভদের পরিবারে একটা বংশানুক্রমিক অনুষ্ঠানের মতো। কাগজখানা আদৌ কোনো প্রয়োজনীয় কিছু নয়, ওটা কেবল তন্ত্রের জড়ানো কায়দায় লেখা। কোনো মাসগ্রেভ সাবালক হলে তাকে ওটা জানতে হয়। বলতে গেলে ওটা একটা পারিবারিক সংস্কারের মতো। হয়তো প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে ওর কিছু সামান্য মূল্য থাকতে পারে।

হোম্স্ বললেন,—কাগজটার কথায় বরং আমরা পরে আসব। মাসগ্রেভ বলল একটু সংকোচের সঙ্গে যদি অবশ্য দরকার মনে কর, তবে পরে আসা যাবে। ব্রানটন যে চাবিটা রেখে গেছিল সেই চাবি দিয়ে দরোজাটা বন্ধ করলাম তারপর আমি ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছি, এমন সময় আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ব্রানটন আবার ফিরে এসেছে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সে কাতর ভাবে বলল—মি. মাসগ্রেভ, স্যার আমি এ অসম্মান সহ্য করতে পারব না! আমার যা সামাজিক অবস্থা আমার অহঙ্কার তার চেয়ে বেশি। অসম্মান হলে তা তো হবে আমার মরে যাবার চেয়ে বেশি। যা হয়ে গেছে এরপর যদি আপনি আমাকে কাজে না রাখতে পারেন, তাহলে আমাকে দয়া করে নোটিশ দিতে দিন। আমি মাসখানেকের মধ্যে চলে যাব। সে বরং আমার সহ্য হবে। এইসব অত্যন্ত পরিচিত মানুষদের মধ্যে আমাকে এমনভাবে অপমান করবেন না!

তুমি কোনো বিবেচনার যোগ্য নও ব্রানটন, মাসগ্রেভ বললেন—তুমি অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছো। যাই হোক, তুমি দীর্ঘকাল আমাদের এই পরিবারে রয়েছ। আমার প্রকাশ্যে তোমাকে অপমান করার কোনো ইচ্ছে নেই। একমাস অনেকটা সময়। তুমি এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যাবে। যাবার কারণ হিসেবে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারো।

সে অত্যন্ত হতাশ হয়ে বলল—মাত্র এক সপ্তাহ স্যার? পনেরো দিন—ওটাকে পনেরো দিন করুন।

না, এক সপ্তাহ। তার বেশি নয়। তুমি জেনো, তোমার সঙ্গে নরম ব্যবহারই করলাম। ব্রানটন মাথা হেঁট করে ভেঙে পড়া মানুষের মতো চলে গেল।

এরপর দুদিন ব্রানটন অখণ্ড মনোযোগ দিয় খুব আগ্রহের সঙ্গে কাজ কর্ম করতে লাগল। যা ঘটেছে সে সম্পর্কে আমি ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করলাম না। তবে বেশ কৌতূহলের সঙ্গে ওর দিকে নজর রাখলাম; ও কিভাবে নিজের এই অপমানটা সামলে নেয় দেখবার জন্যে। প্রতিদিন সকালে প্রাতরাশের পর ও আমার কাছে দৈনন্দিন কাজকর্মের আদেশ নিতে আসতো। কিন্তু তৃতীয় দিন আর এল না। আমি খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে র‍্যাচেলের দেখা হয়ে গেল। সদ্য একটা কঠিন অসুখ থেকে ওঠায় ওর মুখটা বিবর্ণ আর আশ্চর্যরকমের লম্বা বলে মনে হল। আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, তোমার বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল। শরীরে বল পেলে তারপর আবার কাজে লেগো। যাও। আমার কথা শুনে সে এমন ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ হতে লাগল। সে বলল—আমি বেশ শক্ত আছি মি. মাসগ্রেভ।

আমি বললাম—ডাক্তার কী বলে দেখি। তোমাকে এখন কাজ করতে হবে না। তার চেয়ে তুমি বরং নিচে গিয়ে ব্রানটনকে পাঠিয়ে দাও।

র‍্যাচেল বলল—কর্তা পরিচারক চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে? কোথায় গেছে?

সে আবার বলল—সে চলে গেছে। কেউ জানে না কোথায় গেছে। সে তার ঘরে নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে চলে গেছে... চলে গেছে, বলতে বলতে সে পিঠ দেওয়ালে লাগিয়ে ঠেস দিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসতে লাগল। আমি তার এই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থা দেখে ঘন্টা বাজিয়ে তাকে ধরবার জন্যে লোক ডাকলাম। মেয়েটা পর্যায়ক্রমে হাসতে আর কাঁদতে লাগল। আমি ব্রানটনের খোঁজ করতে লাগলাম। সে যে অন্তর্ধান করেছে এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না। বিছানায় সে গতরাতে ঘুমোয় নি। আগের রাতে নিজের ঘরে ঢোকবার পর তাকে আর কেউ দেখেনি। কিন্তু সে যাবে কোন্ দিকে? ঘুরের দু'টো জানলা দুটো দরোজা বন্ধ ছিল সকাল পর্যন্ত। তার জামা কাপড়, তার ঘড়ি, এমনকি তার টাকা-কড়ি পর্যন্ত সবই ঠিক রয়েছে। নেই কেবল তার কালো স্যুটটা। তার বুটটা ঘরে রয়েছে। নেই চটিটা। তাহলে রাতে ব্রানটন গেল কোথায়? তার হলই বা কী?

আবার তন্নতন্ন করে খোঁজা হল সারা বাড়ি। কিন্তু কোথাও তার দেখা পাওয়া গেল না। তখন আমি স্থানীয় পুলিশকে কবর দিলাম। পুলিশরাও কোনো খবর দিতে পারল না।

এদিকে দুদিন ধরে র‍্যাচেল হাওয়েলস অসুস্থ। কখনো কখনো বিকারের ঘোরে ভুল বকছে, কখনও বা হিস্টিরিয়া গ্রস্তের মতো চেঁচাচ্ছে। তাই তার কাছে থাকবার জন্য একজন নার্স রাখা হল। ব্রানটন নিখোঁজ হবার পর তৃতীয় রাতে র‍্যাচেল বেশ চমৎকার ঘুমিয়েছিল তাই নার্সও পাশের চেয়ারে বসে বসেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে সে দেখে বিছানা খালি, জানলা খোলা, রোগীর চিহ্ন নেই। আমাকে তখনই খবর দিয়ে জাগানো হল। দু'জন দারোয়ানকে নিয়ে খোঁজা শুরু হল। সে কোন্ দিকে গেছে খুঁজে বার করতে বেগে পেতে হল না। কারণ জানলার নিচ থেকে তার পায়ের চিহ্ন লক্ষ করে মাঠ পার হয়ে একটা লেকের ধার পর্যন্ত গেলাম। সেখানে পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে গেছে। লেকে আট ফুটের মতো জল আছে। কাজেই, হোমস তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, যখন মেয়েটার একটা ওড়না পেলাম জলের ধারে তখন আমাদের মনের কী অবস্থা!

সঙ্গে সঙ্গে টানা জালের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু দেহটার কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। বরং জলের ওপর একটা অদ্ভুত জিনিস পাওয়া গেল। একটা পশমি ব্যাগ, তার মধ্যে অনেকগুলো বিবর্ণ মরচে ধরা ধাতুর টুকরো, আর তার সঙ্গে কতোকগুলো পাথরের আর কাচের টুকরো। তারপর অনেক খোঁজ করেও ব্রানটন বা র‍্যাচেল কাউকেও পাওয়া গেল না। স্থানীয় পুলিশের বুদ্ধিতেও কিছু কুলোচ্ছে না। তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে তোমার কাছে এসেছি হোমস।

তুমি কল্পনা করতে পারো ওয়াটসন, কী গভীর আগ্রহে সমস্ত ঘটনাটি শুনলাম আর মনে মনে সেগুলিকে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করলাম। সেইসঙ্গে আমার চিন্তা এমন একটা সাধারণ সূত্র সন্ধান করতে লাগল যা দিয়ে সবটাকে একসঙ্গে গাঁথতে পারা যায়।

ব্রানটন গেছে, রাঁধুনি গেছে! রাঁধুনিটি প্রথমে ব্রানটনকে ভালোবাসত, তারপর তাকে ঘৃণা করতো। কর্তা পরিচারক ব্রানটনের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সে লেকের জলে নানান বিচিত্র পদার্থ পূর্ণ ব্যাগ ফেলে দিয়েছিল। এইসব ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। অথচ এর কোনোটাই ঠিক ঘটনার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যায় না। আমার জটপাকানো চিন্তাটা হঠাৎ একজায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আমি বললাম,—মাসগ্রেভ, ব্রাইটনের চাকরি যেতে পারে এ ঝুঁকি সত্ত্বেও যে কাগজখানা দেখা দরকার মনে করেছিল সেই কাগজখানা আমাকে দেখতেই হবে।

মাসগ্রেভ বলল—ওটা একটা ফালতু ব্যাপার। আমাদের একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান, যাকে মাসগ্রেভ-তন্ত্র বলেছি। তবে, ওটাকে সহ্য করা যায় পুরানো ব্যাপার বলে। তবে, ওটাকে

চাও তো প্রশ্নোত্তরটা ওপর একবার চোখ বুলোতে পারো।

এই যে কাগজটা কাগজটায় যা লেখা ছিল তা হল—হোম্‌স্‌ পড়তে লাগলেন

—এ ছিল কার?

—যে গিয়েছে তার।

—এ হবে কার?

—আসবে যে তার।

—সে কোন মাস?

—একের পর একের সঙ্গে পাঁচ।

—সূর্য ছিল কোথায়?

—সেই ওক গাছের মাথায়।

—ছায়া ছিল কোথায়?

—এলম ছিল যেথায়।

—পা পড়ল কীভাবে?

—দশের সঙ্গে দশ যাও উত্তরে, পাঁচের সঙ্গে পাঁচ যাও পূবে, দুয়ের সঙ্গে দুই যাও দক্ষিণে, একের সঙ্গে এক পশ্চিমে যাও যেমন নিচে যাও তেমন।

—তার জন্যে দেবে তুমি কী?

—যা আছে আমার সব তুলে দিই।

—দেব কিসের জন্যে?

—বুকের মধ্যে ধর্ম আর বিশ্বাস যে জাগে।

মাসগ্রেভ বলল—মূল লেখাটার মধ্যে কোনো তারিখ নেই। কিন্তু বানান দেখে মনে হয় যে ওর রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো সময়। তবে, আমার মনে হয় এই রহস্য সমাধানের জন্যে এটা কোনো কাজেই আসবে না।

হোম্‌স্‌ বললেন—মাসগ্রেভ, আমাকে ক্ষমা করতে হবে যদি আমি বলি যে এই কর্তা-পরিচারক তার প্রভুদের দশ-পুরুষের চেয়ে চতুর, তার দৃষ্টিও স্বচ্ছ।

মাসগ্রেভ বলল—আমি তোমার কথা ঠিক ধরতে পারছি না। এই কাগজ খানার কোনো বাস্তব মূল্য আছে বলে তো আমার মনে হয় না।

হোম্‌স্‌ বললেন—আমার তো মনে হয় এটা ভীষণ বাস্তব। আর আমার ধারণা, ব্রানটন কাগজখানাকে এই চোখ দিয়েই দেখেছিল। আমার আরও ধারণা, তুমি যে রাতে ওকে ধরেছিলে তার আগে একাধিক রাতে ও কাগজখানা দেখেছিল।

মাসগ্রেভ বলল—খুবই সম্ভব। আমরা এটা গোপন করবার চেষ্টাই করিনি।

হোম্‌স্‌ বললেন—আমার মনে হয়, সে শেষবারের মতো স্মৃতিকে ঝালিয়ে নেবার জন্যে ওটা বার করেছিল। তুমি যা বললে তা থেকে বুঝলাম সে এই কাগজটা থেকে যে ম্যাপটা সে কোলের ওপর রেখেছিল সেটা মিলিয়ে নিয়ে আবার নিজের পকেটে রেখেছিল।

হ্যাঁ, তা ঠিক। মাসগ্রেভ বললেন—কিন্তু আমাদের পরিবারের এই লুকোনো প্রথাটার সঙ্গে ওর যোগাযোগই বা কী, আর এই কিম্ভুত কথা গুলোর মানে কি?

হোম্‌স্‌ বললেন—সেটার অর্থ বার করা খুব কঠিন হবে না। তোমার আপত্তি না থাকলে আমরা প্রথম ট্রেনেই সাসেক্‌স্‌ে যাবো। সেখানে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করবো।

হোম্‌স্‌ বললেন—ওয়াটসন, সেদিন বিকেলেই আমরা হার্লস্টোন পৌঁছে গেলাম। তুমি হয়তো ঐ প্রাচীন প্রাসাদটির বর্ণনা পড়েছ ছবিও দেখেছো। লম্বা অংশটা নোতুন তৈরী হয়েছে, পুরোনো অংশ ছোট। ছোটটার থেকেই বড়টা সমকোণ করে তৈরী হয়েছে। পুরোনো অংশটার নীচু ভারী দরোজার মাথায় খোদাই করা—১৬০৭। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন ওর কাঠের কড়ি-বরগা আর পাথরগুলো আরও পুরোনো। সাংঘাতিক মোটা দেওয়াল আর ছোট ছোট জানলা

গুলির জন্যে ওখানকার অধিবাসীরা বাধ্য হয়ে গত শতাব্দীতে নোতুন শাখাটি তৈরী করান, আর পুরোনো অংশটা এখন কেবল মাত্র গুদামঘর হিসেবে এবং মদ রাখার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাড়ির সামনের চমৎকার পার্কে খুব পুরোনো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। যে লেকের কথা মাসগ্রেভ বলেছিল, সেটি ওখানে যাবার বড় রাস্তার পাশে, বাড়ি থেকে দুশো গজ দূরে।

হোম্‌স্ বললেন—ওয়াটসন, আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে এখানে রহস্য নেই, রহস্য মাত্র একটি। আমি যদি বিচিত্র মাসগ্রেভ-তন্ত্রের রহস্য উদ্ধার করতে পারি তাহ'লে সেই সূত্র থেকেই আমি কর্তা-পরিচারক ব্রানটন আর র‍্যাচেল হাওয়েল্‌সের রহস্যের সমাধান করতে পারবো। সেই কারণে আমার মনোযোগ আমি প্রথম ঐ দিকেই ফেরালাম। চাকরটির এই প্রাচীন বিদঘুটে ছড়াটিকে আয়ত্ত করবার এতো চেষ্টা কেন? এই আপাত-অর্থহীন যে ছড়ার গোপন অর্থ গত দশ পুরুষ এই মালিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে স্বভাবতই সেটা নজরে পড়েছিল এই চাকরটির। এবং এর থেকে এর সুযোগ, সে যাইহোক না কেন, নেবার জন্যে সে উঠে পড়ে লেগেছিল। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম এই কাগজটি পড়ে, যে, এই ম্যাপগুলি কোন্-কোন্ বিশেষ স্থানের নির্দেশক? আর যদি আমি জায়গাটি খুঁজে বার করতে পারি তাহলে মাসগ্রেভ কর্তারা এই বিচিত্র ভাষার অন্তরালে যে সত্যকে গোপন করে রেখেছেন তাকে খুঁজে বার করা সহজ হবে। আবিষ্কার করতে হলে আমাকে দুটি কথার বিশ্লেষণ করতে হবে। এক-ওক, দুই-এলম্। বাড়ির সামনেই, রাস্তার ডানপাশে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে সম্রাটের মতো এক ওক। এমন অপরূপ ওক গাছ আর আমি দেখিনি। গাড়িতে রাস্তা পার হতেই বললাম,—মাসগ্রেভ, এই কাগজটা যখন তৈরি হয় তখন এই গাছ দুটি ছিল?

মাসগ্রেভ বললেন—ন্যার্মানরা যখন ইংল্যান্ড জয় করে তখনও ছিল। বহুযুগ থেকে ওই তেইশ ফুট চওড়া গাছটি আছে।

হোম্‌স্ বললেন—বুঝতে পারলাম ওয়াটসন, এইখানেই আমার একটা ঘুঁটি পাকা হয়ে গেল। তারপর যখন জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ঐখানটায় একটা পুরোনো এলম্ গাছ ছিল। বছর দশেক আগে বাজ পড়ে ওটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওর গুঁড়িটা পরে আমরা কেটে ফেলি।

হোম্‌স্ মাসগ্রেভের সঙ্গে গাছটা যেখানে ছিল সেখানটা দেখতে গেল। বাড়িতে ঢুকবার আগেই মাঠের মাঝখানে একটা ঘাট-ওঠা জায়গায় হোম্‌স্‌কে নিয়ে মাসগ্রেভ, জায়গাটা দেখাল। দেখা গেল, বাড়ি আর ওক গাছ দুটোর মাঝামাঝি জায়গায় এলম্‌টা ছিল। হোম্‌স্ বুঝতে পারলেন—তার অনুসন্ধান ঠিক পথেই এগোচ্ছে। আর মাসগ্রেভ-এর কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন এলম্ গাছটা লম্বায় চৌষট্টি ফুট।

ছোট বেলায় মাষ্টার মশাই আমাকে ত্রিকোণমিতির অঙ্ক কষতে দিতেন। সে সেব গাদা উচ্চতা মাপা অঙ্ক। আমার ছেলেবেলার আমাদের বাড়ির আশেপাশের সব গাছের উচ্চতা অঙ্ক কষে বার করেছি।

হোম্‌স্ বললেন—এ একেবারে অকল্পিত সৌভাগ্য! আমার সব সূত্র যতো তাড়াতাড়ি প্রত্যাশা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি আমার হাতে এসে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা বলতো, মাসগ্রেভ, ব্রানটন তোমায় কখনও কি এহেন প্রশ্ন করেছিল?

রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। সে বলল,—তুমি এখন বলছো বলে আমার মনে পড়ছে। কয়েক মাস আগে সহিসের সঙ্গে সামান্য তর্কাতর্কি সময় সে আমাকে গাছটার উচ্চতার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

হোম্‌স্ বললেন,—বুঝলে ওয়াটসন, শুভ সংবাদটি থেকে বুঝলাম যে আমি সঠিক রাস্তাটাই ধরেছি। আমি মাথার ওপর সূর্যের দিকে তাকালাম। আকাশে অনেকটা নীচে নেমেছেন সূর্যদেব। আমি অনুমান করলাম আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সূর্য ওক গাছটার সবচেয়ে মাথার ডালের ওপর নামবেন। তখনই বিচিত্র তন্ত্রের একটি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে।

এল্‌মের ছায়ার অর্থ হল, ছায়ার ওদিকের শেষ প্রান্তবিন্দু। তা না হলে গাছের গুঁড়িটিই সেই বিন্দু বলে ধরবার নির্দেশ থাকতো। তাহলে এখন স্থির করতে হবে, সূর্য যখন ওকের মাথায় আসবে তখন এল্‌মের ছায়ার প্রান্তবিন্দু কোথায় পৌঁছায়। আমি মাসগ্রেভের সঙ্গে লাইব্রেরিতে গেলাম। সেখানে ছুরি দিয়ে কাঠ কেটে একটা গোঁজ মতো তৈরি করে তার সঙ্গে সুতো বাঁধলাম, সেই সুতোয় এক-এক গজ অন্তর গিঁট দিলাম।

তারপর দুটো ছ-ফুট মাপের মাছধরা দাঁড়া নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমার মক্কেলের সঙ্গে গেলাম এলম গাছটার গোড়ায়। ততোক্ষণে সূর্য ওক গাছের মাথার ওপর এসে গেছে। আমি দড়িটা সুতোর অন্য মাথায় বাঁধলাম, আর সেটা দিয়ে তার ছায়ার গতিপথ আর মাপ দেখে মাপলাম সেটা। মাপ দেখা গেল-ন-ফুট। শোনো ওয়াটসন, এইবার আমার কাছে অঙ্কটা সোজা হয়ে গেল। ছ-ফুট একটা রং যদি ন-ফুট ছায়া প্রসারিত করে তাহলে চৌষট্টি ফুট এল্‌ম্‌-এর ছায়া হবে ছিয়ানব্বুই ফুট। আর সে ভঙ্গীতে এবং যেখানে ছায়াটা পড়েছে সেই ভঙ্গী ও রেখাই ওই ছায়ার গতিপথ। আমি এবার সেই ছিয়ানব্বুই ফুট দৈর্ঘ্যটা মাপলাম। আমাকে তখন সেই ছায়া এনে পৌঁছে দিয়েছে বাড়ির দেওয়ালের প্রায় কাছে। সেখানে একটা গোঁজ পুঁতলাম। ওয়াটসন, যখন আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার গোঁজের দু-ইঞ্চির মধ্যে তার একটি ছোট চাপা গর্ত রয়েছে তখন আর আমার খুশির অবধি রইল না। বুঝলাম যে এ চিহ্ন অনুসন্ধানের পথ ব্রানটনের হাতে তৈরি, আর আমি ঠিক তার পিছন পিছন চলেছি। এই প্রারম্ভ-বিন্দু থেকে কাজ আরম্ভ করলাম। পকেট থেকে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র বার করে মূল বিন্দুগুলি স্থির করে নিয়ে আমি এগোতে লাগলাম। প্রতি পায়ের দশটা পদক্ষেপ আমাকে দেয়ালের সমান্তরালে নিয়ে গেল। সেখানে আবার আমি একটা গোঁজ পুঁতলাম। তারপর বেশ সতর্কতার সঙ্গে পূর্বদিকে পাঁচটি আর দক্ষিণে দুটো পদক্ষেপ করলাম। তাতে এসে পৌঁছোলাম পুরোনো দরোজার সামনে। এরপর পশ্চিমে দুই পদক্ষেপের অর্থ হল যে, পাথর বসানো পথ ধরে খানিকটা সরে যেতে হবে আমাকে। ঐ ইঙ্গিতপূর্ণ বিচিত্র ছড়া অনুসারে এই হল আমার জায়গা। ওয়াটসন, ঠিক এর পরেই আমাকে হতাশ হতে হল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমার অঙ্কটাকে কোথাও একটা প্রাথমিক ভুল হয়ে গেছে। ডুবন্ত সূর্যের আলো পাথর বসানো পথের ওপর পড়েছে। দেখলাম পায়ে পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া ধূসর পাথরগুলো একের সঙ্গে অপরটি গায়ে গায়ে সেঁটে আছে। বহুবৎসর সে পাথর গুলি স্থানচ্যুত হয়নি। মেঝের ওপর আঙুল ঠুকলাম। বুঝলাম ব্রানটন এদিকে হাঁটেনি। কারণ দেখলাম সব জায়গায় সমান শব্দ হচ্ছে। কোথাও কোনো ফাঁক বা চিড়ের চিহ্ন নেই। কিন্তু এতোক্ষণে মাসগ্রেভ আমার কাজের তাৎপর্য খানিকটা বুঝেছে। সেও আমার মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, সেও আমার সঙ্গে অঙ্ক কষতে আরম্ভ করেছে মনে মনে। উত্তেজিত হয়ে বলল... এবং নিচ। তুমি যে...এবং নিচেটা বাদ দিলে?

হোমস বললেন,—ওয়াটসন, আমি ভেবেছিলাম এবার খুঁড়তে হবে। কিন্তু আমি ততোক্ষণে আমার ভুল বুঝতে পেরেছি, বললাম, তাহলে এর নিচে মদ রাখার ঘর আছে, তাই না? এবার আমরা মাসগ্রেভ-এর কথা মতো ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলাম। আমার সঙ্গী দেশলাই জ্বেলে একটা লণ্ঠন ধরাল। লণ্ঠনটা একটা ব্যারেলের ওপর রাখা ছিল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি, এবং এখানে আমরাই প্রথম নই, আমাদের আগে এখানে অন্য লোক এসেছে। ঘরটা ব্যবহার হয়তো কাঠের গুদাম ঘর হিসেবে। কাঠের বান্ডিলগুলো মেঝের ওপর স্তূপ করা ছিল। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে সেগুলো সরিয়ে মাঝখানে খানিকটা জায়গা খালি করা হয়েছে। এই খালি জায়গাটায় একটা পাথরের চাঁই বসানো। তাতে একটা লোহার আংটা। তার সঙ্গে একটা পশমের গলাবন্ধ জড়ানো।

আমার মক্কেল চেঁচিয়ে উঠল, আরে, এ তো ব্রানটনের গলাবন্ধ! হতভাগা এখানে কী করছিল?

হোমসের পরামর্শে দুজন স্থানীয় পুলিশ ডেকে আনা হল আমাদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে হাজির থাকার জন্যে। তারপর হোমস আংটাটা টেনে পাথরটাকে তোলবার চেষ্টা করলেন। পাথরটা সামান্য একটু নড়ল। তারপর কনস্টেবলের সাহায্যে সেটাকে টেনে তুলে একপাশে সরিয়ে দেয়া হল। তখন একটা কালো গর্ত দেখা গেল যেন হাঁ করে আছে। মাসগ্রেভ লণ্ঠনটা গর্তের ভেতর এগিয়ে ধরল। দেখা গেল, একটা ছোট্ট কামরা সেটা। সাত ফুটগভীর, লম্বা চওড়ায় চারফুট চৌকা। একপাশে একটা পেতল দিয়ে মোড়া কাঠের বাক্স। তার ডালাটা তোলা ওপর দিকে। আর এই যে আজ আমার হাতে দেখছো এই চাবিটা,—এই চাবিটা তালা থেকে বেরিয়ে ছিল। বাক্সের ওপর ধুলোর পুরু আস্তরণ। পোকায় কাঠগুলো কুরে কুরে খেয়েছে। কতোগুলি গোল ধাতুর টুকরো, বোঝাই গেল, পুরোনো মুদ্রা সেগুলি—যেমন আজ আমার এখানে একটা দেখছ, বাক্সের তলায় পড়ে ছিল। তাছাড়া বাক্স খালি।

সেই মুহূর্তে অবশ্য আমরা পুরোনো বাক্সটার কথা ভাবছিলাম না। আমাদের দৃষ্টি সরে গেল বাক্সের পাশে যা ঘাপটি মেরে ছিল তার ওপর। সেটা একটা মানুষের দেহ, কালো স্যুটপরা। সে তালতোবড়া জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে, তার মাথাটি নিচু হয়ে ঠেকে আছে বাক্সের ডালায়। হাত দুটো দু-দিকে ছড়ানো। ওভাবে জড়সড়ো হয়ে বসার জন্যে দেহের সমস্ত রক্তটা যেন মুখে এসে জমেছে। সেই রক্তজমা নীল মুখখানা চেনার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তার উচ্চতা, তার চুল আর পোষাক থেকে আমার মক্কেলের হারানো কর্তাপরিচারক ব্রানটনকে চিন্‌তে ভুল হল না। সে অনেক আগেই মারা গেছে। বেশ কয়েকদিন আগেই। কিন্তু তার দেহের কোথাও কোনোও আঘাতের চিহ্ন মাত্র ছিল না। পরে গর্ত থেকে তার দেহ যখন কনস্টেবলদের সাহায্যে বার করা হল তখনও এমন একটি সমস্যা আমাদের সামনে যা আগের মতোই অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

তোমার কাছে স্বীকার করতে সংকোচ নেই ওয়াটসন যে, আমার এতোক্ষণের খোঁজাখুঁজির ফল হতাশাব্যঞ্জকই মনে হল। আমি ভেবেছিলাম ঐ কাগজটার লেখাটার সমাধান করতে পারলেই সমস্ত সমস্যাটা সমাধান করা যাবে। কিন্তু তখনও আমার মাথায় এল না, মাসগ্রেভ পরিবার কেন এতো ব্যাপক গোপনতা অবলম্বন করেছিল? এবং কী লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল? এ কথা ঠিক যে আমি ব্রানটনের পরিণামের ওপর আলোকপাত করেছি, কিন্তু আমাকে এখন বার করতে হবে ওর এই পরিণাম এল কিভাবে, সে মেয়েটিই বা এই ঘটনায় কী অংশ নিয়েছে? আমি আবার নোতুন করে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে লাগলাম।

ওয়াটসন তুমি তো জানো, এইসব কাজে আমি কী পদ্ধতি অবলম্বন করি? আমি নিজেকে অপরাধীর ভূমিকায় বসিয়ে তার বুদ্ধির মোটামুটি একটা পরিমাফ করে ভাবি, আমি হলে কিভাবে সমস্ত ব্যাপারটা মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতাম, এক্ষেত্রে ব্রানটনের বুদ্ধি একেবারে প্রথম শ্রেণীর বলে মনে হল। সে জানতো এখানে মূল্যবান কিছু আছে এবং পাথরটা অপরের সাহায্য না নিয়ে একা সরানো অসম্ভব। তারপর কী করবে সে? বাইরের কোনোও সাহায্য নেওয়া অসম্ভব ওর পক্ষে, কারণ তাতে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু কাকেই বা বলবে? মেয়েটি ওর প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল। কোনো পুরুষ কখনো সঠিক ভাবে বিশ্বাস করতে পারে না যে সে কোনো স্ত্রীলোকের প্রেম চিরকালের জন্যে হারাতে পারে? ব্রাইটন আগের খারাপ ব্যবহারের সংশোধন করে তারদিকে মনোযোগ দিয়ে পুনরায় শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে। ঠিক হয়েছিল ব্রানটন ও র‍্যাচেল রাত্রে দু-জনে এসে একসঙ্গে পাথরটা সরাবে। এই পর্যন্ত ওদের কার্যক্রম কল্পনা করতে পারলাম। কিন্তু আবার মনে হল, দুজন কনস্টেবল আর আমি ধরে তবেই অনেক কষ্টে পাথরটা সরিয়েছি তা'হলে ব্রাইটন ও রোগা র‍্যাচেলের পক্ষে কি করে পাথরটা সরানো সম্ভব? আচ্ছা, আমি হলে কী করতাম? আমি উঠে কাঠের টুকরো ফুট তিনেকের মতো লম্বা। দেখলাম সেটার শেষ প্রান্তটা চেপটে গেছে। আর কতোকগুলোর ধারে চাপ লেগেছে। বোঝা গেল, পাথরটা টেনে তুলে এটা তার মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছিল। কাঠ গুঁজতে গুঁজতে যখন মুখটা বেশ ফাঁকা হয়ে গেছিল তখন তার মধ্যে দিয়ে হামা দিয়ে ঢুকেছে সে। তারপর আংটার

গায়ে বড় কাঠখানা তাড়াতাড়ি ঢুকিয়েছে। তার ফলে বড় কাঠটা চাপ খেয়েছে। কারণ পাথরের বেশ সহজ ওজনটাই ওই কাঠখানা নিয়েছিল। এতোক্ষণ আমি বেশ সহজ সমাধানের মধ্যে দিয়েই চলেছি।

কিন্তু তারপর? পরিষ্কার বুঝতে পারলাম ব্রানটন গর্তের ভেতরে ঢুকেছে। মেয়েটি ওপরে অপেক্ষা করে থেকেছে। তারপর ব্রানটম বাক্সের ডালাটা খুলেছে, ভিতরের জিনিসগুলো মেয়েটির হাতে দিয়েছে। কিন্তু সেগুলো যখন পাওয়া যাচ্ছে না।—কী ঘটল তখন?

তাহলে সেই র‍্যাচেল হাওয়েলস্ ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করেছে যে গর্তের ঐ লোকটা যে তার অপরিমেয় ক্ষতি করেছে। তার সারা শরীর নিংড়ে নিয়েছে। এই মুহূর্তে সে তার সম্পূর্ণ করায়ত্ত। হঠাৎ তার বুকের মধ্যে প্রতিশোধ-স্পৃহা ধিকি ধিকি অবস্থা থেকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কিংবা আংটার সঙ্গে লাগানো কাঠখানা আকস্মিক ভাবে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে গর্তটাকে ব্রানটনের কবর বানিয়ে দিয়েছিল? না কি সে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়ে কাঠখানা সরিয়ে নিয়ে ঘটিয়েছে কাণ্ডটা? সে যাই হোক, আমি এখনও কল্পনায় একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি দেখতে পাচ্ছি উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে পালাচ্ছে—কারণ তার পেছনে তখন চাপা আর্তনাদ উঠছে আর গর্তের ভেতর থেকে পাথরটার গায়ে আর্ত আঘাতের মৃদু শব্দ আসছে। মেয়েটির অভিশপ্ত প্রেমিক মরছে পাথরের তলায় চাপা পড়ে।

এই হল মেয়েটির পরদিন সকালের কাগজের মতো সাদা মুখ, চোট-খাওয়া স্নায়ু আর অর্থহীন হাসির রহস্য। কিন্তু বাক্সটায় কী ছিল? সে কী করল বাক্সটা? অবশ্যই জলে ফেলে দেওয়া আর চারদিকে ছড়ানো ঐ পুরোনো ধাতুর টুকরোগুলো আর পাথরের কুচিগুলিই হল সেই জিনিস। প্রথম সুযোগেই সে সেগুলো জলার জলে ফেলে দিয়েছিল। এই ভাবেই সে তার অপরাধের শেষ চিহ্নটুকু বিলোপ করেছিল।

মাসগ্রেভ হোম্‌সের পাশে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। মধ্যে মধ্যে লণ্ঠনটা গর্তের মধ্যে নামিয়ে দেখছিল ভিতরটা। যে কটা মুদ্রা বাক্সের ভেতর পড়েছিল সেগুলো দেখিয়ে হোম্‌স্ বললেন—এগুলো প্রথম চার্লসের মুদ্রা। মরা এই তন্ত্রের যে তারিখ অনুমান করেছিলাম সেটা ঠিকই। হঠাৎ ঐ তন্ত্রের প্রথম দুটো প্রশ্নের অর্থ আমার মাথায় খেলে গেল। আমি উত্তেজিত ভাবে বললাম—আমরা প্রথম চার্লসের আরও কিছু পাবো। জলা থেকে যে ব্যাগটা তার ভিতরের জিনিসগুলো দেখি!

হোম্‌স্ বললেন—আমরা স্টাডি রুমে ফিরে এলাম। সে আমার হাতে ব্যাগটা। মাসগ্রেভ আমার হাতে ব্যাগটা তুলে দিল। ধাতব টুকরোগুলো প্রায় কালো হয়ে গেছিল। আর পাথরগুলো হয়েছিল দীপ্তিহীন। তাদের একটিকে নিয়ে আমি আমার আস্তিনে ঘষতেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার হাতের তালুর ভেতরে সেটি আগুনের টুকরোর দীপ্তি ছড়াতে লাগল। ধাতবগুলো সব গোল গোল রিং করা। কিন্তু তাদের মূল চেহারা নষ্ট করা হয়েছে বেঁকিয়ে। মাসগ্রেভকে আমি বললাম,—মনে রাখতে হবে যে রাজার মৃত্যুর পরও রাজভক্ত দল ইংল্যান্ডে আধিপত্য লাভের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যখন দেশ ছাড়তে হল তাদের শেষ পর্যন্ত, তখন তাদের মূল্যবান সম্পদ সব পুঁতে রেখে গেছিল। মনে তাদের আশা ছিল আবার শান্তি এলে দেশে ফিরবে তারা।

তখন মাসগ্রেভ বললেন—আমার পূর্বপুরুষ স্যার র‍্যালফ্ মাসগ্রেভ একজন বিশিষ্ট রাজভক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় চার্লসের ডান হাত ছিলেন তিনি।

হোম্‌স্‌ও সঙ্গে সঙ্গে তারই সুরে বললেন—ও আচ্ছা! তোমার কথা থেকে শেষ সূত্রটি পেলাম আমি। মাসগ্রেভ, আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই সম্পদ পাবার জন্যে। অবশ্য তুমি তা পেলে বেদনার মাধ্যমে। এই জিনিসগুলো শুধু মূল্যবানই নয়—ঐতিহাসিক মূল্য এগুলির যথেষ্ট।

মাসগ্রেভ বিস্মিত স্বরে বলল—তুমি বলছো কী? এগুলো কী তা হলে?

এটা ইংল্যান্ডের রাজাদের পুরোনো মুকুটটি ছাড়া আর কিছু নয়। হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন।

রাজমুকুট? চমকে উঠলেন মাসগ্রেভ।

হোম্‌স্ বললেন—ঠিক তাই। আচ্ছা, তন্ত্রের প্রথম কথা গুলো একবার মনে করতো।—এ ছিল কার?—যে গিয়েছে তার। এটার অর্থ হল, রাজা প্রথম চার্লসের হত্যার পরের কথা। তারপর-এ হবে কার?—আসবে যে তার। এ হল দ্বিতীয় চার্লসের কথা। তাঁর ফিরে আসাটা নিশ্চিত ছিল।

মাসগ্রেভ বললেন—তাহলে এটি পুকুরে গেল কিভাবে?

হোম্‌স্ বললেন—এর উত্তর দিতে খানিকটা সময় লাগবে। এইটুকু বলে আমি আমার অনুমান এবং যে সব প্রমাণের ওপর আমার সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছি সব বিবৃত করলাম। হোম্‌সের বর্ণনা যখন শেষ হল তখন গোধূলির শেষ আলো প্রকাশিত হয়েছে।

মূল্যবান ঐতিহাসিক প্রতীক চিহ্নটি থলের মধ্যে রাখতে রাখতে মাসগ্রেভ প্রশ্ন করল—তাহলে দ্বিতীয় চার্লস যখন ফিরে এলেন তখন এটা তাঁর কাছে আবার ফিরে গেল না কেন?

হোম্‌স্ বললেন—এ প্রশ্নের সম্ভবত কোনো উত্তর তুমি কোনোদিনই পাবে না। সম্ভবতঃ যে মাসগ্রেভের কাছে এই গোপন সংবাদটি ছিল তিনি ইতিমধ্যে মারা গেছিলেন। তার আগেড় তিনি নিজের উত্তরাধিকারীকে শুধু কাগজটাই দিয়েছিলেন, মূল তথ্য হয় জানানো হয়নি, অথবা জানাতে ভুলে গেছিলেন। সেই থেকেই আজ পর্যন্ত পিতা পুত্রকে এই কাগজ দিয়ে আসছিলেন। এতোদিন এমন একজনের হাতে পড়েছিল, যে তার অর্থভেদ করতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে। এই হল মাসগ্রেভ তন্ত্রের ইতিহাস। সেই রাজমুকুট আজও হার্লস্টোন প্রাসাদে রয়েছে। অনেক টাকা দিয়ে তবে সেটি ওরা রাখবার অধিকার পেয়েছে।

ওয়াটসন তুমি যদি ওদের কাছে গিয়ে আমার নাম করো তাহলে সেটি ওরা তোমাকে দেখাবে খুব খুশি হয়েই। র‍্যাচেল হাওয়েলসের কথা আর শোনা যায় নি। খুব সম্ভব এই পাপ কর্মের স্মৃতি বুকে নিয়ে সে কোনো ভিন্ন দেশে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিল।

বিকলাঙ্গ

গ্রীষ্মকালের এক রাত্রে সদ্যবিবাহিত ডক্টর ওয়াটসন সারাদিন ভীষণ খাটাখাটনি সেরে একটা গল্পের বই পড়ছিলেন। হাতের পাইপ থেকে সুগন্ধি তামাকের গন্ধে জায়গাটা ম ম করছিল। ওয়াটসনের স্ত্রী অনেক আগেই দোতলায় চলে গিয়েছিলেন। চাকরন্না দরোজায় তালা লাগিয়ে বিদায় নিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ওয়াটসন চেয়ার থেকে উঠে তখন পাইপের ছাই পরিষ্কার করায় ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল।

ওয়াটসন ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। তিনি বুঝলেন, কোনো অতিথি আসার এটা সময় নয়। এ নিশ্চয়ই কোনো রোগী। ডাকতে এসেছে নিশ্চয়ই। মানে সারারাত জাগতে হবে! বিরস বদনে দরোজা খুলেই ওয়াটসন চমকে উঠলেন। স্বয়ং শার্লক হোম্‌স্ দরোজায় দাঁড়িয়ে!

খুব অবাক হয়েছো তাই না? হোমস বললেন, অবশ্য এটা বিস্ময়ের কথা। এই দেখো, এখনো তুমি তোমার বিয়ের আগের অভ্যাস আর্কেডিয়া মিক্‌চার তামাক ছাড়তে পারো নি। তোমার কোটের ওই ছাই গুলোই তার নির্ভুল সাক্ষ্য বহন করছে। তুমি সামরিক পোশাকে অভ্যস্ত তাও বোঝা যাচ্ছে। আর আস্তিনে রুমাল রাখাল অভ্যাসটি না চাড়লে তোমাকে কখনোই পুরোপুরি অসামরিক বলে মনে হবে না। যাই হোক, আজ রাতের মতো তুমি আমাকে জায়গা দেবে?

ওয়াটসন বললেন—এসো এসো, ভিতরে এসো। স্বচ্ছন্দে তুমি এখানে থাকতে পারবে। তুমি থাকলে আমি খুশি হব হোমস।

ধন্যবাদ, হোমস মুচকি হেসে বললেন—আমি তাহলে আশ্রয় পাচ্ছি! আচ্ছা, তোমার বাড়িতে একজন মিস্ত্রি এসেছিল মনে হচ্ছে! মিস্ত্রি মানেই কোনো অসুবিধে! তোমার নর্দমা খারাপ হয়নি তো?

ওয়াটসন বললেন—না, না, গ্যাসটা খারাপ হয়েছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কার্পেটের ওপর তারই বুটের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। হোমস ওয়াটসনকে ব্যস্ত হতে নিষেধ করে বললেন—তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না ওয়াটসন, আমি ওয়াটার্লুতে রাতের খাওয়া সেরে এসেছি। তোমার সঙ্গে বসে বসে এখন শুধু ধূমপান করব। তারপর ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন—সারাদিন ডাক্তারিতে তোমার খুব ধকল গেছে তাই না?

ওয়াটসন তামাকের থলিটা হোমসের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বুঝতে পারলেন কোনো জরুরি দরকার ছাড়া হোমস কিছুতেই এতো রাতে তার বাড়িতে আসত না। যাই হোক আপাতত কৌতূহল দমন করে ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলেন—আমি যে সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম তা তুমি কী করে জানলে?

হোমস একটু চাপা হাসি হেসে বললেন—তোমার অভ্যাসগুলো জানা থাকায় আমার সুবিধা হয়েছে। যখন তুমি কাছাকাছি কোথাও যাও তখন সাধারণত হেঁটে যাও। আর দূরে হলে যাও ঘোড়ার গাড়িতে। তোমার জুতোটা প্রায় অক্ষত দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি কদিন ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করেছ।

ওয়াটসন বললেন—অপূর্ব! অপূর্ব তোমার বিশ্লেষণ!

হোমস বললেন—তাহলে আসল ব্যাপারটা খুলেই বলি, কেমন। একটা সমস্যার ভিতরে কিছু কৌতূহলজনক ঘটনাবলি রয়েছে। আমি ভালো করে ভেবে একটা সমাধানের কাছাকাছি এসেছি। তুমি যদি আমার সঙ্গী হয়ে এর কোনো অংশে উপস্থিত থাকো তবে আমার বিশেষ উপকার হয়।

ওয়াটসন দ্বিধাহীন ভাবে বললেন—আমি তোমায় সাহায্য করতে পারল আনন্দিত হব।

কাল তুমি অলডারশট যেতে পারবে? হোমস বললেন। হ্যাঁ, পারব। জ্যাকসন আমার কাজের ভার নেবে-খন—ওয়াটসনের উত্তর।

হোমস বললেন—তাহলে এই কথাই রইল। ওয়াটার্লু থেকে আমি এগোরোটা দশের গাড়িতে রওনা হতে চাই। আর যদি তোমার ঘুম না পেয়ে থাকে তো সংক্ষেপে ঘটনাটা তোমাকে জানিয়ে রাখি।

ওয়াটসন বললেন—তুমি আসার আগে আমার ঘুম পেয়েছিল এখন ঘুমটা কেটে গেছে!

অলডারশটে রয়্যাল ম্যালোজের ভূতপূর্ব কর্নেল বার্কলের মৃত্যুরহস্যের বিষয়ে আমি অনুসন্ধান করছি। ঘটনাটা হল, তুমি নিশ্চয় জানো, রয়্যাল ম্যালোজ হচ্ছে ইংরেজ বাহিনীর বিখ্যাত আইরিশ সেনাদল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ও সিপাহী বিদ্রোহে এদের বীরত্ব সবাইকে চমৎকৃত করেছিল। এবং সেই থেকে এরা সবক্ষেত্রেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছে। গত সোমবার পর্যন্ত এদের কম্যান্ডার ছিলেন জেমস বার্কলে। তিনি এক প্রাচীন সাহসী সৈনিক। সাধারণ যোদ্ধা হিসেবে যোগ দিয়ে সিপাহী বিদ্রোহের সময় অফিসারের পদে উন্নীত হয়। এরপর একসময় পুরো রেজিমেন্টের কম্যান্ডার হন। ঘটনাটা মাত্র দুদিন আগের।

কর্নেল বার্কলের পারিবারিক জীবন মোটামুটি ছিল সুখের। মেজর মারফির কাছ থেকে যতোটুকু শুনেছি, তাতে বেশ বুঝেছি, দুজনের মধ্যে কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি ছিল না। তিনি মনে করেন যে স্ত্রীর প্রতি বার্কলের আনুগত্য তাঁর স্ত্রীর তাঁর প্রতি ভালোবাসার চেয়েও হয়তো কিছু বেশি ছিল। তবে স্ত্রীও স্বামীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। রেজিমেন্টের সবাই তাঁদের এক আদর্শস্থানীয় মধ্যবয়সী জুটি বলে মনে করত। এইরকম একটা বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটবার মতো কোনো কারণ ছিল না। আর শোনো ওয়াটসন, যখন বার্কলে শুধুমাত্র সার্জেন্ট সেই সময় তিনি সেই রেজিমেন্টেরই একজন অশ্বেতকায় সার্জেন্টের মেয়ে ন্যান্সি ডিভয়কে বিয়ে করেন। সুতরাং সেই সময় কিছু সামাজিক ঝামেলাও হয়েছিল আন্দাজ করা যায়। সুতরাং সেই সময়

কিছু সামাজিক ঝামেলাও হয়েছিল আন্দাজ করা যায়। যাইহোক, তাঁরা অল্প সময়ের ভিতরেই নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলেন। মহিলাটি খুবই সুন্দরী ছিলেন। এমনকি ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের পর এখনও তিনি অত্যন্ত সুন্দরী। আর বিশেষ লক্ষণীয় কর্নেলের চরিত্রের কতোকগুলি বিশেষ গুণ। তিনি ছিলেন এক সাহসী, আমুদে, প্রাচীন সৈনিক, কিন্তু কখনো কখনো তিনি হয়ে উঠতেন ভয়ঙ্কর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। মেজর মারফি ও তাঁর তিনজন সহযোগী অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আরেকটা ব্যাপার জানতে পারা গেল যে কখনো কখনো কর্নেল তীব্রভাবে মুষড়ে পড়তেন। প্রায়ই হাসিখুশি মনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি গম্ভীর হয়ে যেতেন অন্তত কয়েকদিনের জন্যে তিনি তীব্র অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা, আর কিছুটা পরিমাণে কুসংস্কারে বিশ্বাস তাঁর সহকর্মীদের চোখে পড়েছিল। অন্ধকার হলেই তিনি একা একা থাকতে পছন্দ করতেন। তাঁর মতো পুরুষোচিত চরিত্রের মানুষের মধ্যে এই ছেলেমানুষীর জন্যে প্রায়ই বন্ধুরা আড়ালে টিপ্পনী কাটতেন।

রয়্যাল ম্যালোজ—এর প্রথম ব্যাটালিয়ন (মানে, প্রাচীন ১১৭তম) কয়েক বছরের জন্যে অলডারশট-এ ঘাঁটি করেছিল। বিবাহিত অফিসাররা সকলেই ব্যারাকের বাইরে থাকতেন। কর্নেল নিজে এই সময়টুকু ক্যাম্প থেকে আধ মাইল দূরে ল্যাচিন বলে একটা বাড়িতে থাকতেন। বাড়িটার চারদিকেই বেশ কিছুটা জমি ছিল। শুধু পশ্চিম দিকটা বড় রাস্তা থেকে ত্রিশ গজের মতো দূরে ছিল। একজন কোচোয়ান ও দুজন ঝি নিয়ে কর্নেলের ও তাঁর স্ত্রীর ল্যাচিনের সংসার। কেননা বার্কলে দম্পতির কোনো সন্তান ছিল না। এবং সাধারণত রাতে থাকবার মতো কোনো অতিথিও তাঁদের আসত না। এবার শোনো, গত সোমবার ল্যাচিনের নয়টা থেকে দশটার মধ্যের ঘটনা।

শ্রীমতী বার্কলে ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক। গিল্ড অব্ সেন্ট জর্জ-এর ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল। ঠিক আটটায় সেই প্রতিষ্ঠানের এক সিটিং থাকায় শ্রীমতী বার্কলে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরেছিলেন। তিনি যখন বেরোন তখন কোচোয়ান কতোকগুলো সাধারণ কথা শোনে, যে তিনি স্বামীকে বলেন—তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। মিসেস বার্কলে তখন কুমারী মরিসন নামে এক যুবতীর খোঁজ করে তাকে নিয়ে মিটিং-এ যান। প্রায় চল্লিশ মিনিট এই মিটিং চলেছিল। সোয়া নয়টা নাগাদ কুমারী মরিসনকে তাঁর বাড়ির দরোজায় ছেড়ে দিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরেছিলেন।

ল্যাচিনে একটা ঘর যেটাকে প্রাতঃকালীন বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হত—এই ঘরটা ছিল রাস্তার মুখোমুখি এবং লনের দিকে একটা কাঁচের দরোজা ছিল। লনটা ছিল তিরিশ গজ লম্বা। রাস্তা থেকে রেলিং দেয়া দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এইটাতেই শ্রীমতী বার্কলে ফিরে এস ঢুকেছিলেন। জানলায় পর্দা দেওয়া ছিল না, কেননা সন্ধ্যার পর এটা ব্যবহার করা হত না। শ্রীমতী বার্কলে ঘরে এসে আলো জ্বালাবার পর ঝিকে ডেকে এক কাপ চা আনতে বললেন। সাধারণত তিনি এ সময়ে চা খেতেন না। কর্নেল খাবার ঘরে বসেছিলেন, কিন্তু মিসেসের আগমন সংবাদ পেয়ে স্ত্রী যে হলঘরে বসেছিলেন সেখানে গেলেন। কোচোয়ান তাঁকে হলঘর পার হয়ে সেই ঘরে ঢুকতে দেখে। তারপর আর তাঁকে জীবিত দেখা যায় নি। যে চায়ের কথা বলা হয়েছে তা আনা হয়েছিল দশ মিনিটের মধ্যে। কিন্তু ঝি ঘরে ঢুকতে গিয়ে ভিতর থেকে তার কর্তা এবং কর্ত্রীর জোর ঝগড়া শুনতে পায়। দরোজায় শব্দ করেও কোনো সাড়া পায় নি। এমনকি হাতল ঘুরিয়ে খোলার চেষ্টা করেও বুঝতে পারল দরোজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। ফলে সে নিচে নেমে গিয়ে বাড়ির অন্য সব ঝি চাকর ও কোচোয়ানকে ডেকে আনল। হলে এসে তারা শুনল যে ঝগড়া তখনো চলছে। তারা সকলেই মি. বার্কলে ও মিসেস বার্কলের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল। তবে মি. বার্কলে নিচু ও মিহিস্বরে কথা বলছিল সেই জন্যে তার কথা প্রায় বোঝাই যাচ্ছিল না। অপরপক্ষে মিসেস বার্কলের কণ্ঠস্বর ছিল ভীষণ ঘৃণাপূর্ণ ও তীক্ষ্ণ। তার গলার স্বর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল—এখন কী হবে? আমার জীবন আমাকে ফিরিয়ে দাও! যেখানে তুমি আছো সেখানকার নিঃশ্বাস নিতেও আমার ঘৃণা হয়! কাপুরুষ, কাপুরুষ কোথাকার! এই

হল তাঁদের কথোপকথনের কয়েকটা টুকরো কথা, এবং তা পরিসমাপ্তি হল পুরুষ কণ্ঠে একটা ভীতিপ্রদ চিৎকার ও পতনের শব্দের সঙ্গে নারীকণ্ঠের মর্মভেদী আর্তনাদের শব্দ দিয়ে। সবাই যখন একমত হল যে ভিতরে নিশ্চয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, তখন কোচোয়ান অনেক চেষ্টা করল ভেতরে ঢুকতে। তখনও ভিতর থেকে সেই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। সে কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে পারল না। ঝিরাও সবাই তাকে সাহায্য করবার জন্যে ব্যস্ত হল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। হঠাৎ কোচোয়ানের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে হলঘর পার হয়ে লনে চলে গেল। সেখানে একটা বড় জানলা খোলা ছিল, বোধহয় গরমের দিন বলেই জানলাটার একটা দিকে খোলা ছিল। সেখান দিয়ে সে অক্লেশে ভেতরে ঢুকল। কর্নেলের স্ত্রীর আর্তনাদ তখন বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি অচেতন হয়ে সোফার ওপর শুয়ে আছেন। আর কর্নেলের পা-দুটো একটা চেয়ারের হাতলের ওপর আর মাথাটা মাটিতে ফায়ারপ্লেসের ঝাঁঝরার কাছে পড়ে আছে। রক্তে ঘরটা ভেসে যাচ্ছে, তিনি মৃত।

কোচয়ান তখন দরজা খুলতে চাইল। কিন্তু তালার চাবিটা কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না। সুতরাং সে ঘরের বাইরে সেই জানলা দিয়েই বেরিয়ে এসে পুলিশ এবং ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। তারপর দরোজা ভেঙে ঘরে ঢুকে মিসেস বার্কলেকে অজ্ঞান অবস্থায় ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরই ওপরে সকলের সন্দেহ হল। কর্নেলের লাসটা তখন সোফার ওপর রেখে ঘরটা পরীক্ষা করা হল। যে আঘাতে হতভাগ্য কর্নেল মি. বার্কলে মারা গেছেন সেটা মাথার পেছন দিকে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ গভীর একটা ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। দেখে মনে হয় কোনো ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। আর সেই ভোঁতা অস্ত্রটি মানে বিশেষ ধরনের কারুকার্য করা হাড়ের হাতলওয়ালা কাঠের গদাটি মৃতের পাশে মেঝেতেই তখনও পড়েছিল। কর্নেল দেশ-বিদেশে যুদ্ধ করে নানারকম অস্ত্র বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। পুলিশের ধারণা এই গদাটাও তেমনি একটা নিদর্শন। তবে চাকরেরা এই গদাটাকে আগে কখনো দেখে নি, বারবার বলেছে। চাবিটা শ্রীমতী বার্কলের কাছে কিংবা মৃত কর্নেলের কাছে বা ঘরের অন্য কোথাও তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না। হোম্‌স্ এবার একটু থেমে বললেন—এই হল গত মঙ্গলবার অবধি খবর। সেদিনই মেজর মারফির অনুরোধে অলডারশটে পুলিশকে সাহায্য করতে হোমস যান। তিনি খুঁটিনাটি সব বিশ্লেষণ করে বুঝলেন, যে সমস্যাটা এমনিতে যা মনে হয় তার থেকে অনেক বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এবার ভালো করে শোনো ওয়াটসন, হোমস বললেন—ঘরগুলো পরীক্ষা করার আগে আমি চাকরদের ভালো করে জেরা করে কেবল পুরোনো কথারই বিশদ পুনরাবৃত্তি শুনতে পেলাম। তোমাকে একটু আগেই বলেছি যে, সে ঝগড়ার শব্দ শুনে অন্য ঝি-চাকরদের ডেকেছিল। প্রথমবার বলেছিল সে, প্রভুপত্নী ও প্রভুর গলা এতো নেমে গেছিল যে, সে কোনো কথাই শুনতে পায়নি। পরে একটু চাপ দিতেই সে বলল—"ডেভিড" নামটা সে প্রভুপত্নীকে দুবার উচ্চারণ করতে শুনেছে। হঠাৎ ঝগড়া হওয়ার কারণ বের করার জন্যে এই সূত্রটা ভীষণ প্রয়োজনীয়। একটা জিনিস কিন্তু পুলিশ আর চাকরদের খুব প্রভাবিত করেছে। সেটা হচ্ছে কর্নেলের মুখের বিকৃতি। তাদের মতে কর্নেলের মুখটা অত্যন্ত আতঙ্কপূর্ণ হয়েছিল। একাধিক লোক কেবলমাত্র সেই দৃশ্য দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেছিল। অর্থাৎ কর্নেল আগেই তাঁর ভাগ্য বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্যেই তাঁর মুখ এতো ভীতিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পুলিশের যুক্তির সঙ্গে এটা ভালোই মিলল যে শ্রীমতী বার্কলেকে আঘাতে উদ্ধত দেখেই কর্নেলের মুখের ভাব অমন হয়েছিল, এমনকি মাথার পেছনে আঘাত লাগাটাও নিজেকে বাঁচাবার জন্যে পেছনে ফেরার ফলে বলে মনে হল না। ব্রেনফিভারের ফলে সাময়িকভাবে মাথা খারাপ হওয়ায় ভদ্রমহিলার কাছ থেকে কোনো খবরই জানা গেল না।

পুলিশের কাছ থেকে জানা গেল, কুমারী মরিসন, যাঁর সঙ্গে শ্রীমতী বার্কলে বেড়াতে গেছিলেন, শ্রীমতী বার্কলের এই ক্রোধের ব্যাপারে তিনিও কিছুই বলতে পারেন নি। এইসব

খবর পাওয়ার পর আমি ধূমপান করতে করতে সাধারণ ঘটনাগুলো থেকে বিশেষ ঘটনাগুলোকে আলাদা করতে চেষ্টা করছিলাম। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এর ভিতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হল দরোজার চাবিটা হারিয়ে যাওয়া। খুব ভালোভাবে খুঁজেও চাবিটা ঘরের কোথাও খুঁজে না পাওয়ায় বোঝা গেল, চাবিটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে কর্নেল বা কর্নেলের স্ত্রী সেটা নেন নি। সুতরাং তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে এসেছিল। আমার মনে হল ঘরটা এবং মনটা ভালোভাবে পরীক্ষা করলে রহস্যময় তৃতীয় ব্যক্তির কোনো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তুমি আমার পদ্ধতির সঙ্গে সুপরিচিত ওয়াটসন, সেই পদ্ধতির সবগুলো আমি এখানে খাটালাম, এবং অবশেষে যে চিহ্ন পেলাম সেটা আমার কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। গরের ভিতর নিশ্চয়ই তৃতীয় একজন লোক ঢুকেছিল এবং সে রাস্তা থেকে উঠোন পার হয়ে এসেছিল। আমি পাঁচটা স্পষ্ট পায়ের ছাপ আবিষ্কার করতে পারলাম। একটা ঠিক রাস্তার ওপর যেখানে সে নিচু পাঁচিলটা টপকেছে, দুটো উঠোনে এবং দুটো খুব অস্পষ্ট চিহ্ন ঠিক জানলার কাঠের তক্তার ওপর, যেখানে থেকে সে ঘরে ঢুকেছে। বোঝা যাচ্ছে যে সে খুব দ্রুত গতিতে উঠোনটা পার হয়েছে। তার পায়ের সামনের দিকে ছাপটা পেছনের দিকের থেকে বেশি পড়েছিল। কিন্তু আমি লোকটার উপস্থিতির থেকেও তার সঙ্গীর উপস্থিতিতে বিস্মিত হয়েছিলাম বেশি।

ওয়াটসন বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—তার সঙ্গী?

হোম্‌স্ তাঁর পকেট থেকে একটা টিস্যু পেপার বার করে যত্নের সঙ্গে তাঁর উরুর ওপর মেলে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন এটা দেখে কিছু বুঝতে পারো?

কাগজটা ছিল কোনো একটা ছোটো জন্তুর পায়ের ছাপে ভর্তি। তার পাঁচটা সুস্পষ্ট পায়ের ছাপ প্রমাণ করে যে জন্তুটার নখগুলো বড়-বড়, এবং সমস্ত ছাপটার আয়তন প্রায় আইসক্রিমের চামচের মতো।

ওয়াটসন বললেন—এটা কি একটা কুকুরের পায়ের ছাপ?

হোম্‌স্ বললেন—না, না। তুমি কি কখনো শুনেছো যে কোনো কুকুর পর্দা বেয়ে উঠেছে? আমি সেই জীবটার বেয়ে ওঠার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।

ওয়াটসন তখন কিন্তু কিন্তু করে বললেন—তাহলে বাঁদরের পায়ের ছাপও হতে পারে।

হোম্‌স্ হাসতে হাসতে বললেন—এটা কুকুর, বেড়াল, বাঁদর নয়—আমার সুপরিচিত কোনও জীবই নয়। আমি পায়ের ছাপের আয়তন দেখে বের করার চেষ্টা করেছি। এই চারটি পায়ের ছাপ দেখে মনে হয়েছে জীবটা এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ভালো করে লক্ষ করে দেখো, এটার সামনের পা থেকে পেছনের পা পর্যন্ত প্রায় পনেরো ইঞ্চি লম্বা। এর সঙ্গে গলা আর মাথার দৈর্ঘ্য যোগ করলে দেখবে যে জীবটি দুই ফুটের কম নয়। আবার লেজ থাকলে আরও বেশি হবে। এবার এর আর একটা আয়তন দেখো। জীবটার হাঁটাচলা থেকে আমরা তার পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য পাই। প্রত্যেকবারেই এটা প্রায় তিন ইঞ্চি। এর একটা ইঙ্গিত হল এই যে, জীবটি দীর্ঘদেহী ও ক্ষুদ্র পদবিশিষ্ট। কোনো লোম ফেলে গেলে আমাদের তদন্তে সুবিধা হত। কিন্তু সে তা করে নি। এর চেহারা আমি যেমন আন্দাজ করছি মোটামুটি তেমনই হবে। এবং জীবটি পর্দা বেয়ে উঠতে পারে, ও মাংসাশী।

ওয়াটসনের প্রশ্ন—এটা তুমি কি করে বার করলে?

হোমস বললেন—কারণ জীবটা পর্দা বেয়ে উঠেছিল। একটা ছোট পাখীর খাঁচা ঠিক জানলার ওপরে ছিল। আমার মনে হয় ওটাই ছিল জীবটির লক্ষ।

ওয়াটসন তখন ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন—তাহলে জীবটা কী হতে পারে?

হোমস বললেন—জীবটা আমার মনে হয় কোনো বেজী জাতীয়। তবে বেজীর চেয়ে বড়।

ওয়াটসনের টানটান করা প্রশ্ন—তাহলে বর্তমান অপরাধের সঙ্গে এর সংযোগটা কোথায়?

হোমস-এর উত্তর—আমরা অনেকটা আন্দাজ করতে পেরেছি মাত্র। কোনোটাই আমার কাছে এখনো পরিষ্কার নয়। তাই সমস্যা সমাধান এখনো সুদূর পরাহত। শুধু আমরা জানতে পেরেছি, একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বার্কলে দম্পতির ঝগড়া দেখেছিল। ঘরের ভেতর আলো

জ্বলছিল। এবং পর্দা ওঠানো ছিল। আমরা এও জানি সে উঠোনটা পার হয়ে একটা অদ্ভুত দর্শন জীব নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল এবং হয় সে কর্নেলকে আঘাত করেছে অথবা এও হতে পারে যে কেবল লোকটিকে দেখেই ভয়ে কর্নেল পড়ে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের ঢাকনায় মাথায় চোট পেয়েছেন। সবশেষে আমরা জানতে পেরেছি যে অনুপ্রবেশকারী তার সঙ্গে ঘরের চাবিটা নিয়ে গেছে।

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—তোমার বিশ্লেষণ শুনে ঘটনাটা যে আরও জটিল হয়ে উঠল বলে মনে হচ্ছে।

হোমস বললেন—তুমি ঠিকই বলেছো। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, যা ভাবা হয়েছিল ব্যাপারটা তার থেকেও গভীর। আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখলাম এবং সমাধান করলাম যে ঘটনাটা আরেক দিক থেকে ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু ওয়াটসন, আমি তোমাকে অনেকক্ষণ জাগিয়ে রেখেছি। তুমি ক্লান্ত। অলডারশট যাবার পথে বাকিটা বলা যাবে, কেমন।

ওয়াটসন বললেন—ধন্যবাদ, তা বলে এতোদূর এগোবার পর এখন তুমি এভাবে মাঝখানে থেমে যেয়ো না। বল।

এটা নিশ্চিত, যে সাড়ে সাতটার সময় যখন শ্রীমতী বার্কলে বাড়ি ছাড়েন তখনো পর্যন্ত তাঁর স্বামীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। আগেই বলেছি যে তিনি বেরোবার সময় মি. বার্কলের সঙ্গে স্বাভাবিক গল্পগুজব করতে কোচয়ান তাদের দেখেছিল। এখন, এটাও নিশ্চিত যে ফিরে এসে তাঁর স্বামীকে যে ঘরে তিনি আশা করেন নি সেই ঘরে দেখে তখন চায়ের ঘরে গিয়েছিলেন, ক্ষুব্ধ মহিলাটা ঠিক যা করে থাকেন এবং সর্বশেষে কর্নেল সেই ঘরে ঢোকেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অভিযোগেড় ফেটে পড়েন। সুতরাং সাড়ে সাতটা থেকে নয়টার ভিতর এমন কিছু ঘটেছে যাতে ভদ্রমহিলার ভদ্রলোকের ওপর ব্যবহারে তারতম্য ঘটেছে। সেই দেড়ঘণ্টা কুমারী মরিসন তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে ছিলেন। সুতরাং তিনি এমন কিছু জানেন যা স্রেফ চেপে যাচ্ছেন। আমার প্রথম ধারণা হয়েছিল যে হয়তো এই যুবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ সৈনিকের কোনো সম্পর্ক ছিল যেটা তিনি সেই সময়েই তাঁর স্ত্রীর কাছে স্বীকার করেছেন। তাহলে ঝগড়ার কারণ এবং যুবতীর অস্বীকৃতির অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং যে সব বাইরে থেকে শোনা গেছে সেগুলোর অর্থ মেলে। কিন্তু আবার "ডেভিডের" নামে উচ্চারণ করা হয়েছে এবং কর্নেলের স্ত্রীর প্রতি চির দুর্বলতা এই ধারণার পরিপন্থী। অন্য একটি লোকের ঘরে ঢোকার কথাটা বাদ দিলেও এতোগুলো বিরুদ্ধ কারণ আমাদের সামনে রয়েছে। একটা লোকের সবকিছু জানা সম্ভব না হলেও আমি কুমারী মরিসনের সঙ্গে কর্নেলের কোনো সম্পর্কের কারণটা বাদ দিয়েছি। কিন্তু আমি এও নিশ্চিত জানি যে মিস মরিসন জানেন কেন মিসেস বার্কলে তাঁর স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। আমি তাই স্বভাবতই মিস মরিসনকে ডেকে সমস্তটা পরিষ্কার করে বলতে বললাম। আমি তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে বললাম, যদি তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে না বলেন—তবে তার বন্ধু মিসেস বার্কলের ফাঁসি হয়ে যেতে পারে।

মিস মরিসনের ভীরু ভীরু চোখ এবং সোনালি কেশবিশিষ্ট সূক্ষ্ম চরিত্রের ছোটখাটো নারীটির ভেতরে ধূর্ততার অভাব ছিল না। আমার কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটা শপথ নেবার ভঙ্গিতে আমাকে যা বললেন—আমি তা সংক্ষেপে বলছি। "আমি আমার বন্ধুকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা রক্ষা করাই তো আমার কর্তব্য। কিন্তু এখন যখন তাঁর বিরুদ্ধে এতো বড়ো অভিযোগ এসেছে এবং তিনি স্বয়ং অসুস্থতার জন্যে নিরুত্তর, তখন আমি আমার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত। সোমবার সন্ধ্যায় যা ঘটেছে তা আনুপূর্বিক সমস্তটাই আপনাকে বলছি। ওয়াট স্ট্রিট মিশন থেকে আমরা প্রায় পৌনে নয়টার সময় ফিরছিলাম। পথে আমাদের নির্জন হাডসন স্ট্রিট পেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেখানে একটা মাত্র আলো বাঁদিকে ঝোলানো ছিল। আমরা ক্রমে এগোতে লাগলাম। দেখলাম একজন কুঁজো লোক ঘাড়ে একটা বাক্স ঝুলিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে সম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ মনে হল। কেননা সে মাথাটা নিচু করে পা বাঁকিয়ে হাঁটছিল। আমরা তাকে পার হয়ে যাব, এমন সময় সে আলোতে আমাদের মুখটা ভালো করে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে

উঠল—হায় ঈশ্বর, এ যে ন্যান্সি! মিসেস বার্কলে মড়ার মতো সাদা হয়ে গেলেন, লোকটা না ধরে ফেললে পড়েই যেতেন হয়তো। আমি পুলিশ ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম তিনি বেম ভদ্রভাবে লোকটির সঙ্গে কথা বলছেন। প্রায় কাঁপা গলায় তিনি বললেন—গত তিরিশ বছর যাবৎ আমি তোমাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছি হেনরি!

বিকলাঙ্গটি বলল—হ্যাঁ, সত্যিই আমি তাই! এমনভাবে বলল কথাটা শুনে ভয় লাগার মতো। তার মুখটা কালো, আর ভীতিব্যাঞ্জক। তার চোখের সেই দীপ্তি আমি কতোবার স্বপ্নে দেখেছি! মাথার চুল আর জুলপি একদম সাদা। আর মুখটা আপেলের মতো কোঁচকানো।

তুমি একটু এগিয়ে যাও ভাই। আমি এই লোকটির সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই। ভয় পাবার কিছু নেই। যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে কথাগুলো বললেন শ্রীমতী বার্কলে, কিন্তু তিনি এখনো মৃতের মতো সাদা। কম্পমান ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনোরকমে কথাগুলো বেরিয়ে এল। তিনি যেমন বলছিলেন আমি তাই করলাম। কয়েক মিনিট কথা বলার পর তিনি চলে এলেন চক্ষু রক্তবর্ণ করে, এবং দেখলাম সেই বিকলাঙ্গটি ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে ঘুঁসি ছুঁড়ছে। যেন পাগল হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির দরোজা অবধি না আসা পর্যন্ত তিনি একটা কথাও বলেন নি। আমি নেমে যেতে তিনি আমার হাত ধরে বললেন, আজ যা ঘটেছে তা যেন আমি কাউকে না বলি। তিনি আরও বললেন—লোকটি তাঁর আগের পরিচিত। এখন অত্যন্ত নীচে নেমে গেছে। আমার বন্ধুর ভালোর জন্যে মি. হোমস আপনাকে সবই খুলে বললাম।"

এবার হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন—তাহলে শুনলে তো এই হল মেয়েটির কথা। এরপর স্বাভাবিকভাবেই আমার পরবর্তী কাজ হল সেই লোকটিকে বের করা যে শ্রীমতী বার্কলের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদি সে অলডারশটে থাকে তবে তাকে খুঁজে পেতে বেশি দেরি হবে না। ওখানে বে-সামরিক লোক খুব বেশি নেই। অতএব বিকলাঙ্গকে খুঁজে বার করতে অসুবিধা হ'বার কথা নয়। আমি আজ সারাদিন খুঁজে সন্ধ্যেবেলা নাগাদ তার খোঁজ পেয়েছি। লোকটির নাম হেনরি উড্ এবং যে রাস্তায় তার ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই রাস্তাতেই থাকে। মাত্র পাঁচদিন হল সে এখানে আছে। একজন রেজিস্ট্রেশন এজেন্টের ছদ্মবেশে সেখানে গিয়ে তার বাড়িওয়ালীর সঙ্গে আমার বেশ রসিকতার মাধ্যমে পরিচয় হল। লোকটির পেশা ম্যাজিক আর ভেল্কি দেখানো। রাত্রি হলে ক্যান্টিনগুলো ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। কতোকগুলো জীবকে তার বাক্সে করে নিয়ে যেতো যেগুলো সম্বন্ধে বাড়িওয়ালা খুব ভয়ে ভয়ে থাকতো। এবং এমন জীব তিনি আর কখনও দেখেন নি। তাঁর ধারণা ঐ জীবগুলোকে তারা খেলা দেখাবার কাজে লাগাতো। ভদ্রমহিলা এই পর্যন্তই আমাকে বলতে পারলেন। বললেন, এরকম বিকলাঙ্গ লোক যে বেঁচে আছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। মাঝে মাঝে সে অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে এবং তিনি অবাক হলেন গত দুই রাত্রি ধরে তাকে ঘরের ভিতরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে। পয়সার ব্যাপারে সে ভালোই ছিল, কিন্তু তার জমা দেওয়া টাকাটা তাঁর খারাপ মুদ্রা বলে মনে হল। তিনি আমাকে সেটা দেখালেন। সেটা একটা ভারতীয় মুদ্রা। সুতরাং ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো, আমি কতোদূর এগিয়েছি এবং কেন তোমাকে আমার দরকার। এটা পরিষ্কার যে ভদ্রমহিলারা চলে যাবার পর লোকটি তাঁদের অনুসরণ করে এবং হলঘরের ভিতর ঝগড়া শুনতে পেয়ে সে যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন কোনোরকমে ঐ জীবটি ছাড়া পেয়ে যায়। এটুকু স্থির নিশ্চিত, কিন্তু একমাত্র সেই লোকটিই বলতে পারে ঘরের ভিতর ঠিক কী ঘটেছিল। আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে, তোমার সামনেই তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। যদি সে ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে রাজি থাকে তবে খুব ভালো। যদি অস্বীকার করে তবে থানা থেকে ওয়ারেন্ট আনতে হবে।

ওয়াটসন বললেন—তবে আমরা যখন ফিরব তখনো যে সে সেখানেই থাকবে তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই?

হোম্‌স্ বললেন—সেজন্যে আমি কতোকগুলো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমি একটি ছেলেকে ওখানে রেখেছি যে সারাক্ষণ বাড়িটার ওপর নজর রাখবে এবং প্রয়োজন হলে

তার সঙ্গ নেব। হাডসন স্ট্রিটে কালকে তাকে আমরা দেখতে পাবো। যাই হোক এবার তুমি ঘুমোতে যাও। তোমাকে আর জাগিয়ে রাখতে চাই না।

পরদিন দুপুর বেলা নাগাদ হোমসরা ঘটনাস্থলে এলেন। উত্তেজনা উপশমের কায়দা হোম্‌সের ভালো করে জানা থাকা সত্ত্বেও ওয়াটসন তার মুখে চাপা উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছিলেন। অপরপক্ষে ওয়াটসন খানিকটা খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব আর খানিকটা বুদ্ধিমত্তার বাহাদুরিতে ভরে ছিলেন। সারি সারি দোতলা বাড়ির ভিতরের রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে হোমস বললেন—এই সেই রাস্তা। ওই যে সিম্পসন খবর দেয়ার জন্যে এখানে রয়েছে।

সব ঠিক আছে মি. হোম্‌স। একটা ছোট ভবঘুরে ছেলে খবর দিল। তার মাথা চাবড়ে দিয়ে হোমস বললেন—বেশ, সিম্পসন। ওয়াটসন এসো আমার সঙ্গে। এই সেই বাড়ি। হোমস একটা কার্ড পাঠালেন যে তিনি বিশেষ জরুরি কাজে এসেছেন, কিছুক্ষণ পরেই আমরা সেই ব্যক্তির মুখোমুখি হ'লাম যার খোঁজে আমরা এসেছি। যদিও গরমের দিন, তবুও সে আগুনের সামনে জড়সড় হয়ে বসেছিল। তাকে দেখে অদ্ভুত রকমের বিকলাঙ্গ বলে মনে হল। কিন্তু যখন সে ওয়াটসনের দিকে মুখ ঘোরাল, দেখলাম যদিও জীর্ণ ও মলিন, তবুও মনে হল কোনো সময় সে মুখ অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সে ঘোলা চোখের সন্দেহজনক ভাবে আমাদের দেখে দুটো চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল।

হোম্‌স্ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনিই নিশ্চয়ই মি. হেনরি উড, ভারতবর্ষ থেকে আসছেন? আমি কর্নেল বার্কলের মৃত্যু সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

বিকলাঙ্গ মানুষটি বললেন—আমার কী সে সম্বন্ধে জানা সম্ভব?

হোম্‌স্ বললেন সেটাই তো আমি জানতে চাই। আপনি বোধহয় জানেন যে, জিনিসটা যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে আপনার পুরোনো বন্ধু মিসেস বার্কলেকে হত্যার অপরাধে আসামী হতে হবে।

ভীষণভাবে চমকে উঠল বিকলাঙ্গ মানুষটি। চেঁচিয়ে বলল, আমি জানিনা। আপনি কে? আর কি করেই বা আপনি এতো সব কথা জানতে পারলেন? আপনি কি শপথ করে বলতে পারেন যে আপনি যা বললেন, তা সব সত্যি?

নিশ্চয়, হোম্‌স্ বললেন—এখন শুধু মিসেস বার্কলের সম্বিৎ ফিরে আসার অপেক্ষা করা হচ্ছে, তারপরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

বিকলাঙ্গটি বললেন—হায় ঈশ্বর, আপনি কি পুলিশ?

হোম্‌স্ বললেন,—না।

তবে এই ব্যাপারে আপনি কিভাবে জড়িত?

সুবিচার হচ্ছে কিনা সেটা দেখাই সকলের কর্তব্য।

বিকলাঙ্গ ভদ্রলোকটি বললেন—আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন তাহলে বলব—মিসেস বার্কলে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে আপনিই তাহলে অপরাধী?

বিকলাঙ্গ মানুষটি বললেন—না, আমিও না।

হোম্‌স্ রূঢ় স্বরে বললেন—কর্নেল বার্কলেকে তবে কে খুন করল?

বিকলাঙ্গ মানুষটি বললেন—তার নিয়তি তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু শুনে রাখুন, আমার মনের আকাঙ্ক্ষা মতো আমি যদি তার মাথাটা গুঁড়িয়েও ফেলতাম তাহলেও আমার ক্ষতির পূরণ হতো না। যদি তার অপরাধী মন নিজের মৃত্যু ডেকে না আনতো তবে হয়তো আমিই তাকে হত্যা করতাম। আপনি শুনবেন আমার ইতিহাস? আমার তাতে লজ্জা পাবার বা লুকোচুরিরও কিছু নেই। শুনুন তাহলে—এই যে আপনি দেখছেন আমার পিঠে উটের মতো কুঁজ, পাঁজরগুলো বাঁকা, কিন্তু এমন সময় ছিল যখন কর্পোর‍্যাল হেনরি উড্ ছিল ১১৭ নং পদাতিক বাহিনীর সবচেয়ে চৌখোস লোক। আমরা ভারতবর্ষে গোরাবাজার নামে এক ক্যান্টনমেন্টে থাকতাম। এবং বার্কলে ছিল আমাদের দলেরই একজন সার্জেন্ট। সেখানে সবচেয়ে সুন্দরী

মেয়েছিল ন্যান্সি টিভয়, আমাদের একজন অশ্বেতকায় সার্জেন্টের মেয়ে। ভালোবাসতো, তাকে দু-জন, কিন্তু তার ভালোবাসা ছিল একজনের প্রতি। আপনি হয়তো আমার এই আঁকা-বাঁকা, বিকলাঙ্গ শরীর দেখে হাসবেন, যদি আমি বলি আমার সৌন্দর্যের জন্যেই। ন্যান্সি আমাকে ভালোবাসতো—কিন্তু ন্যান্সির বাবা চাইতেন বার্কলের সঙ্গে যেন তার বিয়ে হয়। কারণ আমি ছিলাম বেপরোয়া আর স্ফূর্তিবাজ। আর বার্কলে ছিল শিক্ষিত আর ওর ভবিষ্যৎও ছিল উজ্জ্বল। কিন্তু ন্যান্সি ছিল আমার প্রতি পুরোমাত্রায় অনুরক্ত। যখন বিদ্রোহ আরম্ভ হল এবং দেশে অরাজকতা শুরু হল তখন আর আমাদের মিলনের পথে কোনো বাধাই রইল না।

আমরা এক রেজিমেন্ট সৈন্য, আধ রেজিমেন্ট গোলন্দাজ বাহিনী এক কোম্পানি শিখ সৈন্য, কিছু অসামরিক ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকসহ ভারতে আটকা পড়লাম। আমাদের ঘিরে তখন দশ হাজার বিদ্রোহী, যেন ইঁদুর কলের চারিদিকে একপাল কুকুর। দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের জল ফুরিয়ে গেল। আমরা তখন ভাবছিলাম জেনারেল নীলের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কী করে যোগাযোগ রাখব। তাছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। এছাড়া যুদ্ধে জেতা বা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না আমাদের। আমি নিজে থেকে জেনারেল নীলের কাছে গিয়ে তাঁকে আমাদের বিপদের কথা জানাতে রাজি হলাম। এবং সার্জেন্ট বার্কলের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপও করেছিলাম। কারণ সে রাস্তাঘাট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। হাজারটা জীবন বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়ে আমি একাই রাত দশটা নাগাদ যাত্রা শুরু করলাম। বার্কলে অবশ্য বিদ্রোহীদের এড়িয়ে কোন পথে যাওয়া যায় সে রাস্তা এঁকে দিল। শত্রু এড়াবার জন্যে আমি একটা শুকনো ঝর্নার পাশ দিয়ে যাবার সময় অপেক্ষমাণ ছয় জন শত্রু সৈন্যের মুখোমুখি হলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা আঘাতে অজ্ঞান হয়ে গেলে আমার হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। সত্যিকার আঘাত আমার মাথায় লাগেনি লেগেছিল হৃদয়ে। কারণ আমার জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের কথাবার্তা যতোটা কানে এল তাতে বুঝতে পারলাম যে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে আমি রওনা হওয়ার আগেই একটি দেশীয় চাকর পাঠিয়ে সে শত্রুদের সেই খবর দেয়। এবার বার্কলের কিরকম লোক, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। পরের দিনই জেনারেল নীলের সৈন্যবাহিনী এসে বার্কলেকে মুক্ত করল বটে, কিন্তু বিদ্রোহীরা পিছু হটতে লাগল। আমাকেও ওদের সঙ্গে নিয়ে গেল। অনেক বছর পর্যন্ত আমি কোনো সাদা মানুষের দেখা পাই নি। আমাকে তারা অসহ্য যন্ত্রণা দিত। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ধরা পড়ে অধিকতর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। বিদ্রোহীদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে নিয়ে নেপালে পালিয়ে গেল। এইভাবে একদিন দার্জিলিঙের কাছাকাছি এলাম। সেখানকার পাহাড়ী লোকগুলো বিদ্রোহীদের হত্যা করে আমাকে ক্রীতদাস করে রাখল। সেখান থেকে আমি একদিন সুযোগ বুঝে পালিয়ে উত্তর দিকে চলে গেলাম। এবং আফগানিস্তানে পৌঁছলাম। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর আবার পাঞ্জাবে ফিরে এসে দেশী লোকদের কাছে কতোকগুলো ভেল্কি শিখে ফেললাম। এই বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরিচিত হবার কোনো ইচ্ছা আর হল না। এমনকি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যেও নয়। লাঠি হাতে আমার এই বিকলাঙ্গ মূর্তি দেখবার চেয়ে আমার মনে হল ন্যান্সি আর আমার পুরোনো বন্ধুরা বরং এই মনে করুক যে তাদের বন্ধু হ্যারি উড বীরের মতো প্রাণত্যাগ করেছে। আমার মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়েছিল। আমি শুনেছিলাম ন্যান্সি বার্কলেকে বিয়ে করেছে এবং উন্নতি করেছেও বেশ। এসব শুনেও আমি মুখ খুলিনি!

কিন্তু মানুষ যতো বুড়ো হয় ততো দেশে ফেরারই ইচ্ছে প্রবল হয়। বছরের পর বছর আমি স্বপ্নে দেখতাম ইংল্যান্ডের উজ্জ্বল সবুজ গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড়। অবশেষে মরবার আগে দেশে ফেরার ইচ্ছে হল। আমার যা সঞ্চয় ছিল তা নিয়ে দেশে চলে এলাম। এবং এখানে এসে সৈন্যদের ম্যাজিক দেখিয়ে আনন্দ দিয়ে জীবনধারণ করার মতো রোজগার করতে লাগলাম।

শার্লক হোমস মন্তব্য করলেন—আপনার বর্ণনা খুবই চিত্তাকর্ষক। এবার তাহলে নিশ্চয়ই

আপনি মিসেস বার্কলের পিছু পিছু তাঁদের বাড়ি এলেন এবং জানলা দিয়ে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া এবং আপনার প্রতি তাঁর স্বামীর ব্যবহার নিয়ে শ্রীমতীর ভর্ৎসনা শুনতে পেয়েছিলেন। নিশ্চয় তখন আপনি হৃদয়াবেগের বশে বাগানটা পেরিয়ে এসে তাঁদের ঘরে ঢোকেন।

বিকলাঙ্গ মানুষটি বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর আমাকে দেখামাত্র তার মুখের চেহারা এমন হয়ে গেল যা জীবনে আমি কখনো দেখিনি, এবং সে মাথা ঘুরে ফায়ারপ্লেসের ঝাঁঝরার ওপর মাথা ঠুকে পড়ে গেল। কিন্তু পড়বার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। শুধুমাত্র আমার দর্শনই তার অন্তরে বুলেটের কাজ করেছিল। আর তারপরই ন্যান্সি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি তার হাত থেকে চাবি নিয়ে সাহায্যের জন্যে দরোজাটা খুলতে যাবো ঠিক করলাম। কিন্তু তা করতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল যেমন আছে তেমনি থাকাই ভালো, কারণ যদি আমি ধরা পড়ে তাহলে আমার গোপন কথা তো প্রকাশ পাবেই, এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ রেখে দিলাম আর পর্দার ওপর দিয়ে পলায়মান টেডিকে ধরতে গিয়ে আমি যতো তাড়াতাড়ি পারলাম পালিয়ে চলে এলাম।

হোম্‌স্ প্রশ্ন করলেন—টেডিটি কে?

বিকলাঙ্গ লোকটা ঝুঁকে পড়ে ঘরের কোণ থেকে একটা খাঁচা টেনে এনে খাঁচার মুখ খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল ঈষৎ লালচে-বাদামি রঙের সুন্দর একটি জন্তু। পাতলা লিক্‌লিকে পা-গুলো শক্ত, লম্বা নাক, এবং চমৎকার দুটো চোখ, যা আমি অন্য কোনো জন্তুর দেখি নি। ওয়াটসন চেঁচিয়ে উঠে বললেন—এটা তো বেজি!

বিকলাঙ্গ লোকটি বললেন—হ্যাঁ, তবে কেউ কেউ এর অন্য নামও বলে। সাপ ধরার জন্যে আমি একে ব্যবহার করি। টেডি খুব তাড়াতাড়ি সাপ ধরতে পারে। আমার এখানে একটা বিষদাঁত ভাঙা সাপও আছে, রোজ রাত্রে ক্যান্টিনে গিয়ে লোককে আমোদ দেবার জন্যে আমি টেডিকে দিয়ে সাপ ধরাই। আপনাদের আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে?

হ্যাঁ, যদি মিসেস বার্কলের কেসে গুরুতর রকম বিপদের সম্ভাবনা থাকে তখন আপনার কাছে আসব তো?

হ্যাঁ, সে অবস্থায় আমি নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবো। বিকলাঙ্গ লোকটি বললেন—কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে একটা মৃত ব্যক্তির অতীতের কলঙ্ক প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি মনে এইটুকু সান্ত্বনা পেতে পারেন যে বিগত ত্রিশ বছর ধরে মৃত ব্যক্তি তার দুষ্কর্মের জন্যে বিবেকের দংশন বোধ করছে। আচ্ছা, মি. উড এবার বিদায়। আরে, ওই যে রাস্তা দিয়ে মেজর মারফি যাচ্ছেন দেখছি! দেখা যাক গতকালের পরের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে পিছু জানতে পারি কি না।

হোম্‌স্‌রা তাড়াতাড়ি এসে রাস্তার মোড়ে মেজরকে ধরে ফেললেন। তিনি বললেন—এই যে মি. হোমস এতো হৈ চৈ সব কি হল? সব জল হয়ে গেল?

ব্যাপারটা কী? হোমসের প্রশ্ন।

মেজর মারফি বললেন—মৃত সম্বন্ধে তদন্ত এইমাত্র শেষ হল।

শব ব্যবচ্ছেদের বিবরণে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে সন্ন্যাস রোগই এর মৃত্যুর কারণ। দেখলেন, কেমন সহজে ব্যাপারটা মিটে গেল?

হ্যাঁ, খুবই সহজ বটে। চলো ওয়াটসন, আমাদের অলডারশটে থাকার দরকার নেই।

স্টেশনে যাবার পথে হাঁটতে হাঁটতে ওয়াটসন হোম্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি স্বামীর নাম হয় মি. বার্কলে এবং অন্য লোকটির নাম হয় হেনরি, তাহলে ডেভিডের নাম শোনো গেছিল কেন?

ভাই ওয়াটসন, হোম্‌স্ বললেন—তুমি আমাকে স্থিরবুদ্ধি আর যুক্তিবাদী হিসেবে সব জায়গায় বর্ণনা ব্যাপারটা বুঝে ফেলতাম। এভাবে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করে ঠিকই করেছো। হ্যাঁ, ভর্ৎসনা পাবার উপযুক্তই আমি। ডেভিড একবার আমাদের সার্জেন্ট জেম্‌স্ বার্কলের মতোনই কাজ করেছিলেন। তোমার মনে আছে ইউরিয়া ও বাথসেবার গল্প? আমার বাইবেলের জ্ঞান ভুলতে বসেছি। গল্পটা প্রথম কিংবা দ্বিতীয় স্যামুয়েল গ্রন্থে পেয়ে যাবে।

শেয়ার দালালের কেরানি

ওয়াটসন একবার প্যাডিংটন জেলায় একটা চেম্বার কিনে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। সেই চেম্বারটি ছিল মি. ফার্কুহরের। এককালে তার ভালো পসার ছিল। কিন্তু তাঁর বার্ধক্য ও স্নায়ুরোগের আক্রমণের কারণে সেই পসার ক্ষীণ হয়ে গেছিল। লোকে বলত—যে অন্যকে সারাবে তার নিজের নিশ্চয়ই সুস্থ থাকা উচিত। ফলে তার পসার কমে যেতে লাগল। ওয়াটসনের নিজের শক্তির ও সামর্থের ওপর আস্থা ছিল এবং বিশ্বাস ছিল কয়েক বছরের মধ্যেই আগের মতো পসার জমে উঠবে।

প্রায় তিনমাস মতো গভীরভাবে ওয়াটসন প্র্যাকটিসে মগ্ন ছিলেন। বন্ধু শার্লক হোমসের সঙ্গে তার এর মধ্যে আর দেখা হয়নি। কাজে ব্যস্ত থাকায় বেকার স্ট্রিটেও যেতে পারেন নি।

জুনমাসের কোনো এক সকালে ওয়াটসন যখন ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল পড়ছিলেন তখন দরোজা কলিং বেল বেজে উঠল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দরোজা খুলতে না খুলতেই বন্ধু শার্লক হোমসের ঈষৎ কর্কশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে আশ্চর্য হলেন।

ঘরে পা দিয়েই হোমস বললেন—ওয়াটসন, তোমায় দেখে খুব খুশি হলাম। আমাদের "সাইন অব ফোর" অভিযানের সঙ্গে যে সমস্ত উত্তেজনা জড়িত ছিল, আশা করি মিসেস ওয়াটসন এতোদিনে তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

ওয়াটসন ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—আমরা দুজনে বেশ ভালোই আছি। করমর্দন পর্ব শেষ হবার পর রকিং চেয়ারে বসে হোমস্ বললেন,—মানে একটু যেন খোঁচা দিয়েই যেন বললেন—এবং আমি আরও আশা করি আমাদের তুচ্ছ বিশ্লেষণী সমস্যায় তোমার যে আগ্রহ ছিল সেটা ডাক্তারি প্র্যাকটিসের চাপে একেবারে অবলুপ্ত হয় নি।

ওয়াটসন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—ঠিক তার উল্টো। কাল আমার পুরোনো নথিপত্তর ঘাঁটছিলাম আর আমাদের তদনীন্তন দলিলপত্রগুলিকে ভাগ করে গুছিয়ে রাখছিলাম। হোমস বললেন—এবং আমার বিশ্বাস কার্যকবিবরণী সংগ্রহের কাজ তোমার সব শেষ হয়ে গেছে বলে তুমি মনে করো না?

মোটেই না। এ ধরনের আরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেয়ে বেশি কিছু আমার কাম্য নয়—ওয়াটসন গম্ভীর মুখের ভান করে বললেন। হোমস বললেন—আজই অমন কিছু চাও না কি? তাঁকে নীরব দেখে পুনরায় বললেন,—ঠিক আছে। আচ্ছা, বার্মিংহামের মতো দূরে হলে চলবে? মানে তুমি যেতে পারবে কি না?

ওয়াটসন বললেন—খুব চলবে, যদি তুমি তাই চাও। আর তোমার রুগীপত্তরের কী হবে?

ওয়াটসন বললেন—আমার প্রতিবেশী যখন কোথায় যান, তাঁর রুগীদের আমি দেখি। তিনি সর্বদাই প্রত্যুপকার করার জন্যে প্রস্তুত।

হোমস বললেন—বেশ, এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। চেয়ারে হেলান দিয়ে আধবোঁজা চোখে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই বললেন—মনে হচ্ছে সম্প্রতি তুমি অসুস্থ হয়েছিলে। গরমকালটা সর্দিগর্মিতে সকলেই কমবেশি কষ্ট পায়।

ওয়াটসন স্বীকার করলেন—খুব জোর ঠাণ্ডা লাগায় দিন তিনেক তিনি বাড়িতে বন্দি ছিলেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। এবং অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে বললেন—কী করে তুমি বুঝলে যে আমার সর্দি হয়েছিল?

হোমস তখন মুচকি হেসে বললেন—বন্ধু হে, তুমি তো আমার পদ্ধতির কথা জানো। তোমার চটি জুতো একটু বিশ্লেষণ করেই বুঝতে পারলাম,—তোমার চটিটা নোতুন। কয়েক সপ্তাহ মাত্র ওটি ব্যবহার করা হয়েছে। ওর সোলটা দেখছি একটু ঝলসানো। মুহূর্তের জন্যে আমি ভেবেছিলাম যে চটিজোড়া ভিজে গেছিল, আর আগুনের ধারে শুকোতে গিয়ে পুড়ে গেছে। কিন্তু জুতোর ভিতর দিকে দেখলাম একটা ছোট্ট গোল পাতলা কাগজে দোকানদারের চিহ্ন রয়েছে। জুতোটা ভিজলে নিশ্চয়ই ওটা উঠে যেত। তাহলে শুকনো জুতো পরেই তুমি আগুনের দিকে পা ছড়িয়ে বসে ছিলে। সুস্থ কোনো লোক এমন সজল জুন মাসেও পারতপক্ষে এমন কাজটি করবে না। তারপর একটু থেমে ভ্রু কুঁচকে বললেন—তাহলে তুমি বার্মিংহাম

যেতে প্রস্তুত?

নিশ্চয়। কিন্তু ব্যাপারটা কী? ওয়াটসনের কৌতূহল।

ট্রেনেতেই সব শুনবে। আমার মক্কেল বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। হোমস বললেন,—তুমি কি এক্ষুনি আসতে পারবে আমাদের সঙ্গে?

মুহূর্তের মধ্যেই হোমস প্রতিবেশীকে এক লাইন লিখে একটা চাকরের হাত দিয়ে পাঠালেন এবং তারপর দৌড়ে ওপরে গিয়ে স্ত্রীকে ব্যাপারটা বলে হোমসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

গাড়িতে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তার নাম মি. পাইক্রফট। হোমস তার সঙ্গে ওয়াটসনের আলাপ করিয়ে দিলেন। ওয়াটসন দেখলেন—এক সরল সুশ্রী যুবক, সরলতা ও সততা মাখানো মুখে ছোট করে ছাঁটা ফ্যাকাসে গোঁফ। কালো রঙের স্যুটপরা, মাথায় চকচকে টপ হ্যাট। পোশাকের থেকেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গোল রক্তিম মুখ প্রফুল্লতায় ভরা, কিন্তু অধরোষ্ঠের দুই প্রান্ত যেভাবে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে তাতে যে বিপদের চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে খানিকটা কৌতুকের খোরাকও যেন মেশানো। যাইহোক, যতোক্ষণ না সকলে ফার্স্টক্লাস কামরায় বার্মিংহামের পথে বেশ কিছুটা অগ্রসরা হওয়া গেল, ততোক্ষণ জানা গেল না যে কী বিপদের জন্যে যে বন্ধুবর শার্লক হোমসের শরণাপন্ন হয়েছে।

হোমস বললেন—আমাদের ট্রেনে করে যেতে প্রায় সত্তর মিনিটের মতো সময় লাগবে। মি. পাইক্রফট, আমি চাই—আপনি যে, অত্যন্ত কৌতূককর অভিজ্ঞতার কথা আমাকে যেমনটি বলেছেন ঠিক তেমনটি আপনি আমার বন্ধুকেও বলুন। যদি সম্ভব হয়, আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলুন। ঘটনাগুলি পুনরায় পর পর শোনা আমার পক্ষেও খুবই দরকারি। আর, আপনার কথার মাঝখানে আমি বাধা সৃষ্টি করব না।

যুবকটি উজ্জ্বল চোখে ওয়াটসনের দিকে চাইলেন। তিনি প্রথমেই বললেন—কাহিনীর সবচেয়ে খারাপ অংশ হচ্ছে এই যে এতে আমার অবস্থা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খের মতোই হয়ে উঠেছে। অবশ্য হয়তো দেখা যাবে এ ঠিকই হয়েছে এবং আমার পক্ষে এছাড়া আর করার কিছুই ছিল না। কিন্তু যদি দেখি যে আমাকে কেউ একচোট ঠকিয়েছে তাহলে তাকেই বোকারাম বলে মনে হবে। ড. ওয়াটসন আমি খুব ভালো গল্প-বলিয়ে নই। যাই হোক আমার ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম—ড্রেপার গার্ডেনসের কক্সন অ্যান্ড উডহাউসে আমি চাকরি করতাম। কিন্তু মার্চের গোড়াতেই কোম্পানি ভেনেজুয়েলার ঋণের ব্যাপারে ডুবে গেল। কোম্পানিতে আমি বছর পাঁচেক ভেনেজুয়েলার ঋণের ব্যাপারে ডুবে গেল।

কোম্পানিতে আমি বছর পাঁচেক ছিলাম। কোম্পানি উঠে যাওয়ার মুখে বুড়ো কক্সন আমাকে দুর্দান্ত রকমভাবে ভালো সুপারিশপত্র দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ২৭ জন কেরানি কাজ হারিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলাম। আমি এখানে ওখানে নানান জায়গায় চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনো কাজই জোটাতে পারলাম না। আমার প্রায় সত্তর পাউন্ডের মতো কক্সনের ওখানে কাজ করার সময় জমানো ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই জমানো টাকা উড়ে গেল। শেষে একেবারে চরম অবস্থায় পড়লাম। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের জবাব দেওয়ার জন্যে ডাক-টিকিট-এমন কি টিকিট সাঁটার মতো খাম পর্যন্ত জোগাড় করা আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠল। অফিসের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে জুতোর শুখতলা ক্ষয়ে গেল, তবু চাকরি আমার সুদূর পরাহতই রয়ে গেল।

অবশেষে লোম্বার্ড স্ট্রিটের বড় স্টক-ব্রোকিংয়ের অফিস মসন অ্যান্ড উইলিয়ামসে এক কর্মখালি দেখলাম। শেয়ারের ব্যাপার যদিও আপনাদের নখ-দর্পণে নেই, তবু আমি বলছি, যে এটি বলতে গেলে লন্ডনের সবচেয়ে ধনী কোম্পানি। বিজ্ঞাপনের জবাব কেবলমাত্র চিঠিতেই দিতে হবে। আমি আমার দরখাস্ত ও সুপারিশ পত্রও পাঠিয়ে দিলাম। অবশ্য চাকরি পাওয়ার কোনো আশা না রেখেই। কিন্তু ফিরতি ডাকেই জবাব পেলাম যে যদি আমি পরের সোমবার হাজির হতে পারি তাহলেই নোতুন কার্যভার তাকে দেওয়া হবে। অবশ্য আমার চেহারা যদি

সন্তোষজনক হয়। কেউ বলতে পারল না এটা কেমন করে হল। কেউ কেউ বলল—ম্যানেজার দরখাস্তের স্তূপের মধ্যে হাত ডুবিয়ে যেটা প্রথমে হাতে ওঠে সেটাই নিয়ে নেয়। ফলে আমি খুশিই হ'লাম। সপ্তাহে এক পাউন্ড করে বেশি মাইনে, কাজকর্ম কক্সন কোম্পানির মতোই। আমার আস্তানা ছিল হ্যাম্পস্টেডের কাছে, ১৭ নং পটার্স টেরেস হল ঠিকানা। চাকরিটা পাবার প্রতিশ্রুতি যেদিন পেলাম ঠিক সেইদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে বসে ধূমপান করছি, এমন সময় আমার গৃহকর্ত্রী একটি কার্ড নিয়ে এলেন। কার্ডে মুদ্রিত রয়েছে 'আর্থার পিনার, ফিনান্সিয়াল এজেন্ট।' নামটা তো এর আগে শুনেছি বলে মনে হয় না? বুঝতে পারছিলাম না লোকটা আমার কাছে কী চায়? তা সত্ত্বেও আমি তাকে ভিতরে নিয়ে আসতে বললাম। ঘরে ঢুকল একটি লোক—মধ্যবয়স্ক, কালো চুল চোখ আর দাড়ি, নাকের কাছে একটু ঔজ্জ্বল্যের ছোঁয়াচ।

লোকটির ধরণ-ধারণ খুব ক্ষিপ্র, কথাবার্তা চটপটে, সময়ের মূল্য জানা মানুষের মতোন। তিনি আসতেই একটা চেয়ার এগিয়ে দিলাম। তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—মি. পাইক্রফট আপনি তো আগে কক্সন অ্যান্ড উডহাউসে চাকরি করতেন! আর এখন মসনের কর্মচারীদের দলে। বেশ, বেশ, ভালো। আমি আপনার সম্বন্ধে কক্সনের ম্যানেজার পার্কারের কাছে এতো প্রশংসা শুনেছি যে তা বলে শেষ করতে পারবো না।

পাইক্রফট বললেন—লোকটির এই কথায় আমি খুব খুশি হই। অফিসে অবশ্য আমি বরাবরই বেশ চালাক আর চটপটে ছিলাম, কিন্তু স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি যে শহরে আমাকে নিয়ে এরকম আলাপ আলোচনা হয়েছে।

লোকটি হঠাৎ প্রশ্ন করল—আপনার স্মৃতিশক্তি ভালো নিশ্চয়ই? পাইক্রফট বিনীতভাবে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, মোটামুটি ভালো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—যখন বেকার ছিলেন, তখন বাজারের খোঁজ খবর রাখতেন?

হ্যাঁ, রোজ সকালেই স্টক-এক্সচেঞ্জের লিস্ট পড়ি।

তিনি বললেন—সত্যিকারের দক্ষতার এই তো চিহ্ন! উন্নতির এইই হচ্ছে পথ। আপনাকে আমি পরীক্ষা করলে কিছু মনে করবেন কি? দেখি। আচ্ছা বলুন তো আয়ারশেয়ারের দর কতো?

পাইক্রফট বললেন—একশো পাঁচ থেকে একশো সত্তর। আর নিউজিল্যান্ড কনসলিডেটেড?

একশো চার।

আচ্ছা, ব্রিটিশ ব্রোকেন হিলসের দাম?

পাইক্রফটের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হল—সাত থেকে সাড়ে সাত।

ভদ্রলোক, অর্থাৎ আর্থার পিনার হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি যা কিছু শুনেছি তা সত্যি! জনাব, মসনের ওখানে কেরানি হওয়ার চেয়ে আপনি অনেক উঁচুদরের লোক।

পাইক্রফট বললেন—ড. ওয়াটসন, আপনি বুঝতেই পারছেন, তাঁর এই উচ্ছ্বাস প্রকাশ আমাকে অবাক করল। আমি বললাম,—আপনি আমার সম্বন্ধে যতোটা উচ্চ ধারণা পোষণ করছেন, অন্য তা কেউই করেন নি মি. পিনার। এই চাকরিটা পাওয়ার জন্যে আমাকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এবং এটা পেয়ে আমি খুবই খুশি!

মি. পিনার বললেন—ছিঃ ছিঃ, এর চেয়েও আপনার আরও উঁচু পদ আপনার পাওয়া উচিত! আপনার যোগ্য পদ আপনি পাননি। এবার বলি, আপনাকে আমার কী প্রয়োজন। তবে আপনার কর্মদক্ষতার তুলনায় আপনাকে যা দেব তা সামান্যই, কিন্তু তা হলেও মসনের তুলনায় তা আকাশ পাতাল তফাত। মসনের ওখানে কখন যাচ্ছেন?

সোমবার।

উঁহু, আমি হলফ করে বলতে পারি ওই দিন আপনি ওখানে অবশ্যই যাচ্ছেন না।

পাইক্রফট অবাক হয়ে বললেন—মসনের ওখানে যাব না?

মি. পিনার বললেন—ওই দিন আপনি বিজনেস ম্যানেজার হবেন ফ্রাঙ্কো-মিডল্যান্ড

হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের, যাদের ফ্রান্সের গ্রামে ও শহরে একশো সাঁইত্রিশটি শাখা আছে।

কথাটা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিল, ড. ওয়াটসন। পাইক্রফট বললেন—এ নাম তো আমি আগে কখনো শুনিনি!

মি. পিনার বললেন—খুবই স্বাভাবিক। এটা অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। কারণ কোম্পানির মূলধন সবই জানাশোনার মধ্যে থেকেই জোগাড় হয়েছে। কোম্পানি খুব ভালো বলে সাধারণ লোককে শেয়ার বেচা হয় নি। আমার ভাই হ্যারি পিনার হচ্ছেন প্রমোটার, শেয়ার ভাগ হয়ে গেলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বোর্ডে যোগ দেবেন। তিনি জানেন এখানকার সব খবরাখবর আমার সব জানা। তাই আমায় বলেছেন একজন অল্পবয়সি চট্‌পটে কাজের লোক জোগাড় করতে। পার্কার আপনার কথা বলায় আজ রাত্রিরেই এখানে হাজির হয়েছি। চাকরির শুরুতে আপনাকে আমরা যৎসামান্যই দেবো—পাঁচশো পাউন্ড।

পাইক্রফট আঁৎকে উঠে বললেন—বছরে পাঁচশো পাউন্ড!

মি. পিনার ঠাণ্ডা স্বরে বললেন—শুরুতে এই সামান্যই। কিন্তু আপনি এর ওপর কমিশন পাবেন সব কাজেই শতকরা এক পাউন্ড করে। আমি কথা দিচ্ছি এই কমিশনের টাকার অঙ্ক আপনার মাইনে ছাপিয়েও বেশি হবে।

পাইক্রফট বললেন—আমি তো হার্ডওয়্যার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

আহা, ঘাবড়াচ্ছেন কেন, মি. পিনার বললেন—বাজারের দরদাম তো আপনার কণ্ঠস্থ?

ড. ওয়াটসন, পাইক্রফট বললেন—আমার মাথা ঘুরে গেল। চেয়ারে স্থির হয়ে বসে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে। হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল।

আমি বললাম—মসন আমাকে মাত্র দুশো দিচ্ছে, কিন্তু মসনের চাকরিটা নিরাপদ। আসলে আপনাদের কোম্পানি সম্বন্ধে আমি এতো কম জানি যে—

মি. পিনার বললেন—তা, বেশ! উচ্ছ্বাসে গদগদ হয়ে তিনি বললেন আপনি আমাদের উপযুক্ত লোক! বোল চাল দিয়ে আপনাকে বোকা বানানো যাবে না। এটা একেবারে খাঁটি কথা। এই যে একশো পাউন্ডের একটা নোট, যদি আপনার মনে হয় আমাদের কাজটা আপনার নেওয়া চলবে তাহলে মাইনে বাবদ আগাম হিসেবে স্বচ্ছন্দে এটা রেখে দিন।

পাইক্রফট কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে বললেন—ঠিক আছে। নোতুন কাজের দায়িত্ব কবে থেকে নেব?

তিনি বললেন—কাল একটার সময় বার্মিংহামে উপস্থিত থাকবেন আমার পকেটের এই চিঠিটা আমার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবেন। তাকে ওখানেই পাবেন—লিখে নিন ভালো করে—১২৬ বি, কর্পোরেশন স্ট্রিটে। কোম্পানির সাময়িক অফিস সেখানে। তিনি আপনাকে নিয়োগপত্র দেবেন।

পাইক্রফট বললেন—ধন্যবাদ মি. পিনার। সত্যি আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

মি. পিনার শান্তস্বরে বললেন—ও, কিছু না। আপনার যা পাওয়া উচিত তাইই পাচ্ছেন। ছোটোখাটো দু-একটা ব্যবস্থা আপনার সঙ্গে করতে হবে—শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার ব্যাপারে। আপনি একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজে দয়া করে লিখে দিন—আমি ফ্রাঙ্কো-মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানিতে ন্যূনকল্পে পাঁচশো পাউন্ড মাইনেয় বিজনেস ম্যানেজারের পদ গ্রহণে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক। পাইক্রফট তার কথামতো একটা কাগজে লিখে দিতে, মি. পিনার কাগজটা পকেটে রাখতে রাখতে বললেন—মসনের ব্যাপারটা আপনি কী করতে চান?

পাইক্রফট বললেন—আমি বললাম, ওখানে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেব।

মি. পিনার বললেন—উহুঁ! ওটি খবরদার করতে যাবেন না। কারণ মসনের ম্যানেজারের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে আমার কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে। তাকে আপনার কথা জিজ্ঞেস

করতেই তিনি তেড়ে উঠে বললেন—তাদের থেকে আমি নাকি আপনাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাচ্ছি! এই ধরনের নানা অপমানজনক কথা বলে সে আমাকে দায়ী করল। শেষে আমারও মেজাজ গরম হয়ে গেল। বললাম, কাজের লোক চাইলে তাদের ভালো মাইনে দেওয়া উচিত। তিনি বললেন—আপনার বেশি মাইনে ফেলে সে আমাদের কম মাইনের নেবে। আমি বললাম—পাঁচ পাউন্ড বাজি ধরছি, আমাদের চাকরির প্রস্তাব গেলে তার কাছ থেকে টুঁ শব্দটি আর আপনাকে শুনতে হচ্ছে না। তিনি বললেন—ধরো বাজি! একেবারে বেকার অবস্থা থেকে আমরা তাকে তুলে নিয়েছি, অতো সহজে সে আমাদের ছেড়ে যাবে না। এগুলি হচ্ছে তার মুখের কথা।

পাইক্রফট তখন চিৎকার করে বললেন—বদমাইস্ কোথাকার! জীবনে কখনো আমি তাকে দেখি নি পর্যন্ত, তার জন্যে আমার দরদ থাকবে কেন? আপনি চাইলে, নিশ্চয়ই আমি তাকে কিছু লেখা তো দূরের কথা তার ছায়া পর্যন্ত মাড়াব না।

মি. পিনার বললেন—ধন্যবাদ, তাহলে এই কথাই রইল। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে তিনি বললেন—আমার ভাইয়ের জন্যে এরকম ভালো লোক পাওয়ায় খুশি হলাম। এই রইল আপনার আগাম একশো পাউন্ড, আর এই চিঠি। মনে রাখবেন কাল বেলা একটায় আপনাকে কাজে লাগতে হচ্ছে। শুভরাত্রি। যে সৌভাগ্য আপনার প্রাপ্য, তাই যেন আপনার ভাগ্যে জোটে এই কামনা করছি।

পাইক্রফট বললেন—ড. ওয়াটসন, আমার যতদূর মনে পড়ে আমাদের মধ্যে ঠিক এইরকম কথাবার্তা হয়েছিল। আপনি অনুমান করতে পারেন ড. ওয়াটসন, এই অসাধারণ সৌভাগ্যে আমি কী খুশিই না হয়েছিলাম। খুশিতে আমার সারারাত ঘুমই এল না।

পরদিন যথাসময়ে বার্মিংহামের স্টেশনে পৌঁছে, নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট আগেই নিউ স্ট্রিটের এক হোটেলে আমার মালপত্র রেখে নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হলাম। ১২৬-বি তে পৌঁছে দেখি একটা ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে, অনেকগুলি ফ্ল্যাট কোম্পানি ও ব্যবসায়ীদের অফিস হিসেবেই ভাড়া দেয়া হয়েছে। নিচের দেয়ালে ভাড়াটেদের নাম পরপর লেখা আছে কিন্তু সেখানে ফ্রাঙ্কো-মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেড বলে কোনো নাম নেই। হতাশ হয়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকি। সমস্ত ব্যাপারটা দারুণ পরিহাস কিনা তাই অবাক হয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে কথা বলল। আগের রাতে যাকে দেখেছিলাম ঠিক তারই মতো লোকটিকে দেখতে, একইরকম চেহারা ও কণ্ঠস্বর, কিন্তু পরিষ্কার করে দাঁড়িগোঁফ কামানো। আর চুলও ততো কালো নয়।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি মি. পাইক্রফট?

আমি বললাম—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

ও, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ভদ্রলোক আরও বললেন—আপনি একটু আগেই এসে পড়েছেন। আজ সকালে ভাইয়ের একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে সে আপনার খুব প্রশংসা করেছে।

পাইক্রফট বললেন—অফিসটা আমি খুঁজছিলাম, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।

ভদ্রলোক বললেন—গত সপ্তাহেই আমরা এই অস্থায়ী আস্তানাটা জোগাড় করতে পেরেছি। তাই এখনো আমাদের নাম এখানের অফিস তালিকায় ওঠে নি। আমার সঙ্গে আসুন কথাবার্তা বলে সব ঠিক করা যাক্। খুব উঁচু সিঁড়ি বেয়ে একেবারে উপরতলা পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করলাম। ছাদে ধূলোভরা কার্পেট ও পর্দাহীন দুটো খালি ঘরে তিনি আমায় নিয়ে গেলেন। আমি ভেবেছিলাম বড় বড় অফিস হবে, চকচকে টেবিল ও কেরানির দলে ভরা—যেমন ধরনের অফিসে আমি অভ্যস্ত আর কি! আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম দুটো সাধারণ চেয়ার আর একটা ছোট টেবিলের দিকে। সেগুলির সঙ্গে একটা লেজার বই, আর একটা বাজে কাগজের ঝুড়ি সব মিলিয়ে হল অফিসের আসবাব। আমার হাঁ—হয়ে যাওয়া মুখ দেখে নব পরিচিত ভদ্রলোক বললেন—ঘাবড়াবেন না, মি. পাইক্রফট? রোম নগরী একদিনেই গড়ে ওঠেনি। আমাদের পেছনে টাকার জোর রীতিমত রয়েছে। তবু এখনো আমরা

অফিস খুব সাজিয়ে গুছিয়ে উঠতে পারিনি। দয়া করে বসুন, আর আপনার চিঠিটা দিন। আমি তাঁকে চিঠিটা দিলাম। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। তারপর বললেন—আমার ভাই আর্থার পিনারের ওপর আপনি বেশ প্রভাব বিস্তার করেছেন বলে মনে হচ্ছে। তবে আমি নিশ্চিত জানি যে লোক চেনার ব্যাপারে সে খুবই নিপুণ বিচারক। লন্ডনের ব্যাপারে সব তার নখদর্পণে, আর আমার বার্মিংহামের। এক্ষেত্রে আমি তার পরামর্শ মতোই চলবো। আপনি চাকরি পাকা বলেই ধরে নিন।

প্যারিসে কাজটা কী? পাইক্রফট জিজ্ঞাসা করলেন।

প্যারিসে আমাদের যে বড় গুদাম আছে স্বভাবতই সেটার ভার আপনার উপর থাকবে। সেখান থেকে বিলিতি বাসনপত্রের বন্যা বয়ে যাবে ফ্রান্সের একশো চৌত্রিশটি এজেন্টের কাছে। কেনাকাটা সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই শেষ হবে, ইতিমধ্যে আপনি বার্মিংহামেই থাকবেন। এবং একটু দেখাশোনা করবেন। তারপর ড্রয়ার থেকে একটা বড় লাল বই বার করে বললেন—এটা হচ্ছে প্যারিসের ডাইরেক্টরি, এতে লোকেদের নামের পাশে তার জীবিকা লেখা আছে। আমি চাই যে এটা আপনি বাসায় নিয়ে যান, যতো হার্ডওয়ার বিক্রেতা আছে তাদের নাম ঠিকানায় দাগ দিন। সেটা আমার খুব কাজে লাগবে।

পাইক্রফট বললেন—বাজারে, জীবিকার শ্রেণী ভাগ করা তালিকা পাওয়া যায় কিনতে।

মি. পিনার বললেন—সেগুলো বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। তাদের পদ্ধতি অন্যরকম। সোমবার বারোটার মধ্যে আমাকে তালিকাটা সম্পূর্ণ করে দিন। বিদায় পাইক্রফট, যদি আপনি কাজে উৎসাহ আর দক্ষতা দেখান তাহলে দেখবেন এই কোম্পানি আপনার খুব ভালো মনিব।

মোটা বইটা নিয়ে পরস্পর বিরোধী নানা চিন্তা মাথায় নিয়ে পাইক্রফট হোটেলে ফিরে এলেন। যাই হোক্ তখন তার পকেটে একশো পাউন্ডের একটা নোট—অতএব সব চিন্তা ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি কাজে লেগে পড়লেন। রবিবার সারাদিন খেটেও সোমবার নামের তালিকায় "এইছ" অক্ষর পর্যন্ত পৌঁছোলেন, তারপর মনিবের কাছে গিয়ে দেখলেন সেইরকম একটা শূন্য অফিসঘরে তিনি বসে আছেন। আমাকে বলা হল বুধবার পর্যন্ত ঐ কাজটায় লেগে থাকেত তারপর আবার আসতে। বুধবারও কাজটা শেষ হল না, তাই শুক্রবার পর্যন্ত সেটা ঘাড়ে চেপে রইল—মানে, গতকাল অবধি। তালিকা প্রস্তুত হলে পাইক্রফট মি. হ্যারি পিনারের কাছে নিয়ে গেলেন।

মি. পিনার অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—এবার আপনাকে সব আসবাবপত্রের দোকানের তালিকা তৈরি করতে হবে। আর হ্যাঁ, ভালো কথা, কাল একবার সন্ধে সাতটা নাগাদ আসুন না কেমন কাজ এগোচ্ছে তা জানাতে। শুনুন খুব বেশি খাটবেন না। দিনের খাটুনির পর সন্ধ্যায় ঘন্টা দুয়েক কোনো নাচগানের আসরে কাটালেও ক্ষতি নেই। কথাটা তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আর আমি শিউরে উঠে দেখলাম, তাঁর ওপরের পাটির বাঁ দিকে দ্বিতীয় দাঁতটা সোনা দিয়ে বিশ্রীভাবে বাঁধানো।

হোম্‌স্ আনন্দে দু'টি হাত ঘষছিলেন আর ওয়াটসন অবাক হয়ে তাঁর মক্কেলের দিকে চেয়ে রইলেন। পাইক্রফট তখন বললেন,—আপনি অবাক হতে পারেন ড. ওয়াটসন, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম। যখন অন্য লোকটির সঙ্গে লন্ডনে কথা বলেছিলাম তিনি আমার মসনে যাওয়ার কথা শুনে হেসেছিলেন, তখন আমি লক্ষ করেছিলাম যে তাঁর ওই দাঁতটাও ঠিক এইরকমভাবেই বাঁধানো ছিল। প্রতিবারই সোনার চকচকানি আমার চোখে পড়েছিল বুঝতে পেরেছেন? যখন আমি বুঝলাম যে কণ্ঠস্বর ও চেহারা একইরকম, তফাৎ যা সেটা ক্ষুর বা পরচুলো দিয়ে সহজেই বদলানো যায়। তখন আমি সন্দেহ না করে পারলাম না যে এঁরা হচ্ছেন একই লোক। অবশ্য বলতে পারেন দুই ভাইকে এক রকম দেখতে হবে, কিন্তু তাদের দাঁতও যে একইভাবে বাঁধানো হবে তা তো হয় না। তিনি আমায় বিদায় করলেন, আমি রাস্তায় চলে এলাম—বুঝতে পারলাম না কোথায় আমি আছি। হোটেলে ফিরে ঠাণ্ডা করলাম—আমাকে কেন তিনি লন্ডন থেকে বার্মিংহামে পাঠালেন, কেন আমার আগে চলে এলেন আর কেনই বা

নিজে নিজেকেই চিঠি লিখছেন? ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত জটিল বলে মনে হল। এবং এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ আমার মনে হল, আমার কাছে যা অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মি. শার্লক হোমসের তা খুবই পরিষ্কার হতে পারে। তাই রাতে শহরের ট্রেন ধরার, সকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার এবং আপনাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বার্মিংহামে ফিরে যাবার সময়টুকু আমি কোনোরকমে পেয়েছি।

শেয়ার দালালেন কেরানির এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বর্ণনার পর কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। অবশেষে শার্লক হোমস আড়চোখে ওয়াটসনের দিকে চাইলেন তারপর চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে মেজাজের সঙ্গে বললেন—চমৎকার, কী বল ওয়াটসন? এর মধ্যে এমন কয়েকটা ব্যাপার আছে যা আমায় খুশি করেছে। আমি আশা করি তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে যে ফ্র্যাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের অস্থায়ী অফিসে মি. আর্থার ও হ্যারি পিনারের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎকার দুজনের পক্ষেই খুব আগ্রহকর অভিজ্ঞতা হবে।

কিন্তু আমরা কী করে তা করব? ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন। ও, খুব সহজেই—পাইক্রফট খুশি হয়ে বললেন। আপনারা আমার দুই বন্ধু চাকরি চান এবং এর চেয়ে আর স্বাভাবিক কী হতে পারে যে আমি আপনাদের দুজনকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে যাব।

হোমস বললেন—ঠিক! লোকটাকে আমি একবার দেখতে চাই। তাহলে বুঝতে পারব আপনার কোন্ গুণের জন্যে, বন্ধু, আপনার চাকরি তার কাছে এতো মূল্যবান হয়েছে? নিউ স্ট্রিটে না পৌঁছানো পর্যন্ত হোম্‌স্ আর একটি কথাও বললেন না। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কোম্পানির উদ্দেশ্যে হোম্‌স্‌রা তিনজন কর্পোরেশান স্ট্রিট্ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাইক্রফট বললেন—নির্দিষ্ট সময়ের আগে গিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ তিনি কেবল আমার সঙ্গে দেখা করতেই ওখানে আসেন বলে মনে হয়। কারণ তিনি যে সময়টা বলে দেন তার আগে পর্যন্ত জায়গাটা জনমানবশূন্য থাকে।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—ব্যাপারটা খুবই অর্থপূর্ণ।

পাইক্রফট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললেন—আরে, যা বলেছি! ঐ যে, তিনি আমাদের আগে আগে হাঁটছেন।

একজন বেঁটে খাটো ফর্সা সুবেশধারী লোককে তিনি আঙুল দিয়ে দেখালেন। রাস্তার অন্য ধার দিয়ে হন-হন করে হাঁটছিলেন তিনি। পাইক্রফটরা যখন লক্ষ করছিলেন তাকে, তখন তিনি নজর দিয়েছিলেন হাল সংস্করণের সান্ধ্য পত্রিকা ফেরি করা এক ছোকরার দিকে, গাড়ি ঘোড়া এগিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে তিনি কাগজ বিক্রেতা ছোকরার কাছ থেকে একটা কাগজ কিনলেন। তারপর কাগজটাকে দুমড়ে মুচড়ে হাতের মুঠোয় করে নিয়ে একটা দরোজার মধ্যে দিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পাইক্রফট বললেন—ওই দেখুন মি. হোম্‌স্। ওই যে তিনি ঢুকলেন। ওটাই কোম্পানির অফিস ঘর। আমার সঙ্গে আসুন, যতোটা পারি সহজভাবেই আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করাচ্ছি। পাইক্রফটকে অনুসরণ করে ওয়াটসন ও হোমস পাঁচতলায় গিয়ে উঠলেন। তারপর আধখোলা একটা দরোজার সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। পাইক্রফট সেই আধখোলা দরোজায় ঠকঠক করে আওয়াজ করলেন। ভিতরের কণ্ঠস্বরটি বলল আসুন ভেতরে আসুন।

পাইক্রফটের বর্ণনা মতোই হোম্‌স্‌রা এক আসবাবহীন ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন—সেই লোকটি যাকে একটু আগেই সান্ধ কাগজ কিনতে দেখা গেছিল, তিনি ঘরের একটিমাত্র টেবিলের ধারে বসে রয়েছেন, আর তার সামনে সেই সান্ধ্য খবরের কাগজটি বিছানো। তিনি মুখ তুলে যেই হোমসদের দিকে চাইলেন, দেখা গেল তার মুখে ভয় আর বেদনার চিহ্ন। তাঁর ভ্রূ দুটি ঘামে ভিজে চক চক করছে, মরা মাছের পেটের মতো গাল দুটি তার ফ্যাকাসে, চোখে উদভ্রান্তের শূন্য দৃষ্টি। তিনি তার কেরানি পাইক্রফটের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন, তাঁকে চিনতে পারছেন না, এবং মি. পাইক্রফটের মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখে ওয়াটসন বুঝতে পারলেন, যে তাঁর মনিবের এটা মোটেই স্বাভাবিক আকৃতি নয়।

আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে, মি. পিনার—পাইক্রফট বললেন।

হ্যাঁ, আমি অসুস্থ, ভদ্রলোক জবাব দিলেন—স্পষ্টতই নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতে করতে। কথা বলার আগে তিনি শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে নিলেন—আপনার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, এই ভদ্রলোকরা কে?

পাইক্রফট বললেন—একজন হচ্ছেন বারমোন্ডসির মি. হ্যারিস আর একজন এই শহরের মি. প্রাইস। এঁরা আমার বন্ধু এবং অভিজ্ঞ লোক। কিন্তু অল্প কিছুকাল হল বেকার হয়ে পড়েছেন এবং আশা করছেন আপনি হয়তো এঁদের জন্যে আপনার কোম্পানিতে কোনো কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে পারেন।

খুবই সম্ভব, খুবই! বিবর্ণ হাসি হেসে মি. পিনার বললেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ্যাকাউন্টেন্ট আমাদের দরকার। তারপর ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন—আর আপনি?

ওয়াটসন বললেন—আমি কেরানি।

মি. পিনার তখন বললেন—আশা করি আপনাদের চাকরি হয়ে যাবে। তবে কয়েকদিন পরে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাব। এখন আপনারা আসুন। আমি একটা দুশ্চিন্তায় আছি। একটু একা থাকতে চাই এখন।

নিজেকে সংযমিত করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। হোমস আর ওয়াটসন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে তার বিপদটা কী রকমের বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। তখন পাইক্রফট টেবিলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললে—মি. পিনার আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমার আজ আসার কথা ছিল আপনার কাছ থেকে কিছু নির্দেশ নেয়ার জন্যে।

ঠিক বলেছেন মি. পাইক্রফট, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে মিনিট পাঁচেকের মতো বাইরে অপেক্ষা করুন—তারপর আমি আপনাদের সঙ্গে পুনরায় কথা বলছি।

খুব বিনয়ের সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর মাইক্রফটদের অভিবাদন জানিয়ে দেয়ালের একটা দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অবশ্য যাবার সময় দরোজাটা বন্ধ করে দিলেন।

হোম্‌স্ তখন ওয়াটসনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন—কী হল? আমাদের ফাঁকি দিল নাকি?

অসম্ভব! পাইক্রফট উত্তর দিল।

কেন?

ওই দরোজাটা ভিতরের একটা ঘরের। সেখান থেকে বেরোবার কোনো পথ নেই। কাল অবধি দেখেছি খালি ছিল?

হোম্‌স্ ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন—তাহলে ওখানে এখন তিনি কি করতে পারেন? রহস্যটা আরও ঘন হয়ে উঠল। যদি কোনো মানুষ ভয়ে চারভাগের তিনভাগ পাগল হয়ে থাকে তো সে পিনার। কী সে ভয় যা তাকে এমন গভীরভাবে নাড়াল দিল?

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—ও হয়তো সন্দেহ করছে যে সে গোয়েন্দার খপ্পরে পড়েছে! পাইক্রফটও ওয়াটসনের কথায় একমত হল।

হোমস মাথা নেড়ে বললেন—আমাদের দেখে ও ভয়ে কাঠ হয় নি। আমরা যখন ঘড়ে ঢুকেছিলাম, তখন থেকেই তিনি ভয়ে কাঠ হয়েছিলেন।

তাঁর কথায় বাধা পড়ল ভিতরের দরোজায় ঠক ঠক শব্দ শোনা গেল।

পাইক্রফট বললেন—পাগলের মতো নিজের দরোজায় নিজেই টোকা মারছেন কেন? পুনরায় আরও জোরে শব্দটা শোনা গেল। আর সেই সঙ্গে কাঠের ওপর ঘন ঘন আঘাত। হোমস উত্তেজনায় টান টান হয়ে যাচ্ছিলেন, তারপর হঠাৎ পাগলের মতো লাফিয়ে গিয়ে দরোজাটায় ধাক্কা দিলেন। ভিতর থেকে দরোজায় ছিটকানি লাগানো ছিল। তাঁর দৃষ্টান্ত মেনে ওয়াটসন ও পাইক্রফটও শরীরের সমস্ত ভার দিয়ে দরোজাটায় ওপরে গিয়ে পড়লেন। একটা কব্জা ছিটকে গেল, তারপর আর এক টান। ব্যস দড়াম করে দরোজাটার ওপরে গিয়ে সকলে

পড়ল। তারপর সেটা মাড়িয়ে তারা সকলেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

ওয়াটসনরা যে ঘর থেকে ঢুকলেন, সেই ঘরের কাছাকাছি কোনো—দ্বিতীয় একটা দরোজা ছিল। হোমস দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সেটাও টেনে খুললেন। মেঝেয় মি. পিনারের কোট আর ওয়েস্টকোটটা পড়ে ছিল। দেখা গেল দরোজার পেছনের একটা হুক থেকে নিজের ব্রেসেস গলায় বেঁধে ফ্র্যাঙ্কো মিডল্যান্ড, হার্ডওয়ার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঝুলছেন। হাঁটু দুটো গুটিয়ে আছে। মাথাটা দেহের সঙ্গে ভয়াবহ কোণ সৃষ্টি করে দুলছে। তাঁর গোড়ালী দুটি দরোজার কাঠে লেগে ঠক ঠক শব্দ করছিল এতোক্ষণ!

মুহূর্তের মধ্যে ওয়াটসন তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরে শরীরটাকে তুলে ধরলেন ওপরের দিকে। হোমস্ আর পাইক্রফট সেই ফাঁকে গলার বাঁধন খুলে দিলেন,—সেটা তাঁর পাণ্ডুর ত্বকের ভাঁজের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। তারপর তাঁকে হোমসরা বয়ে নিয়ে গেল অন্য ঘরে। সেখানে তিনি শ্লেট পাথরের মতো বর্ণহীন মুখে শুয়ে রইলেন। প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর লাল ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকল। পাঁচ মিনিট আগের এক মানুষের ভয়ঙ্কর ভগ্নাবশেষ।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন বুঝছো, ওয়াটসন?

ওয়াটসন ঝুঁকে পড়ে তাঁকে পরীক্ষা করলেন। তাঁর নাড়ী খুব দুর্বল এবং মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমশই দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল। চোখের পাতা মৃদু মৃদু কাঁপছিল। পরীক্ষা শেষে ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—একটা ধাক্কা গেল আর কি! কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে গেল। পাইক্রফটকে বললেন—ওই জানলাটা খুলে দিন আর জলের কুঁজোটা আমার হাতে দিন। এবার ওয়াটসন তার কলারের বোতামটা খুলে মুখে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। তার হাত দুটো ওঠানামা করাতে লাগলেন বুকের পাশ দিয়ে। যতোক্ষণ পর্যন্ত না শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়।

হোমস প্যান্টের পকেটে দুহাত পুরে বুকে চিবুক গুঁজে দাঁড়িয়েছিলেন। গম্ভীরস্বরে বললেন—এবার আমাদের পুলিশ ডাকা উচিত। তারা এলে তাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা পেশ করা যাবে।

পাইক্রফট অধৈর্য হয়ে মাথা চুলকে বললেন—ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই রহস্যপূর্ণ, কী জন্যে আমাকে এতো দূরে টেনে আনা হল, আর তারপর—

হোমস বললেন—সমস্ত ব্যাপারটাই পরিষ্কার। তুমি কী বল ওয়াটসন? প্রথমত মনে হচ্ছে মি. পাইক্রফটকে দিয়ে এক স্বীকৃতি লিখিয়ে নেওয়া যে তিনি এই অদ্ভুত কোম্পানির চাকরিতে যোগ দিলেন। তুমি বুঝতে পারছো না এটা কতো ইঙ্গিতপূর্ণ? কারণ পাইক্রফটের হাতের লেখার ধরনটা পাওয়ার জন্যে এরা খুব ব্যগ্র ছিল এবং পেতে হলে আর এ ছাড়া অন্য কী পথ ছিল?

পাইক্রফট বললেন—কিন্তু কেন?

ঠিক কথা, কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে নিয়ে বললেন—যখন এর উত্তর দিতে পারবো তখন ভাববেন সমস্যার সমাধানে অনেকটা আমি এগিয়ে গেছি। এই মুহূর্তে এর উপযুক্ত উত্তর একটাই হতে পারে। কেউ চেয়েছিল আপনার হাতের লেখা নকল করা শিখতে এবং তার জন্যে লেখার নমুনা জোগাড় করা দরকার ছিল। এরপর যদি আমরা দ্বিতীয় ব্যাপারটায় আসি তাহলে দেখি যে, একটি অন্যটির ওপর আলোকপাত করছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে পিনারের অনুরোধ যে, আপনি পদত্যাগ করবেন না। কিন্তু ওই বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারকে আশা দিয়ে রাখবেন যে পাইক্রফট নামে একজন সোমবার সকালে কাজে যোগ দিচ্ছেন, যাঁকে ম্যানেজার কখনো দেখেন নি। এবার হাতের লেখা নেবার কারণ আপনি বুঝলেন তো পাইক্রফট। ধরুন কেউ আপনার কাজে যোগ দিল, যার হাতের লেখা আপনার পদের জন্যে দরখাস্তের লেখা থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ। তাহলে নিশ্চয়ই চালাকিটা ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে বদমাইসটা নকল করতে শিখে নিল, এর ফলে নিজের পদটি পাকা হল। কারণ, আমার অনুমান, অফিসের কেউ কখনো আপনাকে চোখে পর্যন্ত দেখে নি। আর আপনাকে এমন কারো সংস্পর্শে আসতে না দেয়া হয় যে আপনারই নকল একজন মসনদের অফিসে কাজ করতে অতএব তারা আপনার চাকরি বাবদ মোটা টাকা আগাম দিল এবং কৌশল করে

আপনাদের দূরে সরিয়ে দিল। সেখানে আপনার ঘাড়ে কাজের বোঝা চাপিয়ে লন্ডনের আসা বন্ধ করল যাতে না আপনি ওদের চালাকিটা ধরতে পারেন। এ সমস্তটাই খুব সোজা।

পাইক্রফট বললেন—কিন্তু এই লোকটা নিজেই নিজেরই ভাই সাজবে কেন?

হোমস বললেন—এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার। বোঝা যাচ্ছে এর মধ্যে মাত্র দুজন লোক আছে। অন্যজন অফিসে আপনার ভূমিকায় অভিনয় করছে। এই লোকটা আপনার কর্মদাতা হয়েছিল এবং তারপর দেখল যে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে না নিলে আপনার মনিব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তাতে সে একেবারে অনিচ্ছুক। তারপর যতোদূর পারে তার চেহারা পরিবর্তন করল আর আশা করল যেটুকু সাদৃশ্য আপনার চোখ এড়াবে না সেটুকু বংশগত দাবার মধ্যেই ধরা হবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সোনা বাঁধানো দাঁত দেখার সুযোগ আপনি পান, না হলে কখনোই আপনার সন্দেহের উদ্রেক হত না।

পাইক্রফট শূন্যে ঘুষি ছুঁড়লেন। ঈশ্বর! চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। আমি যখন এইভাবে বোকা বনেছি, তখন নকল পাইক্রফট মসনের ওখানে কী করছে? এখন আমার কী করা উচিত, মি. হোম্‌স্? বলুন আমি কী করব?

মসনকে টেলিগ্রাম করে সব জানিয়ে দিতে হবে—হোম্‌স্ বললেন।

তবে একটা জিনিস আমি ভেবে পাচ্ছি না যে, মি. পিনার আমাদের দেখা মাত্রই কেন তক্ষুনি গলায় দড়ি দিল।

পিছন থেকে একটা বাজা কণ্ঠস্বর শোনা গেল হোম্‌সের কথা শেষ না হতেই। দেখা গেল রক্তহীন বিবর্ণ চোখে অতি কষ্টে দৃষ্টি মেলে মি. পিনার ভগ্নস্বরে বলছেন—ওই কাগজটা! গলায় তখনো তার লাল ফিতেটা জড়ানো ছিল।

কাগজটা! ঠিক! হোমস চিৎকার করে উঠলেন টান টান উত্তেজনায়, বললেন—আমি কী বোকা। কাগজের কথাটা একবারও মাথায় আসে নি! খালি চিন্তা করছিলাম কেউ আমাদের বুঝতে পারল কি না। এবার মনে হচ্ছে, সমস্যাটা নিশ্চয়ই কাগজের মধ্যে আছে। হোমস টেবিলের ওপর কাগজটা মেলে ধরলেন। তাঁর মুখে তখন বিজয়ের উল্লাস। এই দেখো, ওয়াটসন! আমরা যা চাইছিলাম তা এখানেই রয়েছে। কাগজের হেডলাইনগুলো দেখো—ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডের টাটকা সংস্করণ। আমরা যা চাইছি তা এখানে রয়েছে। দেখো পরিষ্কার ছাপা আছে "শহরে অপরাধ। মসন অ্যান্ড উইলিয়ামসে হত্যাকাণ্ড। বিরাট ডাকাতি প্রচেষ্টা দুষ্কৃতকারী ধৃত।" এই যে ওয়াটসন, চেঁচিয়ে পড়ে শোনাও দেখি।

ওয়াটসন, শহরের এক দুঃসাহসিক ও গুরুত্বপূর্ণ খবরটি পড়তে লাগলেন—'আজ বিকেলে শহরে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির চেষ্টা হয়, যার ফলে একজনের মৃত্যু হয়েছে। কিছুকাল হল শহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস কিছু পরিমাণে শেয়ারের রক্ষক হয়েছিলেন। যার মোট দাম এক কোটি স্টার্লিং-এর বেশ কিছু বেশি। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা শেয়ারগুলি রক্ষণাবেক্ষণের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সর্বাধুনিক ধরনের সিন্দুক ও দিবারাত্র সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়। টের পাওয়া যায় যে গত সপ্তাহে পাইক্রফট নামে এক নতুন কেরানিকে কোম্পানি চাকরি দেয়।

আরো টের পাওয়া যায় যে এ কেরানি আর কেউই নয়, বিখ্যাত জালিয়াত ও সিন্দুক ভাঙার ওস্তাদ বেডিংটন। যে সম্প্রতি তার ভাইয়ের সঙ্গে পাঁচ বছর শাস্তিভোগের পর মুক্তি পেয়েছে। কোনো উপায়ে—যা এখনো পরিষ্কার নয়—নকল নামে এই অফিসে চাকরি সংগ্রহে সক্ষম হয়, বিভিন্ন তালাচাবির ছাঁচ প্রস্তুত করে এবং স্ট্রং-রুম ও সিন্দুকগুলির অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য জেনে নেয়। সাধারণত শনিবার দিন বেলা বারোটায় মসনের কেরানিদের ছুটি হয়। সেইজন্যে একটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় এক ভদ্রলোককে কার্পেটের ব্যাগ হাতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে শহরের পুলিশ সার্জেন্ট টুসন কিছুটা অবাক হয়। সন্দেহ হয় তার। ফলে সার্জেন্টটি লোকটিকে অনুসরণ করে। এবং প্রবল বাধা দান সত্ত্বেও কনস্টেবল পোলকের সাহায্যে লোকটিকে গ্রেপ্তার করে। আর সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে একটা বিরাট ডাকাতি হয়ে গেছে। প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের রেলওয়ে বন্ড আর সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ অন্যান্য খনি ও

কোম্পানির বড় করমের শেয়ার ব্যাগের মধ্যে থেকে পাওয়া যায়। মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল, মৃতের মাথার খুলি পেছন থেকে এক ডাণ্ডার আঘাতে চুরমার করে দেওয়া হয়েছিল। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বেডিংটন ছুটির পর অফিসে কোনো কিছু ফেলে এসেছে এই ভান করে প্রবেশ করে এবং প্রহরীকে খুন করার পর তাড়াতাড়ি বড় সিন্দুকটা ভেঙে লুটের মাল নিয়ে বেরিয়ে আসে। যতোদূর জানা গেছে খুনীর যে ভাই সাধারণত তার সঙ্গে একত্রে কাজ করে সে এই ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে নি। যদিও তার গতিবিধি সম্বন্ধে পুলিশ জোর অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

হোম্‌স্ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে বললেন—ভালো ব্যাপারে পুলিশের কষ্ট কিছুটা আমরা লাঘব করতে পারি। জানলার ধারে ভগ্নদশা প্রাপ্ত মি. পিনারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে হোম্‌স্ বললেন—মানব চরিত্র সত্যিই অদ্ভুত, ওয়াটসন! তুমি দেখছ যে এক বদমাইস খুনী পর্যন্ত এমন ভালোবাসার উদ্রেক করতে পারে যে তার ভাই আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয় যখন শোনে যে খুনীর ফাঁসীর দড়ি এড়াবার উপায় নেই। যাইহোক, এ ব্যাপারে আমাদের আর কিছু করবার নেই। আমরা পাহারা দিচ্ছি, মি. পাইক্রফট, আপনি পুলিশ ডেকে আনুন।

শেষ মামলা

ওয়াটসন মনে করেন, তার বিয়ের পরেই নতুন করে ডাক্তারি শুরু করবার ফলে হোম্‌সের ঘনিষ্ঠতা কিছু কমে এসেছিল। কোনো তদন্তের ব্যাপারে সংগীত প্রয়োজন অনুভব করলে হোম্‌স্, ওয়াটসনের কাছে মাঝে মাঝে আসতেন বটে, কিন্তু ক্রমেই তা এতো বিরল হয়ে পড়ে যে ১৮৯০ সালের সারা বছরে দেখা গেল মাত্র তিনটি ঘটনারই বিবরণ লেখা আছে। খবরের কাগজে দেখা গেছে সে বছরের শীতকালে এবং বছরের প্রথম বসন্তে ফরাসি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক তদন্তে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। 'নারবোঁ' আর 'নিম্‌স্' থেকে তাঁর দুই খানা চিঠিও পেয়েছিলেন ওয়াটসন, আর সে চিঠি পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে তাঁর ফরাসি দেশে অবস্থান বোধহয় দীর্ঘস্থায়ীই হবে। কাজেই হোম্‌স্‌কে সেদিন সন্ধ্যা বেলায় রুগী দেখবার ঘরে ঢুকতে দেখেই ওয়াটসন একটু আশ্চর্যই হলেন। দেখা গেল আগের চেয়ে হোম্‌স্ একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন।

ওয়াটসনের চাউনির উত্তরে হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজের চাপ পড়েছে খুবই তাই আর আমার নাওয়া খাওয়ার সময় জ্ঞান থাকছে না। আচ্ছা; জানলার খড়খড়িটা বন্ধ করে দিলে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো? বলেই হোম্‌স্ দেওয়াল ঘেঁসে ঘেঁসে খড়খড়িটা নামিয়ে দিলেন। তারপর ছিটকিনিটা ভালোভাবে আটকে দিলেন।

ওয়াটসন বললেন—হোম্‌স্, তুমি যেন একটা কিছুর ভয় পেয়েছো বলে মনে হচ্ছে?

হোম্‌স্ নির্দ্বিধায় বললেন—হ্যাঁ, আমি ভয় পাচ্ছি এয়ারগানের! ওয়াটসনকে অবাক হতে দেখেই হোম্‌স্ বললেন,—ওয়াটসন, যতোটুকু তুমি আমাকে জানো তাতে মনে হয় তুমি নিশ্চিত যে, আর যাই হোক্ আমি খুব একটা ভীতু নই আর ঘাবড়াবার লোকও আমি নই—তবে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা আছে বুঝেও সেটা উপেক্ষা করা বা সাবধান না হওয়া নিছক বোকামি বলেই মনে হয়! যাক্‌গে একটা দেশলাই দাও তো? এই বলে, পরম তৃপ্তির সঙ্গে পাইপ ধরালেন হোম্‌স্। তারপর একটু থেমে বললেন,—তোমাকে বিরক্ত করতে এসেছি বলে দুঃখিত। কিন্তু কিছু যদি মনে না করো, তাহলে আমি শিগ্‌গিরি অত্যন্ত বেখাপ্পাভাবে তোমার বাগানের পিছন দিককার পাঁচিল টপ্‌কে চলে যাবো।

ওয়াটসন বিস্মিত হয়ে বললেন—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

হোম্‌স্ আলোর সামনে হাত মেলে ধরায় দেখা গেল, তাঁর দুটো আঙুলের গাঁট কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি মুচকী হেসে বললেন, সবটাই নিছক কল্পনা নয়, কী বল! বরং এমন কিছু, যার জন্যে একটা হাড় ভাঙলেও আশ্চর্য হবার ছিল না। শ্রীমতী বাড়ি আছেন নাকি?

ওয়াটসন বললেন—না, তিনি কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে গেছেন। বাপের বাড়িতে।

ও, তাহলে তুমি এখন একা, হোম্‌স্ উল্লাসের সঙ্গে বললেন,—তাহলে তুমি তো স্বচ্ছন্দে

আমার সঙ্গে যেতে পারবে এখন? চল সপ্তাখানেক ইউরোপে ঘুরে আসা যাক্।

ওয়াটসনের কাছে হোম্‌সের সবকিছুই আজ রহস্যময় লাগছিল। উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়ানো হোম্‌সের স্বভাব বিরুদ্ধ। আর তাঁর শুকনো ফ্যাকাসে মুখ চোখ দেখে মনে হয় দারুণ মানসিক উত্তেজনায় তাঁর দিন কাটছে। ওয়াটসনের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে তিনি আঙুলগুলো জড়ো করে হাঁটুর ওপর কনুই রেখে সব বুঝিয়ে বলতে লাগলেন।

তুমি বোধহয় কখনো প্রফেসর মরিয়ার্টির নাম শোনো নি! হোম্‌স্ তির্যক ভঙ্গীতে বললেন।

ওয়াটসন চট্‌পট উত্তর দিলেন—কই না তো, শুনি নি।

হোম্‌স্ বললেন—সমস্ত ব্যাপারটার মজাটাই হচ্ছে এইখানে। এইটাই তার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তার প্রভাব সারা লন্ডনের পরিব্যপ্ত অথচ কেউ তাকে চেনা দূরে থাক, নাম পর্যন্ত জানে না। আর দুষ্কৃতির ইতিহাসে এটাই তার পরকাষ্ঠার নিদর্শন। তোমায় সত্যি বলছি—ওয়াটসন, এই লোকটিকে পরাভূত করতে পারলে আমি সমাজকে তার কলুষিত কবল হতে মুক্ত করতে পারতাম। জেনে রাখে ওয়াটসন, কেবলমাত্র তোমাকেই গোপন খবরটা বলছি, ইদানীং ফরাসি সাধারণতন্ত্র বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজ পরিবারের যেটুকু সামান্য উপকারে আসতে পেরেছি, তার ফলে আমার খেটে না খেলেও চলে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার মনোমতো রাসায়নিক চর্চায় কাটাতে পারি। কিন্তু ওয়াটসন, প্রফেসর মরিয়ার্টির মতো লোক শহরের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হলেই আমি আর অলসের মতো চুপচাপ বসে থাকতে পারি না।

ওয়াটসনের হঠাৎ প্রশ্ন—কী করেছে সে?

অসাধারণ তার জীবনের কাজকর্ম। হোম্‌স্ শান্তস্বরে বলে চললেন—সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত, গণিতশাস্ত্রে তার অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি একুশ বছর বয়সেই সে বাইনোমিয়াল থিওরেম সম্বন্ধে যে নিবন্ধ রচনা করেছিল সারা ইউরোপে তা স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফলে সে গণিতের অধ্যাপক হয়েছিল। সবাই তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে চরিত্রের জন্মগত ক্রুর পৈশাচিকতা ও রক্তের দুষ্কর্মের ধারা শিক্ষার গুণে সংস্কার বা সংশোধন হল না বরং অসাধারণ মেধার বলে তার অপরিমিত শক্তিবৃদ্ধি হল। কর্মস্থলে তাকে ঘিরে নানা ধরনের বিশ্রীরকমের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সে পদত্যাগ করে লন্ডনে চলে এল এবং সেখানে সে সৈন্যবাহিনীর উপদেষ্টা হয়ে বসল। সবাই এইসব কথাই জানে, আর আমি যা জেনেছি এবার তা তুমি শোনো ওয়াটসন। তুমি ভালো করেই জানো লন্ডনের দুষ্কৃতকারীদের উঁচু মহলের যতো খবর আমার চেয়ে বেশি কেউ-ই জানে না। বহুদিন ধরে অনুভব করছি যে এই অপরাধীদের পিছনে কোনো গভীর অর্ন্তনিহিত শক্তি বারবার দুষ্কৃতকারীদের আইনের হাত থেকে রক্ষা করে আসছে। জালিয়াতি, হত্যা, রাহাজানি প্রভৃতি বহুবিধ বিচিত্র দুষ্কর্মের পিছনেই বারবার আমি এই শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছি। আমার হাতে যে সব তদন্তের ভার পড়ে নি, অমীমাংসিত এমন বহু কু-কর্মের উৎসরূপে আমি এই প্রাণশক্তির সন্ধান পেয়েছি। দীর্ঘকালের চেষ্টায় অবশেষে এমন এমন সূত্র আমার হাতে এসেছে যা অনুসরণ করে, সহস্র বাধাবিঘ্ন ও সর্পিল গতিপথ অতিক্রম করে, গাণিতিক কীর্তিখ্যাত ভূতপূর্ব প্রফেসর মরিয়ার্টিকে আবিষ্কার করলাম।

বুঝলে ওয়াটসন, মরিয়ার্টি হল দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে সম্রাট, নেপোলিয়ান যেন। লন্ডনের প্রায় অর্ধেক অমীমাংসিত অপকর্মের সংগঠক সেই-ই। প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এই প্রতিভাধর দার্শনিক এবং বিশুদ্ধ চিন্তাশক্তির অধিকারী। মাকড়সার জালের কেন্দ্রস্থলে যেমন মাকড়সা ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে এবং যেমন করে জালের প্রতিটি তন্তুর কম্পনই সে বোঝে আর অনায়াসে শিকার যেমন ধরতে পারে, তেমনি সে। সে নিজে হাতে কিছু করে না, কেবল বসে বসে পরিকল্পনা করে। কিন্তু তার প্রতিনিধি অসংখ্য এবং তার দল খুবই সু-সংগঠিত। মনে করো, কোনো দুষ্কর্ম করতে হবে, কোনো দরকারি কাগজপত্র সরানো বা কোনো ঘর তল্লাসি করা দরকার অথবা কোনো মানুষকে পৃথিবী থেকে সরাতে হবে চিরকালের মতো, খবর দিলেই

সেই-ই সব ব্যবস্থা করে লোক লাগিয়ে ঠিকঠাক করে দেবে। সে লোক যদি দৈবাৎ ধরা পড়ে তবে তার জামিনের বা পক্ষ সমর্থনের জন্যে টাকার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এইসব প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে ধরা পড়লেও মূল শক্তিধরটি ধরা পড়া দূরের কথা কেউ কখনো সন্দেহও করে না। অনুমান সিদ্ধান্ত নির্ভর করে এ-সংগঠনের অস্তিত্ব আমিই বার করেছি, এখন আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে লোকচক্ষে এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত কোরে, একে চূর্ণ করে দিতে আমি বদ্ধ পরিকর। কিন্তু প্রফেসরটি এতো সুচতুর ও সুনিপুণভাবে নিজেকে সুরক্ষিত করে রেখেছে যে, যা কিছুই আমি করি না কেন, তাকে আদালতে অভিযুক্ত করার মতো কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব মনে হয়েছে। তবু তিন মাস চেষ্টা করবার পরও আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, এতোদিনে বুদ্ধির যুদ্ধে সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী আমার মিলেছে। তার সুনিপুণ দক্ষতার প্রশংসা করতে গিয়ে তার দুষ্কর্মের বীভৎসতার কথা ভুলে গেলাম। কিন্তু অবশেষে সে অত্যন্ত তুচ্ছ, যৎসামান্য একটুখানি ভুল করে বসল! আমি তখন তাকে অনুসরণ করে প্রায় ধরি ধরি অবস্থায় পৌঁছেছি। আমি সুযোগ পেয়ে গেলাম। আর তার চারপাশে জাল বুনে বুনে প্রায় গুটিয়ে আনলাম। এখন আর দিন-তিনেকের মধ্যে, ধরো এই সামনের সোমবারের মধ্যেই একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যাবে বলে মনে হয়। আর প্রফেসরটিও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়বেন। তারপর এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ফৌজদারি মামলার সূত্রপাত হলে দেখা যাবে যে অন্তত চল্লিশটা রহস্যের কিনারা হয়েছে—আর ওদের প্রত্যেকেরই গলায় ঝুলছে ফাঁসির দড়ি। কিন্তু সামান্যতম তাড়াহুড়ো করলেও পাকা ঘুঁটি কেঁচে যেতে পারে। আর হয়তো শেষ মুহূর্তে আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রফেসর মরিয়ার্টি এতো বেশি চালাক যে তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে আমার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেই সে বার বার বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, তবে প্রতিবারই আমি তার ওপর টেক্কা দিতে পেরেছি। এই নীরব দ্বন্দ্বের কথা গোয়েন্দা-গিরির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এর আগে আমি আর কখনো এবারের মতো তৎপরতা দেখাতে পারি নি বা প্রতিপক্ষের কাছে এমন সুতীব্র বিরোধিতা পাই নি। যতোই সে গভীর আঘাত হানতে চেষ্টা করেছে, আমি ততোতই পাশ কাটিয়ে সরে গেছি। আজই সকালে প্রস্তুতির শেষ পর্ব সমাধা হয়েছে, এবং সব ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হতে তিন দিন সময় দরকার। আজ ঘরে বসে ব্যাপারটার কথা ভাবছিলাম, হুট করে দরোজা খুলে গেল। দেখি প্রফেসর মরিয়ার্টি সামনে দাঁড়িয়ে। ওয়াটসন, আমি খুবই পোড় খাওয়া লোক। তুমি তো জানো আমি সহজে ঘাবড়াই না। তবু দিনরাত যার কথা ভাবছি হঠাৎ তাকেই আমার দরোজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু চমকে উঠেছিলাম—স্বীকার করতেই হচ্ছে আমাকে।

অত্যন্ত লম্বা, রোগা, কপালটা উঁচু, ধবধবে সাদা চামড়া এবং চোখদুটো কোটরের ভিতর ঢোকানো। শুচিশুভ্র ছিম্‌ছাম্ বেশ বাস। চেহারায় অধ্যাপক জীবনের ছাপ যাই যাই করেও যেন একটু লেগে রয়েছে। রাতদিন বই নিয়ে ঝুঁকে থাকার ফলে একটু কুঁজোভাব। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া মুখটা সবসময় অদ্ভুতরকমের সাপের ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ নড়াতে নড়াতে, চোখ কুঁচকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় আগ্রহভরে দেখতে লাগল। অবশেষে বলল, 'যা ভেবেছিলাম মাথার সামনের ভাগ দেখছি তার চেয়েও অপরিণত। ড্রেসিং গাউনের পকেটে গুলিভরা পিস্তল নাড়াচাড়া করা খুবই বিপদজনক বদ-অভ্যাস।' তাকে দেখা-মাত্রই নিজের জীবন কতোখানি বিপন্ন আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আর এটা নিশ্চিতছিলাম আমাকে সরিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিত হবে। তাই তাকে দেখামাত্রই নিমেষের মধ্যে রিভালভারটা ড্রয়ার থেকে বার করে জামার পকেট থেকে তার দিকে লক্ষ করে ধরেছিলাম। এখন তার কথা শুনে সেটার ঘোড়া টেনে টেবিলের ওপর রেখে দিলাম। সে তখন মিটমিট করে হাসছিল বটে, তবু তার চোখে এমন একটা কিছু লেখা ছিল যাতে, রিভালভারটা হাতের কাছে থাকায় বেশ আশ্বস্ত বোধ করতে লাগলাম।

সে বলল—বেশ বোঝা যাচ্ছে আমাকে তুমি চেন না।

আমি বললাম—ঠিক তার উলটো। পরিষ্কারই বুঝতে পারছ যে তোমাকে চিনি। অনুগ্রহ করে বসো। আর আমি একটু ব্যস্ত—কিছু বলার থাকলে তা পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করো।

প্রফেসার মরিয়ার্টি বলল—আমি যা বলতে চাই তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ?

হোম্‌সের তীক্ষ্ণস্বর—তাহলে তার উত্তরটাও তুমি হয়তো বুঝে নিয়েছ।

প্রফেসার কর্কশস্বরে বলল—তাহলে তোমার কাজে-কথায় নড়চড় হবে না?

বিন্দুমাত্র নয়—হোম্‌সের দৃঢ় স্বর।

প্রফেসার পকেট চাপড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই হোম্‌স্ পিস্তলটা তুলে নিলেন বটে, কিন্তু দেখলেন পকেট থেকে কয়েকটা তারিখ-টোকা একটা স্মারক-পুস্তিকা সে বার করল। তারপর সেটার পাতা উলটে বলল—জানুয়ারির ৪ তারিখে তুমি প্রথম আমার পথ মাড়িয়েছ, তেইশ তারিখে আমাকে বিব্রত করেছ, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আমাকে তুমি অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলেছ, মার্চের শেষে আমার কার্যধারা ব্যাহত করেছ আর তোমার অবিরাম পিছু লেগে থাকার ফলে এই এপ্রিলের শেষে আমি স্বাধীনতা পর্যন্ত হারাতে বসেছি। এ এক অসহ্য অবস্থা!

হোম্‌স্ বললেন—তুমি কী চাও স্পষ্ট করে বলো?

মরিয়ার্টি কর্কশ স্বরে বলল—শোনো, হোম্‌স্ এখনো সময় আছে তুমি সরে না দাঁড়ালে, একেবারে চেপ্টে যাবে তুমি পায়ের তলায়। এটা শুধু তোমার বিপদ নয়। তোমার নিশ্চিত বিলোপ। তুমি কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে কাজ করছ না। তুমি একটি প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন একটি সংস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ।

হোম্‌স্ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমায় এখন একটু বেরোতে হবে, তোমার সঙ্গে আলাপ করার আনন্দে আমি একটা জরুরি কাজের কথা ভুলতে বসেছি।

মরিয়ার্টিও উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তোমার প্রতিটি চালই আমার জানা। সোমবারের আগে তুমি কিছুই করতে পারবে না। এতো তোমার আমার দ্বৈরথ যুদ্ধ হোম্‌স্! তুমি আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে ভেবেছ। কিন্তু জেনে রাখো—তোমার এই স্বপ্ন কোনোদিনই বাস্তবে পরিণত হবে না। তুমি ভাবছ আমায় হারিয়ে দেবে? তা কখনো পারবে না। তোমার বুদ্ধির বলে যদি আমায় নিশ্চিহ্ন করতেও পারো নিশ্চয়ই জেনো তোমাকেও আমি তেমনি ভাবেই নিশ্চিহ্ন করে দেব।

হোম্‌স্ বললেন—প্রফেসার মরিয়ার্টি, তুমি আমার যথেষ্ট প্রশংসা করেছে। প্রত্যুত্তরে আমি কেবল একটা কথাই বলব যে, প্রথম ঘটনাটা ঘটবে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, কিন্তু অন্যটার কথা তো বলতে পারি না। এই বলে সে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল।

ওয়াটসনকে হোম্‌স্ বললেন—এই হল আমার অভিনব সাক্ষাৎকার। মনের মধ্যে যে একটা অস্বস্তি অনুভব করছি সেকথা তোমার কাছে স্বীকার করছি। গুণ্ডা মার্কার গাঁক্‌গাঁকানির চেয়ে তার মৃদুস্বরে উচ্চারিত কথায় মনে হয় এটা নিছক ভয় দেখানোর ফাঁকা আওয়াজ নয়, এর মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। তুমি হয়তো বলবে ওকে পুলিশে দিচ্ছি না কেন? তার কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অনিষ্ট ঘটবে তা তার সাঙ্গপাঙ্গরাই ঘটাবে। আর তার পাকা দলিলও আমার হাতেই রয়েছে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—এর মধ্যেই কি তুমি আক্রান্ত হয়েছে হোম্‌স্ মৃদু হেসে বললেন—কাজ ফেলে রাখা প্রফেসারের ধাতে নেই। আজ দুপুর নাগাদ একটা কাজে যখন অক্সফোর্ড স্ট্রিটে গেছিলাম, তখন বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট থেকে ওয়েল বেক্ স্ট্রিটে মোড় নেবার মুখেই একটা দুই ঘোড়ার টানা গাড়ি বিদ্যুৎ বেগে মোড় ঘুরে, চকিতে একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। এক লাফে ফুটপাথে উঠে পড়ায় একচুলের জন্যে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।

গাড়িটা মেরিলিবোন লেনে মোড় বেঁকে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওয়াটসন, তারপর থেকেই আমিই ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। ভিয়ার স্ট্রিট দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটা ছাদ থেকে একখানা ইঁট আমার পায়ের গোড়ায় পড়ে একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। তখনই পুলিশ আমাকে এইসব সাত পাঁচ বোঝাল। আমি অবশ্য জানতাম যে কী হয়েছে, কিন্তু আমার হাতে তো কোনো প্রমাণ-পত্র নেই, আর কিছু করতেও পারব না। তারপরেই আমি একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আমার ভাইয়ের বাসায় গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে এসে, এই তোমার এখানে

আসার পথেই এক হোঁৎকা লোক একটা ভোজালি নিয়ে আমাকে আক্রমণ করল। আমি তাকে ঘুঁসি মেরে কুপোকাৎ করে পুলিশ-হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু জোর দিয়েই বলতে পারি, আমি যে ভদ্রলোকের দাঁতে ঘুঁসি মারলাম তার সঙ্গে দশ মাইল দূরে যে বসে যে গণিতের অধ্যাপক একের পর এক সমস্যা পূরণের ছক কেটে চলেছেন তার কোনো সম্পর্কেই প্রমাণ করা যাবে না। ওয়াটসন, এসব শুনে এখন বোধহয় আর তোমার ঘরে ঢুকেই খড়খড়ি বন্ধ করেছি বলে, বা সদর দরোজার বদলে খিড়কির দরোজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে বিশেষ আশ্চর্য হবে না?

ওয়াটসন বললেন—রাতটা হয়তো আমি শেষপর্যন্ত অবাঞ্ছিত, ভয়াবহ রাতের অতিথি হয়ে পড়ব। ব্যবস্থা সব করাই আছে। আর তাতে গোলমালও কিছু হবে না। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে শেষপর্যন্ত তাতে ওদেরকে ধরতে কোনো অসুবিধাই হবে না, তবে এটা ঠিক যে ওদের মেয়াদের জন্যে আমার উপস্থিতি খুবই প্রয়োজনীয়। কাজেই, পুলিশ যে-কয়দিন যথেচ্ছ কাজ করতে পারছে, সে দুই চারদিন একটু বাইরে ঘুরে এলেই বা ক্ষতি কী! তা তুমি যদি আমার সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে আসতে পারো তা খুবই ভালো লাগবে আমার।

তা রুগী পত্তর তো এখন তেমন হাতে নেই। তাছাড়া আমার প্রতিবেশী ডাক্তার খুবই ভদ্র। বললে আমার নিয়মিত রুগীগুলো নিশ্চয় দেখে দেবে। তোমার সঙ্গে যেতে আমার কোনো অসুবিধা নেই হোম্‌স্—সহজভাবেই ওয়াটসন কথাগুলো বললেন।

হোম্‌স্ প্রশ্ন করলেন—তাহলে আগামীকাল সকালে রওনা হতে পারবে তো?

ওয়াটসনের চট্‌পট্ উত্তর—হ্যাঁ, দরকার হলে তাও পারব।

হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুবই দরকার। আর শোনো ওয়াটসন এখন যা যা বলব, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। মনে রেখো, ইউরোপের সবচেয়ে ধড়িবাজ বদমাস এবং সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্বৃত্ত সংঘের বিরুদ্ধে আমরা জুটি হয়েছি। আমরা আগুন নিয়ে খেলতে চলেছি। শোনো, জিনিসপত্তর যা সঙ্গে নেবার আজ রাতেই নাম ঠিকানা না লিখে কোনো বিশ্বাসী লোক মারফৎ ভিক্টোরিয়া স্টেশানে পাঠিয়ে দেবে। দুই—হচ্ছে, সকালে যাকে গাড়ি আনতে পাঠাবে তাকে বিশেষ করে বলে নিও যে প্রথম দুইখানা গাড়ি আপনা থেকেই সেধে আসতে চাইলেও যেন কোনোমতেই তাদের না নেয়। তৃতীয়খানা এলে, তাতে লাফিয়ে চড়েই 'লাউদার আর্কের্ডের ভিতর দিয়ে ওপারে গিয়ে পৌঁছিয়ো—ঠিক সোয়া নয়টার সময়। বাঁকের মাথায় দেখবে, গলায় লাল পট্টিদার কালো মোটা কোট গায়ে একজন লোক একটা ছোট্ট ব্রুহাম নিয়ে অপেক্ষা করছে। সেইটেতেই চেপে ঠিক কন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস ধরার সময় মতো ভিক্টোরিয়া স্টেশানে গিয়ে হাজির হবে।

তোমার সঙ্গে কোথায় মিট করব?

স্টেশনেই, হোম্‌স্ বললেন—ইঞ্জিনের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় কামরাটি আমার জন্যে সংরক্ষিত থাকবে।

অতএব ওয়াটসন বৃথাই হোম্‌স্‌কে সে রাত্রে তার বাড়িতে থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন। বোঝা গেল এ বাড়িতে থাকলেই যে কোনো একটা বিপদ ঘটবে; আর সেই ভেবেই তিনি জোর করে চলে গেলেন। আগামীকালের কাজকর্ম সম্পর্কে তাড়াতাড়ি আরো কয়েকটা কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়ে হোম্‌স্ বাগানের দিকে এসে রাস্তার দিকের পাঁচিল বেয়ে নেমেই, একটা গাড়ি ডেকে উঠে পড়লেন।

সকালে হোমসের কথা বর্ণে বর্ণে পালন করলেন ওয়াটসন। প্রাতরাশ সেরে 'লাউদার আর্কেড'-মুখো তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকালেন। যেখানে একজন ভারিক্কি-গোছের কোচোয়ান কালো কোর্তায় মুড়িসুড়ি দিয়ে ব্রুহাম নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ওয়াটসন গাড়িতে ওঠামাত্রই কোচোয়ান চাবুক হাঁকিয়ে ভিক্টোরিয়া-মুখো গাড়ি চালিয়ে দিল। আর ওয়াটসন স্টেশনে নামা মাত্রই কোনো দিকে না তাকিয়েই গাড়ি নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল।

এতোক্ষণ পর্যন্ত সবই বেশ ব্যবস্থামতো ঠিকঠাকই ঘটল। জিনিসপত্র আগে থেকেই পৌঁছে গেছিল। ট্রেনের কামরা খুঁজে বার করতেও বিশেষ বেগ পেতে হল না। কেননা হোম্‌সের নির্দেশ তো ছিলই, তাছাড়া শুধু ওই গাড়িখানার গায়েই 'পূর্ব-নিযুক্ত' কথাটা লেখা ছিল। কেবল হোম্‌সকে দেখতে না পেয়েই ওয়াটসনের উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল। স্টেশনে যাত্রী আর তাঁদের আত্মীয় আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে পরম বন্ধুর ছিপছিপে চেহারা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাটা বৃথাই গেল। কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

কেবল একজন বুড়ো-সুড়ো পাদ্রী, মুটেকে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে তাঁর মালপত্তর সোজা ইটালি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে, এইটে বোঝাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল দেখে মুটেটাকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তারপর এক চক্কর ঘুমে এসে ওয়াটসন দেখলেন রজ্জার হাতলে টিকিট ঝোলানো থাকা সত্ত্বেও সেই বুড়ো-হাবড়া ইতালিয়ান ভদ্দর লোকটিকে তার চলতি পথের সঙ্গী হিসেবে কামরায় বসিয়ে দিয়ে গেছে। ওয়াটসন তাঁর ইংরেজির চেয়েও খারাপ ইতালির ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চুপচাপ ব্যাপারা হজম করে নিয়ে উদ্বিগ্নভাবে বন্ধুবরকে খুঁজতে লাগলেন। তাঁকে তখনো দেখতে না পেয়ে, রাতেই কোনো বিপদ ঘটেছে অনুমান করে ভয়ে ওয়াটসনের শরীর হিম হয়ে গেল। দরোজা সব বন্ধ হয়ে গিয়ে গাড়ি ছাড়বার বাঁশি দিয়েছে, এমন সময় ওয়াটসন শুনলেন—বন্ধু ওয়াটসন, তুমি তো শুভেচ্ছাটুকু জানিয়েও কৃতার্থ করলে না! শুনে অপরিসীম বিস্ময়ে ফিরে তাকালেন।

পাদ্রিসাহেব ওয়াটসনের দিকে ফিরে চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, এক মুহূর্তের জন্যে তাঁর মুখের বলিরেখা মুছে গেল, নাকটা থুতনি থেকে জেগে উঠল, সামনে-ঝুলে পড়া ঠোঁট সমান হয়ে গেল। থেমে গেল অনবরত বিড়-বিড় করা, ঝুঁকে-পড়া চেহারা টান টান হয়ে চকিতে ফিরে এলেন শার্লক হোম্‌সে। আবার পরমুহূর্তেই যে কে সেই, ক্ষণিকের খেলা নিমেষে মিলিয়ে গেল।

ওয়াটসন বললেন—বাপ্‌রে, কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম!

হোম্‌স্ ফিস্ ফিস্ করে বললেন—এখানও কিন্তু খুব সাবধানে থাকা দরকার। আমার বিশ্বাস তারা এখনো আমাদের পিছু ছাড়ে নি, পায়ে পায়ে অনুসরণ করছে, ওই, ওই দেখ মরিয়াটি নিজেই এসে হাজির।

ট্রেন চলতে শুরু করল। পিছন ফিরে ওয়াটসন দেখলেন একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছে আর যেন গাড়িটা থামাবার জন্যেই জোরে জোরে হাত নেড়ে ইসারা করছে, কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। প্রতিমুহূর্তেই গাড়ির গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে পেতে হোম্‌স্‌রা পরমুহূর্তেই প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেলেন। সবরকম আঁটঘাট বেঁধেও, দেখেছ তো, ওয়াটসন, কোনো রকমে পার পাওয়া গেল। হাসতে হাসতে এই কথা বলে, হোম্‌স্ উঠে তাঁর ছদ্মবেশের উপকরণ, আলখাল্লা আর টুপি খুলে মোড়কে করে হাত-ব্যাগে রেখে দিয়ে বললেন, ওয়াটসন, সকালের কাগজ দেখেছ? খুব বেশি কিছু ক্ষতি হয় নি অবিশ্যি।

ওয়াটসন বললেন,—কী বলছ? সত্যি? এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

হোম্‌স্ বললেন—ওদের লগুড়ধারী পুরুষপ্রবর ধরা পড়ার পর নিশ্চয়ই আমার খেই একেবারে হারিয়ে ফেলে, নইলে আমি যে বাসায় ফিরেছি, এটা ওরা ভাবতেই পারত না। তারা অবিশ্যি তোমার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছিল, তাই মরিয়ার্টি ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে হাজির হয়েছে। এখানে আসার পথে কোনো ভুলত্রুটি ঘটে নি তো?

যেমন যেমন বলেছ, তাই-ই করেছি—ওয়াটসন বললেন।

ক্রুহাম ঠিক পেয়েছিলে?

হ্যাঁ ওখানেই ছিল।

কোচোয়ানটিকে চিনতে পেরেছিলে?

না।

হোম্‌স্ বললেন—কোচওয়ানটি হল আমার ভাই মাইক্রফট। জরুরি আর গোপন ব্যাপারে একজন ভাড়াটে লোক না নিয়ে ওর সাহায্য নেবার সুবিধা অনেক। তা যাক। এখন মরিয়ার্টি

সম্বন্ধে কী করা যাবে, পরামর্শ আঁটতে হবে। এটা তো এক্সপ্রেস ট্রেন, আর স্টিমারও সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে, কাজেই মনে হয় মরিয়ার্টিকে এবার কলা দেখানো গেছে। ওয়াটসন, তোমাকে তো আগেই বলেছি, বুদ্ধি আর কৌশলে মরিয়ার্টি আমার চেয়েও কোনো অংশে খাটো নয়। কিন্তু তুমি বোধহয় কথাটা ঠিক খেয়াল করো নি। ধরো আমিই যদি অনুসরণ করতাম তাহলে এতো সহজে কি নিরস্ত হতাম মনে করো? তাহলে ওর সম্বন্ধেই বা এতো খারাপ ধারণা করছ কেন?

ওয়াটসন বললেন—ও, এখন কী করবে?

আমি যা করতাম। হোম্‌সের সংক্ষিপ্ততম উত্তর।

তুমি হলে কী করতে?

একটা স্পেশ্যাল ট্রেন ভাড়া করতাম।

কিন্তু তাতে তো দেরি হত কিছুটা!

আদৌ না। হোম্‌স্ বললেন—এ গাড়ি তো ক্যান্টরবেরিতে ধরে, আর স্টিমার ছাড়তে প্রায় সব সময়েই মিনিট পনের দেরি হয়। সেখানেই আমাদের ধরে ফেলবে।

ওয়াটসন বললেন—ওঃ লোক ভাববে আমরাই বুঝি খুনি ডাকাত! আচ্ছা, সেখানে পৌঁছনো মাত্রই ধরিয়ে দিলে কী হয়?

হোম্‌স্ তাড়াতাড়ি বললেন—তাহলে তিনমাসের বিপুল পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হবে। রাঘব বোয়ালটিকে ধরতে পারব বটে কিন্তু চুনোপুঁটিরা জাল কেটে এদিকে ওদিক ছিট্‌কে পালাবে। আর এদিকে সোমবারে ওদের সব কয়জনকেই পেতে পারি। না-এখন ধরার প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে? ওয়াটসনের প্রশ্ন।

আমরা ক্যান্টরবেরিতে নেমে যাবো, হোম্‌স্ বললেন।

তারপর দেশের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ঘুরে 'নিউ-হ্যাভেন' হয়ে 'ডিয়েপে' পৌঁছোব। মরিয়ার্টিও আবার আমি যা করব তাই-ই করবে। সে প্যারিসে গিয়ে আমাদের হদিস্ খুঁজে বার করে দিন দুই অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে আমরা গোটা কয়েক কার্পেট ব্যাগ কিনে ফেলব। যে যে দেশে যাবো সেখানে শিল্পকে উৎসাহ দেবার জন্যে কিছু কেনা কাটাও হয়তো করব। তারপর ধীরে-সুস্থে লুক্সেমবার্গ আর বেসল্ হয়ে সুইজারল্যান্ডে গিয়ে হাজির হব। নানা ঘাটের জল খাওয়া ঝানু পর্যটক ওয়াটসন কাজেই জিনিসপত্রের জন্যে তার কোনো বিশেষ অসুবিধাই ঘটবে না। যাইহোক, হোম্‌স্‌রা ক্যান্টরবেরিতে শুনলেন, নিউ হ্যাভেনের গাড়ি নাকি এক ঘন্টা পরে। চলে যাওয়া ট্রেনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ওয়াটসন, এমন সময় হোম্‌স্ তার হাত ধরে টেনে লাইনের দিকে দেখিয়ে বললেন, দেখেছ, এর মধ্যেই ওই দেখ—

দূরে, বহুদূরে কেন্ট অঞ্চলের বন প্রদেশের মধ্যে থেকে ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা দেখা যাচ্ছিল। এক মিনিট পরেই স্টেশনের পথে মোড়ের মোড়ের মাথায় একখানা গাড়ি নিয়ে একটা ইঞ্জিন দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে দেখা গেল। আর হোম্‌স্‌রা তখন একটু আড়ালে গিয়ে সঙ্গোপন করতে না করতেই ভীষণ শব্দে চারিদিকে সাড়া জাগিয়ে হোম্‌স্‌দের চোখে মুখে এক ঝলক গরম ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে গাড়ি হাওয়ার বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল। দূরে পয়েন্টের মাথায় গাড়িটাকে হেলতে দুলতে যেতে দেখতে দেখতে হোম্‌স্ বললেন—যাক্ চলে গেল। যাই বল, আমাদের নতুন বন্ধুটির বুদ্ধি সীমিত। আমার ধারণা অনুযায়ী ভেবে নিয়ে সেইমতো এলে একটা লড়াইয়ের মতো লড়াই হতো।

ওয়াটসন বললেন—আমাদের ধরতে পারলে ও কী করত মনে করো?

হোম্‌স্ বললেন—ও আমাকে মারতে বদ্ধ-পরিকর হয়েই আক্রমণ করত, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই, তবে, এ খেলা তো আমাদের দুইজনের খেলা। কিন্তু ভাবছি, এখানেই তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নেব, না, পেটে কিল মেরে সেই নিউ হ্যাভেন পর্যন্ত যাব।

সেই রাতেই ওঁরা ব্রাসেল্‌স্ পৌঁছে, সেখানে দুইদিন কাটিয়ে তিন দিনের দিন রওনা হয়ে স্ট্রাসবুর্গে পৌঁছলেন। সোমবার সকালে লন্ডন পুলিশকে টেলিগ্রাম করলেন। এবং সেই সন্ধ্যেয় হোটেলে ফিরে দেখা গেল উত্তর হাজির হয়েছে। হোম্‌স্ খামটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে পড়ে নিয়ে,

রাগে গর-গর করতে করতে দলা পাকিয়ে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিয়ে গোঙিয়ে উঠে বললেন,—এ আমি আগেই জানতাম, সে পালিয়েছে!

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কে? মরিয়ার্টি?

হোম্‌স্ বললেন—দলের আর সকলকেই পুলিশ ধরতে পেরেছে বটে কিন্তু পালের গোদা ঠিক সরে পড়েছে। অবিশ্যি আমি চলে আসায় তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে এমন আর কেই-ই বা ছিল। তবু আমার ধারণা ছিল যে এবার ওরাই বাজিমাৎ করতে পারবে। যেমন ব্যবস্থা করে এসেছি। তা, সে যাক। ওয়াটসন, তুমি বরং ইংল্যান্ডেই ফিরে যাও। আমি খুব বেয়াড়া সঙ্গী, এখন কেবল বিপদই ডেকে আনতে পারব। আমি যদি তাকে ঠিকমতো বুঝে থাকি, তাহলে নিশ্চয়ই এখন আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। আমাদের ক্ষণিক দর্শনে সে এমন কথাই বলেছিল। আর নিতান্ত মিথ্যা বলবার লোক নয় সে। অতএব আমি বলি কি, তুমি ফিরে গিয়ে আবার রুগীপত্তর দেখতে লেগে যাও।

ওয়াটসনের মতো একজন পোড় খাওয়া যুদ্ধ-ফেরতা অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে এ ধরনের অনুরোধ নিতান্তই নিস্ফল। স্ট্রাসবুর্গ হোটেলের বিশাল বৈঠকখানায় বসে আধঘন্টা ধরে এই নিয়ে ভীষণ তর্ক করে সেই রাতেই আবার তাঁরা জেনেভার পথে রওনা হওয়া গেলেন।

রোনের মনোহর উপত্যকায় এক সপ্তাহ ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে 'লিউক' হয়ে গভীর বরফাচ্ছন্ন 'জেম্মি' গিরিপথ পার হয়ে ইন্টারলেকনের পথ দিয়ে অবশেষে মেরিনজেনে গিয়ে হাজির হলেন ওয়াটসনরা। যাত্রাপথ অত্যন্ত মধুর ও মনোরম। নিচে চমৎকার সবুজ আর উঞ্চ শীতের শুচিশুভ্রতার মাধুর্য সত্ত্বেও পরিষ্কার বোঝা গেল যে, হোম্‌স্ মুহূর্তের জন্যেই তাঁর আসন্ন বিপদের কথা ভুলতে পারছেন না। আল্পসের গ্রামাঞ্চলের নিবিড় ঘরোয়া পরিবেশ বা নির্জন গিরিপথে তাঁর চকিত চাউনি এবং প্রতিটি পথচারীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করাতেই বোঝা গেল যে হোম্‌স্ যেখানেই যাক্ না কেন, অনুসরণকারীদের ভয়াবহ প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহার হাত থেকে যে নিষ্কৃতি পাবে না সে বিষয়ে হোম্‌স্ নিঃসন্দেহ ছিল। মনে পড়ল, জেম্মি গিরিপথ পার হবার সময় হোম্‌স্‌রা যখন শান্ত বিষণ্ণ 'দ্য বাঁসী'-র তীর দিয়ে চলছিলেন, তখন হোম্‌স্‌দের ডানদিকে শৈলশিলার একখণ্ড বড় আলগা পাথর হুড়মুড় করে নেমে ঝপাস্ করে গিয়ে পেছনের হ্রদে গিয়ে পড়ল, মুহূর্তের মধ্যেই হোম্‌স্ পাহাড় বেয়ে উঁচু চূড়াটায় উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে এদিক ওদিক চারদিক দেখতে লাগলেন। হোম্‌স্‌দের পথপ্রদর্শক হোম্‌সকে কিছুতেই বোঝাতে পারল না যে বসন্তে এ অঞ্চলে এরকম পাথরের চাঙড় গড়িয়ে পড়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। হোম্‌স্ মুখে কিছু বললেন না, বটে কিন্তু এমন হাসি হাসলেন যাতে মনে হয় যে, তাঁর আশঙ্কা যে সত্যি হতে চলেছে, এটুকু বুঝতে পেরেই তিনি সন্তুষ্ট। তবে সবসময় সতর্ক থাকলেও তিনি কিন্তু একটুও মনমরা হন নি। বরং তাঁকে আগে কখনো এমন হাসি খুশি প্রাণচঞ্চল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। প্রফেসর মরিয়ার্টির হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারলে তিনি হাসিমুখে জীবনান্ত স্বীকার করে নেবেন, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাটাই তিনি শোনালেন। হোম্‌স্ শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বললেন—ওয়াটসন, আমার জীবনটা একেবারেই বোধহয় ব্যর্থ হয় নি বা বৃথায় যায় নি!

এই কাজ করতে গিয়ে যদি আমার সমস্ত কীর্তির ওপর যবনিকা পড়ে, তাও শান্ত মনে গ্রহণ করব। লন্ডনের আকাশ বাতাস আমার দৌলতেই মধুরতর হয়েছে। অন্ততঃ হাজারটা ঘটনায় আমি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে লড়েছি। বর্তমান রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-ব্যবস্থার জন্যে যেসব নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর দিকে নজর না দিয়ে সম্প্রতি আমি প্রাকৃতিক সমস্যার সমাধানের দিকেই ঝুঁকেছি। তবু, ওয়াটসন তোমার স্মৃতিকথার শেষ হবে আমার জীবনের গৌরবময় দিনের কাহিনী হিসেবে ইউরোপের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, চতুর-চূড়ামণির জীবনাবসান বা কারাবরণের কথার উল্লেখে।

তেসরা মে নাগাদ হোম্‌স্‌রা 'মেরিন্‌জেন' নামে ছোট্ট গ্রামের বুড়ো পিটার স্টেলার পরিচালিত 'ইংলিশচার-হফ' সরাইখানায় গিয়ে উঠলেন। বুদ্ধিমান সরাইখানার মালিকটি তিন

বছর লন্ডনের গ্রসভেনর হোটেলে কাজ করেছিলেন। কাজেই ইংরাজি বেশ ভালোই বলেন তিনি। তাঁরই কথামতো চার তারিখ বিকেলে আমরা দুইজনে রোজেনলাউই গ্রামে রাত কাটানোর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যাওয়ার আগে তিনি ওয়াটসনকে বারবার বলে দিলেন, একটু ঘুরে মাঝে পথে 'রাইখেনবাক' জলপ্রপাত দেখতে গেলেন। কানায় দাঁড়িয়ে হোম্‌স্‌রা অনেক নিচে কালো পাথরের গায়ে আচড়ে পড়া চক্‌চকে জলধারা দেখতে লাগলেন আর উৎক্ষিপ্ত জলধারার গম্ভীর আওয়াজ শুনছিলেন। মাঝ বরাবর গিয়ে হঠাৎ পথ শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রপাতটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। হোম্‌স্‌রা ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল একটা সুইস্‌ ছোকরা একটা চিঠি নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

সরাইখানার মালিক সেটলার ওয়াটসনের নামেই চিঠিটা লিখেছেন। ওয়াটসন পড়ে বুঝলেন, তারা চলে আসার পরমুহূর্তেই একজন ইংরেজ মহিলা এসে হোটেলে উঠেছেন, ক্ষয়রোগে তার মৃত্যু আসন্ন। শীতকালটা ডাভোস প্লাটজে কাটিয়ে বন্ধুদের কাছে লুসার্নে যাচ্ছিলেন হঠাৎ পথে রক্ত বমি হতে শুরু হয়। যতো দূর মনে হয় তিনি ঘন্টা কয়েক বাঁচবেন; তবু শেষ মুহূর্তে একজন ইংরেজ চিকিৎসক পেলে তিনি একটু সান্ত্বনা পেতে পারতেন। সদাশয় স্টেলার পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন, ভদ্রমহিলা সুইস চিকিৎসক দেখাতে একেবারেই রাজি নন, কাজেই ওয়াটসন গেলে তিনি খুবই অনুগৃহীত বোধ করবেন। স্বদেশবাসিনীর শেষ অনুরোধ প্রত্যাখান করা অসম্ভব। তবু হোম্‌স্‌কে একলা ফেলে রেখে যেতে ইতস্ততঃ করছিলেন ওয়াটসন। শেষপর্যন্ত ঠিক হল যে ওয়াটসন মেরিনজেনে ফিরে গেলে এই পত্রবাহক সুইস্‌ ছোকরা হোম্‌সের পথ প্রদর্শক সঙ্গী হিসাবে কাছে কাছে থাকবে। তিনি কিছুক্ষণ এই প্রপাতের ধারে কাটিয়ে ধীরে সুস্থে পাহাড় রোজেনলাউ যাবেন, আর ওয়াটসন সন্ধ্যেবেলায় সেখানে এসে মিলিত হবেন। ফেরবার মুখে ওয়াটসন দেখলেন হোম্‌স্‌ পাহাড়ে হেলান দিয়ে বুকের ওপর দুইহাত জড়ো করে এক দৃষ্টিতে পতনশীল জলধারা দেখছেন। পাহাড় থেকে নামবার মুখে শেষ ধাপে পৌঁছে ওয়াটসন আরো একবার ফিরে তাকালেন। এখান থেকে জলপ্রপাত দেখতে পাওয়া অসম্ভব! কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে সে মুখো যে আঁকা বাঁকা পথ গেছে দেখা গেল একজন লোক খুব তাড়াতাড়ি সে পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সবুজ পশ্চাৎপটে তার কালো চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একবার মাত্র তার তেজস্বী গমনভঙ্গী মনে রেখাপাত করল ওয়াটসনের। পরমুহূর্তেই দায়িত্বপূর্ণ যাত্রাপথে তিনি তার কথা একেবারেই ভুলে গেলেন। মেরিনজেনে পৌঁছতে তার প্রায় ঘন্টাখানেক লাগল। বুড়ো স্টেলার দেখি দরোজায় দাঁড়িয়ে। ওয়াটসন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললেন—মহিলাটির অবস্থা আরও অবনতি ঘটে নি তো?

সরাইখানার মালিকটির চোখেমুখে বিস্ময়ফুটে উঠল। এবং তাঁর চোখে পলক পড়তে না পড়তেই ওয়াটসনের বুকে কে যেন পাথর চাপিয়ে দিয়ে দমবন্ধ করে দিল। ওয়াটসন তখন কোনমতে পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দেখিয়ে বললেন, কেন, এ চিঠি আপনি লেখেন নি? হোটেলে কোনো অসুস্থ মহিলা নেই?

সরাইখানার মালিকটি অবাক স্বরে বলল—কই না তো!

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু চিঠিটায় তো দেখছি হোটেলের ছাপ!

তিনি বললেন—ও হো! আপনার যাওয়ার পরেই যে ঢ্যাঙা ইংরেজটি এসেছিলেন তারই এটা কীর্তি মনে হয়। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন—সে কথা শোনার মতো ধৈর্য ছিল না ওয়াটসনের। যে পথ বেয়ে কয়েক মিনিট আগে নেমে এসেছিলেন তিনি, সেই পথেই ভয়কম্পিত বক্ষে, দ্রুত সেই পথে ফিরে চললেন। নামতে ওয়াটসনের সময় লেগেছিল এক ঘন্টা। কিন্তু যথেষ্ট তাড়াতাড়ি করেও দুঘন্টার আগে কিছুতেই 'রাইখেনবাক' জলপ্রপাতের কাছে তিনি পৌঁছোতে পারলেন না। পাহাড়ের যেখানটায় হোম্‌স্‌কে দাঁড়িয়ে থাকতে ওয়াটসন দেখে গেছিলেন সেখানে তাঁর লাঠিটা হেলান দিয়ে দাঁড় করানো আছে বটে, কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। ওয়াটসন চিৎকার করলেন কয়েকবার। সে চিৎকার পাহাড়ের চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল।

লাঠিটা দেখেই ওয়াটসন জমে পাথর হয়ে গেলেন যেন। হোম্‌স্ তাহলে রেজনেলাউই না গিয়ে একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদের মাঝখানে এই তিনফুট চওড়া পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে অপেক্ষা করছিল! সুইস্ ছোকরাটি সম্ভবত মরিয়ার্টির ভাড়া করা লোক অথবা তার দলের লোক! কিন্তু তারপর তারপর কী যে ঘটেছে, কে বলবে! ভয়ে কুঁকড়ে গেলেও, কয়েক মিনিটের মধ্যে সামলে উঠে ওয়াটসন, হোমসের কর্মপদ্ধতির কথা চিন্তা করে সেটাই কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন। কাজটা মোটেই কঠিন হল না। লাঠিটা যেখানে রাখা ছিল, ওখানকার কালচে মাটি অনবরত জলকণার সিঞ্চনে এমন নরম হয়ে রয়েছিল যে পাখিটা হেঁটে গেলেও তার পায়ের ছাপ পড়বে। তাতে দেখলাম দুই জোড়া পায়ের দাগ এগিয়ে গেছে বটে, কিন্তু একটাও ফিরতি দাগ দেখলাম না। মুড়ো থেকে কয়েক গজ ভিতরের জমি যেন চষে কাদার তাল করে ফেলা হয়েছে। আর খাদের ধারের ফার্ণ আর কাঁটা ঝোপের বন ছিঁড়ে-খুঁড়ে কাদায় একেবারে কাদা হয়ে গেছে। উপুড় হয়ে পড়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করায় জলকণা ওয়াটসনের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ওয়াটসন চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই শেষপর্যন্ত হঠাৎই হোম্‌সের ফেলে যাওয়া লাঠিটার মাথায় কি একটা চকচকে ঝক্‌ঝকে জিনিস দেখে সেটা নামাতে গিয়ে হোম্‌সের নিত্যসঙ্গী সিগেরেট কেসটি দেখতে পেলেন ওয়াটসন। সেটা তুলতেই তার তলা থেকে চৌকোণা একটা কাগজ উড়ে পড়ল নিচে। সেটার ভাঁজ খুলে দেখা গেল, নোটবুকের তিনটে পাতা ছিঁড়ে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে চিঠি লিখেছে—

প্রিয় বন্ধু ওয়াটসন, মরিয়ার্টির সৌজন্যে এ-চিঠিটি লিখতে পারছি—কেননা তার সঙ্গে আমার অনেক দেনা-পাওনার হিসেব মেটানোর আছে বলে সে আমার অবকাশের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে মাত্র। কী কৌশলে সে ইংরেজ পুলিশের হাত এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে আর কী করেই বা সবসময়ে আমাদের খবর রেখেছে তার বর্ণনা ছবির মতো দিয়েছে। তা শুনতে শুনতে তার সম্বন্ধে আমার সু-উচ্চ ধারণা আরো সুদৃঢ় হল। আমার ভাবতে ভালো লাগছে যে অবশেষে সমাজের বুক থেকে এ পাপ নিশ্চিহ্ন করতে পারবো। কিন্তু ভাই, তার জন্যে যে খেসারত দিতে হবে, তাতে আমার বন্ধু হিসেবে তুমি মর্মান্তিক দুঃখ পাবে। যাই হোক্—আমি তো আগেই তোমায় বলেছি যে, আমি জীবনের কীর্তি শীর্ষে এসে পৌঁছেছি, যে পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে আমার পক্ষে তার চেয়ে গৌরবজনক আর কিছুই হতে পারত না। তোমায় খোলাখুলি ভাবেই বলি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, মেরিনজেনের চিঠিটা সন্দেহজনক, তবুও এমনি একটা পরিণামের কথা ভেবেই আমি তোমায় বাধা দিই নি। ইন্সপেক্টর প্যাটারসনকে বলবে যে প্রফেসরের দলবলকে শাস্তি দেবার জন্যে প্রয়োজনীয় সব কাগজ পত্র মরিয়ার্টির নাম লেখা একটা নীল খামে 'এম' চিহ্নিত খোপে রাখা আছে। ইংল্যান্ড ছাড়বার আগেই আমাদের বিষয় সম্পত্তি সবকিছু আমার ভাই মাইক্রফটের নামে লেখাপড়া করে দিয়ে এসেছি!

শ্রীমতী ওয়াটসনকে আমার প্রীতি সম্ভাষণ জানিও।

ইতি—

তোমার অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত

শার্লক হোম্‌স্

এরপরের ঘটনা অতি সংক্ষেপ। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন যে, এ ক্ষেত্রে যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটেছে। ওঁরা দুজনেই দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় নিচে গড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের ওই ঘূর্ণিজলের ফেনার নিচে থেকে দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বৃথা। সুইস্ ছোকরাটির আর দেখা পাওয়া যায় নি। মরিয়ার্টির দলের ভাগ্যে যা ঘটেছে তা সকলেরই মনে থাকার কথা—কেননা হোম্‌স্ যা চূড়ান্ত প্রমাণপত্র তিলে তিলে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন তাতে তাদের অপকীর্তির কাহিনী সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়ে প্রত্যেককেই কঠোর শাস্তি পেতে হয়েছিল।